সত্যং

জয়তি।

বিজ্ঞাপনী।

কোন সময়ে আমরা কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে নানাকথার প্রসঙ্গ করিতেছিলাম। তৎসময়ে রাজপুর. আর্য্যসভা হইতে এক মুদ্রিত পত্র কোন বন্ধুবরের নিকটে উপস্থিত হইল। পত্র পাঠ করিয়া কোন বন্ধু বলিলেন, পৃথিবীতে যে ক্ষত্রিয়জাতির অসীম পরাক্রম ও একাধিপত্য ছিল, যাঁহাদের শাসন বলে পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রজা স্ব স্ব জাতি-মর্য্যাদার কিঞ্চিন্মাত্রও উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সকলেই জাতীয় ধর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে রত ছিল। এইক্ষণে সেই ক্ষত্রিয়জাতি নিষ্প্রভ হওয়াতে ক্ষত্রিয়ত্বা একপ্রকার 'বেওয়ারিসী মাল" হইয়া পড়িল। এইক্ষণে যাহার ইচ্ছা সেই ক্ষত্রিয় হইতে পারে। পশ্চিমদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিমাত্রকেই ক্ষত্রিয় কহে, বৈশ্যদিগকে বেণে ক্ষত্রিয় কহে, উগ্রজাতিরা আগুরি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, ক্ষত্রিয়দিগের দাসী পুত্রেরা পাঞ্জা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলেও স্বজাতীয় ধর্ম্ম আচার ব্যবহারের উল্লঙ্ঘন করে না। এদেশে যাঁহারা নূতন ক্ষত্রিয় হইতে চাহেন, তাঁহারা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তন-প্রিয়। পূর্ব্বাবধি এদেশে যাঁহারা বর্ণসঙ্কর ক্ষত্রাজাতি ও বর্ণসঙ্কর রাজপুত্র

প্রতিই নির্ভর করিতেছে, ভরসা করি, অনেকেই ইহার পর পর খণ্ডের আশুপ্রচারের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

উপসংহারকালে নিবেদন, কোন প্রকার ঈর্ষ্যা বা জিগীষার অথবা অন্য কোন অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া এই গ্রন্থের প্রচার হইতেছে না। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে প্রাচীন জাতি-তত্ত্ব ও কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়, এমন নিগূঢ়ভাবে রহিয়াছে যে, এইক্ষণে অনেকেই তত্তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বা নানাপ্রকার কল্পনা করেন, ঐ সকল বিষয় যাহাতে সকলে অনায়াসে জানিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়েই এই গ্রন্থের প্রচার হইতেছে। ইহাতে আমার স্বকপোল-কল্পিত অথবা পরকীয় আধুনিক কল্পিত কিছুই নাই। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ও প্রাচীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমি সেই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ করিলাম। ইহাতে যদি কোন জাতি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের কোন নিগূঢ়তত্ত্ব অথবা অপকৃষ্টত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাতে আমি ন্যায় অনুসারে' অনুযোজ্য হইতে পারি না। তবে যদি নিতান্তই কাহারও অন্তঃকরণে অকারণ অসন্তোষ জন্মে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

১২ই আশ্বিন
সন ১২৮২

কশ্চিৎ কবিরঞ্জনঃ।

ওঁ সত্যং

জয়তি।

জাতি-মিত্র।

মঙ্গলাচরণ।

বন্দে গুরুং ত্রিজগদীশমপেতদোষং
ভূতোদ্ভবং ভুবনভব্যভুবং ভবঞ্চ।
মন্বাদয়ো মুনিগণা মনুজাশ্চ বন্দ্যাঃ
যেষাং বচোঽভবতি ধর্ম্মবিধৌ প্রমাণম্ ॥১॥
ভূদেবৈঃ ক্রিয়তাং মনুষ্যপুরজৈরাশীর্নমস্যৈঃ শুভা
ক্ষত্রা অপ্রমবিক্রমাঃ পরিমুদং বৃদ্ধিং নয়ন্তু ক্ষমাঃ।

ত্রিজগতের ঈশ্বর সমস্তদোষরহিত গুরুদেবের বন্দনা করি। তিনি, ভূতপ্রপঞ্চের উৎপত্তিস্থান। ভুবনমিচয়ের মঙ্গলভূমি জ্ঞানপ্রদায়ক মহাদেবেরও বন্দনা করি। মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনিগণ এবং যাঁহাদের বাক্যকলাপ ধর্ম্ম-বিধিতে প্রমাণস্বরূপ, সেই সকল মহানুভব মনুষ্যগণও বন্দনীয়।১

মনুষ্যগণের অগ্রজাত নমস্য ব্রাহ্মণেরা শুভাশীর্ব্বাদ করুন। অপ্রমেয়পরাক্রম ক্ষত্রিয়েরা আমাদের প্রীতি বৃদ্ধি

বৈদ্যা নোঽস্তুবলা ভবন্তু সকলাঃ প্রখ্যাতবৈশ্যাত্মকাঃ
সদ্ভাবঃ স্ববলম্ব্যতাং চিরসুহৃচ্ছূদ্রৈঃ শুভাকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২॥
অজ্ঞানতমসেদানীম্, অন্ধবদ্ বহবো জনাঃ।
জাতিমূলং সমন্বেষ্টুং নানা পন্থানমাশ্রিতাঃ ॥৩॥
কেচিদন্যপথাকৃষ্টাঃ কেচিৎ কুপথগামিনঃ।
পতন্তীতস্ততঃ কেচিৎ কেচিন্নানাবিজল্পিনঃ ॥৪॥
দৃষ্ট্বৈতৎ সুজনা দয়ানুবশগা অম্বষ্ঠবংশোদ্ভবাঃ
আজ্ঞাঞ্চক্রুরিমাং প্রকাশয়ত নো মোহান্ধকারান্তকম্।

করুন; সুবিখ্যাত বৈশ্যাত্মক অম্বষ্ঠগণ আমাদের পৃষ্ঠবল হউন; এবং চিরসুহৃৎ শুভাকাঙ্ক্ষী শূদ্রেরাও সদ্ভাব অবলম্বন করুন।২.

সম্প্রতি, অনেকে (অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ হইয়া) জাতির মূলান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানা পথের পথিক হইয়াছেন কিন্তু কেহই যথার্থ পথ বা মূলের নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না।৩ তাঁহাদের মধ্যে কেহ পথান্তরনীত হইয়াছেন, কেহ বা কুপথগামী হইয়াছেন, কেহ বা দিশাহারা হইয়া ইতস্তত পতিত হইতেছেন এবং কেহ কেহ কেবল নানাপ্রকার বিজল্পনা করিয়াই বেড়াইতেছেন।৪

ইহা দর্শন করিয়া কতিপয় দয়াবান্ অম্বষ্ঠবংশীয় সদাশয় ব্যক্তি, আমাদিগকে এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তোমরা এমন কোন পুস্তক প্রকাশ কর, যদ্দ্বারা লোকের ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইয়া কাল্পনিক লতাপরিবৃত জাতি-

গ্রন্থং কঞ্চন যেন বীক্ষিতুমতঃ সর্ব্বে ভবেয়ুঃ ক্ষমাঃ
নানাকাল্পনিকা বৃণোতি লতিকা যজ্জাতিমূলং হি তৎ ॥৫
অয়মুদয়তি তস্মাৎ কাশকো জাতিমিত্রঃ *
প্রভবতি কুত ঈষৎ কৌস্তুভস্য † প্রভাস্মিন্।
প্রখরকিরণতপ্তা কৌমুদী ‡ মুদ্রিতাস্তু
প্রপতিততপনাভো দর্পণো § দুঃখহেতুঃ ॥৬॥
গ্রন্থঃ সদ্ভিষজাং নিয়োগবশতো যদ্যপ্যয়ং রাজতে
অস্মাভীরচিতস্তথাপ্যভিনবস্তস্মাদমুস্মিন্ কিল।

মূল, সাধারণ সকল ব্যক্তিরই সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে পারে।৫

সেই হেতু এই দীপ্তিকারক জাতিমিত্র * উদিত হইতেছে। এই ক্ষণে ক্ষুদ্রপ্রভ কৌস্তুভের † প্রভাব কোথায় থাকিবে? আর রবিকিরণতপ্তা কৌমুদীও ‡ মুদ্রিত হউক। এই ক্ষণে সূর্য্যকিরণ পতিত দর্পণবৎ দর্পণও § তদবলম্বিগণের সুখেতর দুঃখ হেতুই হইবে।৬

যদিও এই গ্রন্থ, কতিপয় বৈদ্যবংশীয় মহাশয়ের নির্দ্দেশ ক্রমেই প্রকাশিত হইতেছে, তথাপি ইহা এক অভিনব বস্তু বলিয়া ভ্রমসঙ্কুল হইবার বহুল সম্ভাবনা অত-

* সূর্য্য ও এতদ্ গ্রন্থ।

† কৌস্তুভনামক মণি ও কায়স্থকৌস্তুভ গ্রন্থ।

‡ শাপলা ও কায়স্থকৌমুদী গ্রন্থ।

§ মুকুর ও কায়স্থদর্পণ গ্রন্থ।

সদ্ভির্দোষবিধৌ সমাধিরধুনা স্বৈঃ স্বৈর্বিধেয়ো গুণৈ-
রস্মাকং চিরবন্ধুভির্গুণিবরৈঃ সাহায্যমালম্ব্যতাম্ ॥৭॥

এবং ভরসা করি, সাধু ব্যক্তিরা নিজ নিজ গুণদ্বারা ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া লইবেন। অপিচ আমাদিগের চিরপরিচিত গুণিবর বন্ধুগণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা এই সময়ে সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন।৭

জাতিমিত্র

প্রথমভাগ।

সংপ্রতি কায়স্থ জাতি বিষয়ক আন্দোলন বাহুল্যরূপে অনেক স্থানে বিস্তৃত হইতে চলিল। সর্ব্বপ্রথম রাজা রাজনারায়ণ বঙ্গ ভূমিতে এই প্রস্তাবের অবতারণা করেন যে, তাঁহাদের উপনয়নের অধিকার আছে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়, তদনুকরণে কলিকাতা সিমলা নিবাসী বাবু রাজনারায়ণ মিত্র কতকগুলি সংস্কৃত বচন ও কতকগুলি গ্রন্থের নাম সঙ্কলন করেন। তাহা হইতে কায়স্থকৌস্তুভ নামক গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। তাহাতে অনেক কায়স্থ উৎসাহিত হন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তদ্বিষয়ের অনুমোদন না করিয়া কায়স্থ জাতিকে শূদ্রান্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন। তৎকৃত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে প্রথম কায়স্থ শব্দের অর্থ প্রকরণে তাহা স্পষ্টীকৃত রহিয়াছে। তাহাতেই অনেকে ভগ্নোৎসাহ হইয়া অবনত হইয়া পড়েন। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা বলে পুনর্ব্বার তাহার জীব সঞ্চার করেন। রহস্যসন্দর্ভও কেবল কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত বলিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই। বৈদ্য জাতিরা বল্লাল সেনকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন এবং এতদ্দেশে কান্যকুব্জ হইতে

আনীত সভৃত্য ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য কর্ত্তৃক সংস্থাপিত ও কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বৈদ্য জাতির এই চিরপ্রসিদ্ধ গৌরব রহস্য সন্দর্শ সহ্য করিতে না পারিয়া বল্লাল সেনকে বৈদ্য জাতি হইতে চ্যুত করিয়া ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত কায়স্থ জাতি মধ্যে নিবিষ্ট করাইয়াছেন এবং বৈদ্য জাতির রাজবংশীয় গৌরব ও কৌলীন্য মর্য্যাদা দাতৃত্ব গৌরব অপহরণ করিয়া কায়স্থ জাতিকে তাহার স্বত্ববান্ করিতে যত্ন করিয়াছেন। অম্বষ্ঠ শব্দের চিরপ্রসিদ্ধ বৈদ্য অর্থের লোপ করিয়া ঐ শব্দের অশ্রুতপূর্ব্ব অর্থ ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত কায়স্থ জাতি বলিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি ঈর্ষ্যা বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বৈদ্য জাতিকে দংশন করিতেও ক্রটি করেন নাই; বৈদ্য জাতি বর্ণসঙ্কর বিধায় তাহাদের প্রতি "খচ্চর" ইত্যাদি অসঙ্গত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। ইনি নিজ বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার অর্থান্তর এবং ভাবান্তর করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ যুবকগণকে বল্লাল সেনের জাতিনির্ণয় বিষয়ে সন্ধিগ্ধচেতা করিয়াছেন।

অল্প দিন হইল, কোন কায়স্থ-প্রধান সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহুবিবাহ প্রথার প্রতিকূলে প্রস্তাব হওয়াতে কোন কোন বহুবিবাহরুচি ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণ সমাজের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে কায়স্থ শূদ্রের কোন ক্ষমতা নাই, কায়স্থপ্রধান সমাজে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার অনধিকার চর্চ্চা হইতেছে" তাহাতে কোন কোন কায়স্থ বলিলেন "রাজা আদিশূর রাজা বল্লাল ক্ষত্রিয়

ছিলেন, বর্ত্তমান কায়স্থ জাতিও ক্ষত্রিয় বংশজাত, ক্ষত্রিয় জাতি চিরকাল সকল সমাজের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন, যখন ব্রাহ্মণেরা আমাদের দ্বারা (ক্ষত্রিয় দ্বারা) আনীত ও প্রতিষ্ঠিত, এবং আমরাই (ক্ষত্রিয়েরাই) কুলমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছি, তখন সেই কুলমর্য্যাদা অনুসারে বহুবিবাহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।" এই ঘটনার পর অবধিই কোন কোন কায়স্থ যুবক ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে যত্নবান্ হন। কায়স্থ সমাজে ক্রমশঃ উহার আন্দোলন হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দল বল সংগ্রহ হয়। অপরিচিতবিদ্য গৃহজাত বিজ্ঞেরা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কোন কোন স্থানে শাখাসমাজেরও সংস্থাপন হইয়াছে। কোন কোন উষ্ণমস্তিষ্ক যুবক আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা (অজাত পুত্রের নামকরণ) একেবারে গলায় যজ্ঞসূত্র তুলিয়া দিয়াছেন, কেহ বা স্বীয় নামের অন্তে ক্ষত্রিয় উপাধি বর্ম্মা শব্দের উল্লেখ করিতেছেন। ইঁহাদের শাস্ত্রবল ও পণ্ডিতবল আছে কিনা, অদ্য পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে,—ধনবল, মুখবল, এবং অনভ্যস্তবিদ্য গৃহজাত কৃতবিদ্যবল বিলক্ষণ আছে। এ দিকে কতকগুলি সর্ব্বসম্প্রদায়স্থ বৃদ্ধ ও যুবক উহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অনুচিত ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া তৎপ্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তন্নিবন্ধন বিবাদ বিসংবাদ দলাদলি নানাপ্রকার গণ্ডগোল হইতেছে। এইক্ষণে প্রায় অনেক স্থানেই ঐ প্রস্তাবের আন্দোলনের কথা শুনা যায়।

ভাগলপুর অঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে কায়স্থ জাতির এক পোষ্যপুত্রের মোকদ্দমা উপলক্ষে কায়স্থগণ কোন্ জাতি মধ্যে পরিগণিত এবং তাহাদের দান প্রতি-গ্রহের অধিকার আছে কি না ? পোষ্যপুত্র গ্রহণ কালীন তাহাদের যজ্ঞের প্রয়োজন হইবে কিনা এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের ও দানের মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে কি না ? এই সকল বিষয়ের তর্ক হইয়া কমিসন দ্বারা নানা স্থান হইতে জবানবন্দী গ্রহণ করা হইতেছে, কায়স্থের জাতিবিচারে গবর্ণমেণ্টকেও বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

কেহ বলেন, কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান। ইহাদের সাবিত্রী মন্ত্র ও উপনয়নের অধিকার নাই। কেহ বলেন, ক্রিয়া লোপ হেতু যে সকল ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত। কেহ বলেন, সগর রাজা কতকগুলি বিপক্ষ ক্ষত্রিয়কে আচারভ্রষ্ট করিয়া তাড়িত করেন, তদবধি যাহারা আচারহীন ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত। কেহ বলেন, পরশুরামের ভয়ে কতকগুলি ক্ষত্রিয় আচারহীন হইয়া ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিত, তাহারাই কায়স্থ। কেহ বলেন, চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রী পরশুরামের ভয়ে দাল্ভ্য মুনির আশ্রমে পলায়ন করেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পরশুরাম ঐ গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিবার জন্য মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন মুনি বলিলেন, গর্ভস্থ সন্তান জননীর কায়ার ভিতরে লুক্কায়িত আছে, অদ্যাবধি উহাকে কায়স্থ বলা গেল, উঁহাকে আর ক্ষত্রিয় বলা যাইবে না। তদ বধি

কায়স্থ জাতির সৃষ্টি। কেহ বলেন, কায়স্থজাতি ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন যমরাজার মোহরি চিত্রগুপ্তের বংশ। কেহ বলেন, ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রের ন্যায় কায়স্থেরও উৎপত্তি হইয়াছে। কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া শূদ্র হইতে উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্যের তুল্যত্ব লাভ করিয়াছে। কেহ বলেন, কায়স্থ জাতি শূদ্র জাতির মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার এবং শূদ্রবৎ দ্বিজসেবাই ধর্ম্ম। কেহ বলেন; বৈশ্য ও শূদ্র হইতে যে করণ জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারাই কায়স্থ। এই প্রকার কায়স্থ জাতি বিষয়ে নানা জনে নানা প্রকার বলিতেছে, কোন মতের স্থিরতা নাই, পরস্পর কোন মতের সহিত কোন মতের ঐক্যও নাই। যাহার যেমন ইচ্ছা, সেই তাহাই বলে। কেহ বলেন, অগ্নিপুরাণে প্রমাণ আছে, কেহ বলেন, স্কন্দপুরাণে, কেহ বলেন, মহাভারতে, কেহ বলেন, বিষ্ণুপুরাণে, কেহ বলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, কেহ বলেন, স্মৃতিশাস্ত্রে, কেহ বলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে, ইহার প্রমাণ আছে। কেহ কেহ বা "কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন" কায়স্থকৌস্তুভ-লিখিত এই শ্লোকার্দ্ধের উল্লেখ করেন। তদ্ভিন্ন কোন বচন প্রমাণ শাস্ত্র কাহারো মুখে শুনা যায় না। ঐ বচন কোন্ গ্রন্থের লিখিত, তাহারও উল্লেখ নাই। কল্পনা দেবীর প্রাসাদাৎ সকলেই বাচস্পতি। কেহ কেহ উপকথাকে সপ্রমাণ করিতেছেন, কেহ কেহ বা কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ জাতিমধ্যে নিবিষ্ট করিতে চাহেন। উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ বাগাড়ম্বরের সহিত সময়ে সময়ে তুমুল বাক্যযুদ্ধ

হইয়া থাকে। এ সময়ে অনেকেই কায়স্থ জাতির প্রকৃত তত্ত্ব ও বল্লাল সেনের জাতি নিশ্চয় জানিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, অতএব কায়স্থ জাতির ও বল্লাল সেনের জাতির নিরূপণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তি প্রভৃতির যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদান্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্।
যস্য প্রমাণং নভবেৎ প্রমাণং ন তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণম্॥"

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বোদ্ধৃতবচনম্।

বেদ সকল প্রমাণ, স্মৃতি সকল প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন অর্থাৎ পুরাণাদিও প্রমাণ। এই সকল প্রমাণকে অর্থাৎ বেদ স্মৃতি পুরাণাদিকে যে প্রামাণ্য না করে তাহার বাক্যেরও প্রামাণ্য হয় না। তাহা অগ্রাহ্য বাক্য।

হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বেদ, অতএব সর্ব্বাদৌ বেদের প্রামাণ্য, তৎপরে স্মৃতির প্রামাণ্য, তৎপরে পুরাণাদির প্রামাণ্য। ব্যাস বলিয়াছেন।

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥"

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের যে স্থলে বিরোধ দেখা যায় সেখানে শ্রুতিরই প্রামাণ্য। যেখানে স্মৃতির ও পুরাণের দ্বৈধ অর্থাৎ বিরোধ হয়, সেখানে স্মৃতি শ্রেষ্ঠা।

স্মৃতির মধ্যে সর্ব্বস্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতি প্রশস্তা।

যদাহ পরাশরঃ।

"ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥"

বেদের কর্ত্তা কেহ নাই, ব্রহ্মা বেদের স্মরণ করিয়াছেন, এই প্রকার বেদ হইতে কল্পান্তরে কল্পান্তরে মনু ধর্ম্মের স্মরণ করিয়াছেন।

" বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥"

ইতি বৃহস্পতিঃ।

মনু বেদার্থের উপনিবন্ধন করিয়াছেন, অতএব সর্ব্ব স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রাধান্য। মন্বর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্তা নহে। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন।
মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং ভেষজতায়াঃ।

ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন বিষয়ের বিবাদ বা সন্দেহ উপস্থিত হইলে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে হয়। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতির প্রামাণ্য, তদভাবে স্মৃতির প্রামাণ্য। সেই স্মৃতির মধ্যেও সর্ব্ব স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রামাণ্য। স্মৃতির অভাবে পুরাণের প্রামাণ্য, পুরাণ দ্বারাও যাহার মীমাংসা না হয়, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বাক্য, তদভাবে চির প্রচলিত সর্ব্বজন মানিত কিংবদন্তী, তদভাবে বিশেষ বিশেষ যুক্তির অবলম্বন করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, কায়স্থেরা কোন্ জাতির অন্তর্নিবিষ্ট এবং বল্লাল সেন কোন্ জাতি ছিলেন, তদুপলক্ষে

বঙ্গদেশের নানা স্থানে নানাপ্রকার তর্ক ও অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমরা যতদূর পারি শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা প্রথম শ্রুতির) তৎ-পরে স্মৃতির (স্মৃতির মধ্যেও প্রথম মনুস্মৃতির তৎপরে যাজ্ঞবলক্যাদি স্মৃতির, তৎপরে পুরাণের, তৎপরে তন্ত্রের, তৎপরে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বচনের, তৎপরে প্রচলিত সর্ব্ব-মানিত কিংবদন্তীর, তৎপরে বিশেষ বিশেষ যুক্তির অব-লম্বন করিয়া প্রথম বর্ণ চতুষ্টয়ের নিরূপণ, তৎপরে বর্ণ-সঙ্কর জাতির নিরূপণ, তাহাদিগের আচার ব্যবহার, কায়স্থ শব্দের অর্থ ও শ্রেণী বিভাগ, আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ শূদ্রের আনয়ন বৃত্তান্ত, বল্লাল সেনের জাতি নিরূপণ, অর্থান্তর গৃহীত এবং ভাবান্তর গৃহীত প্রাচীন সংস্কৃত বচন গুলির প্রকৃত অর্থ ও ভাব গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

তত্রাদৌ শ্রুতিঃ।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যকৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ; বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান ব্রাহ্মণ, বেদাধ্যাপনাদি ধর্ম্ম, তন্ন্যূন ক্ষত্রিয়, অস্ত্র শস্ত্রাদি ধারণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি ধর্ম্ম, তন্ন্যূনে বৈশ্য, কৃষি বাণিজ্য পশুপালন ধর্ম্ম, তন্ন্যূন শূদ্র, দ্বিজাতির পদ সেবাদি

ধর্ম্ম। অতএব ইহাদের উৎপত্তি মুখ, বাহু, ঊরু, পাদ হইতে কল্পিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে ব্রাহ্মণাদির লিঙ্গশরীর দৈবী শক্তি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত প্রমাণ স্থূল শরীর বিষয়ক নহে। শ্রুতিদ্বারা কেবল এইমাত্র সপ্রমাণ হইতেছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয় মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মার কায় হইতে অন্য কোন বর্ণের উৎপত্তির প্রমাণ শ্রুতিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন যত জাতি আছে, তাহারা বর্ণসঙ্কর। মনু বলিয়াছেন।

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥"

ভগবান্ স্বয়ম্ভু লোক বৃদ্ধির জন্য মুখ বাহু ঊরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ এই বর্ণত্রয়ের উপনয়নাদি সংস্কার আছে। অতএব ইহারা দ্বিজশব্দ বাচ্য। চতুর্থবর্ণ শূদ্র, ইহার উপনয়ন নাই, অতএব ইহাকে * দ্বিজাতি না বলিয়া এক জাতি বলা গেল। পঞ্চম

---

* যাহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে তাহাদিগকে দ্বিজ বা দ্বিজাতি কহে; যাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই, তাহাদিগকে একজ বা একজাতি কহে।

বর্ণ নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন যত জাতি আছে, তাহারা বর্ণ শব্দ বাচ্য নহে, উঁহাদিগকে বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কর জাতি কহে।

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষু অক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্তএব তে।"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই সকল বর্ণ হইতে অক্ষত-যোনি বিবাহিতা তুল্যা (সমানবর্ণা) পত্নীতে আনুক্রমিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্যদ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা বৈশ্যাতে, শূদ্রদ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা সেই ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য বর্ণ, শূদ্রবর্ণই হইয়াছে। যাহারা অসমান বর্ণেতে যথা—ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে, ইত্যাদিরূপে জন্মিয়াছে, তাহারা সেই সেই বর্ণ বা সেই সেই জাতি হইতে পারে নাই, এবং যাহারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা স্ত্রীতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই অর্থাৎ অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক বিবাহিতা স্ত্রীতে সমান বর্ণ দ্বারাও যে সকল ‡ জারজ গোলক প্রভৃতি

‡ "অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ।" স্বামীর মৃত্যু না হইতে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে জারজঃ এবং কুণ্ড কহে। স্বামীর মৃত্যু হইলে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে গোলক কহে।

সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা পিতৃ মাতৃ বর্ণ হয় নাই, তাহা-দিগকেও বর্ণসঙ্কর বা পিতৃ মাতৃ জাতি হইতে বিভিন্ন জাতি জানিতে হইবে।

তৎপ্রমাণং যথা কুল্লূকভট্টোদ্ধৃতদেবলবচনম্।

"দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে।

অবাবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মা স জাতিতঃ। ১।

ব্রতহীনা ন সংস্কার্য্যাঃ স্বতন্ত্রাস্বপি যে সুতাঃ।

উৎপাদিতাঃ সবর্ণেন ব্রাত্যা ইব বহিষ্কৃতাঃ। ২।

সবর্ণাতেও দ্বিতীয় পিতা দ্বারা অর্থাৎ যিনি যথাবিধান ক্রমে অক্ষতযোনি পত্নী রূপে গ্রহণ না করিয়াছিলেন, তাঁহাদ্বারা যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান অবাবট নামে খ্যাত এবং শূদ্রধর্ম্ম। ১

যে সকল সন্তান ব্রতহীন, সংস্কারহীন এবং যাহারা অন্যস্ত্রীতে উৎপাদিত, তাহারা সবর্ণদ্বারা (সমানবর্ণদ্বারা) উৎপন্ন হইলেও ব্রাত্যের ন্যায় (পতিতের ন্যায়) বহিষ্কৃত।২

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।

অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সমানবর্ণ হইতে সমানবর্ণা স্ত্রীতে অনিন্দ্য বিবাহজাত যে সকল সন্তান, যথা ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিহিত অক্ষত-যোনি বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা যথাবিহিত অক্ষত-যোনি বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য দ্বারা যথাবিহিত অক্ষত-যোনি বিবাহিতা বৈশ্যাতে এবং শূদ্র দ্বারা বিবাহিতা শূদ্রাতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই পিতৃ-জাতি মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া বংশ বর্দ্ধক হইয়াছে।

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগর্হিতাঃ॥

বিষ্ণুসংহিতা।

সমানবর্ণ দ্বারা সমানবর্ণা স্ত্রীতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা সমানবর্ণ হইয়াছে। যথা ব্রাহ্মণদ্বারা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণবর্ণ, ক্ষত্রিয়দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৈশ্যদ্বারা বৈশ্যাতে বৈশ্যবর্ণ, শূদ্রদ্বারা শূদ্রাতে শূদ্রবর্ণ হইয়াছে। অনুলোমা স্ত্রীতে (উচ্চ জাতীয় পুরুষদ্বারা নীচজাতীয়া স্ত্রীতে) যথা ব্রাহ্মণদ্বারা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা শূদ্রাতে, ক্ষত্রিয়দ্বারা বৈশ্যা বা শূদ্রাতে, বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতিলোমা স্ত্রীতে (নীচ জাতীয় পুরুষ দ্বারা উচ্চ জাতীয়া স্ত্রীতে) যথা ক্ষত্রিয়দ্বারা ব্রাহ্মণীতে বা বৈশ্য দ্বারা ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণীতে, শূদ্রদ্বারা বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণীতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত অর্থাৎ দ্বিজাতির বহির্ভূত উপনয়নাদি সংস্কারের অযোগ্য নিন্দিত সন্তান।

উল্লিখিত স্মৃতি-বচনসমূহ দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তির কথা কথিত হইল।

ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয় ভিন্ন অন্য জাতির বর্ণত্ব প্রতিপাদন কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তি ভিন্ন কায়স্থ বর্ণের উৎপত্তি শ্রুতি স্মৃতিদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে না এবং কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণাভিধায়ক প্রমাণও পাওয়া যায় না।

অথানুলোমজাতয়

পূর্ব্বে বর্ণচতুষ্টয়ের আনুক্রমিক সমানবর্ণজাত, সজাতীয় সন্তানের কথা উল্লেখ হইয়াছে। অধুনা অসমান-বর্ণজাত, অসমান জাতি প্রাপ্ত বর্ণসঙ্কর অনুলোমজ সন্তানগণের কথার উল্লেখ হইতেছে।

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥"

মনুঃ।

দ্বিজাতি দ্বারা অনন্তর জাতীয়া পত্নীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে বৈশ্যাতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে এবং বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা মাতৃদোষ বিগর্হিত অর্থাৎ মাতা হীন জাতি হইলেও পিতৃজাতি সদৃশ। পিতৃ সদৃশ বলার তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃ-সমানজাতি না হইয়া পিতৃজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, মাতৃজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাতৃ পিতৃ জাতি হইতে পৃথক্ একজাতি হইবে। যথা ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত; ক্ষত্রিয়-দ্বারা বৈশ্যাতে মাহিষ্য, বৈশ্য দ্বারা শূদ্রাতে করণ জাতি হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ, (বৈদ্য) ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে নিষাদ জন্মিয়াছে। নিষাদ জাতির অপর নাম পারশব।

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥"

মনুঃ।

ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে ক্রূরচেষ্ট ও নিষ্ঠুর-কর্ম্মনিরত ক্ষত্র শূদ্র স্বভাব উগ্রজাতি (আগুরি জাত) জন্মিয়াছে।

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই তিন বর্ণেতে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য শূদ্র, এই দুই বর্ণেতে, বৈশ্যের শূদ্র এই এক বর্ণেতে জাত যে ছয় সন্তান, তাহারা সবর্ণজাত পুত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ তথা সুতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, বিবাহিতা শূদ্রাতে নিষাদ (পারশব) জন্মিয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিতা বৈশ্যাতে

মাহিষ্য, বিবাহিতা শূদ্রাতে উগ্র, (আগুরি) বৈশ্য হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে করণ জাতি জন্মিয়াছে।

" মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে।
অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ॥"

মাহিষ্য দ্বারা করণীতে রথকার জাতির জন্ম, প্রতিলোম ক্রমে (নীচ জাতি দ্বারা উচ্চ জাতিতে, যাহাদের জন্ম, তাহারা অসৎ (নিন্দিত জাতি) অনুলোম ক্রমে (উচ্চ জাতি দ্বারা নীচ জাতিতে) যাহাদের জন্ম, তাহারা সৎ (অনিন্দিত) জাতি।

"শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতি স্মৃতঃ।"
উশনঃসংহিতা।

বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে কটকার জাতি জন্মিয়াছে। দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের) শূদ্র কন্যা বিবাহ প্রশস্ত নহে, উহা নিন্দিত।

যদাহ ব্যাসঃ।
" ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।"

দ্বিজেরা শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবে না এবং নীচ বর্ণেরা উচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবে না। তাদৃশ বিবাহই অপ্রশস্ত (নিন্দিত)।

অথ প্রতিলোমজাতয়ঃ।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্য-রাজন্য-বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥"

মনুঃ।

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ কন্যাতে সূত জাতি, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে, মাগধজাতি, ব্রাহ্মণীতে বৈদেহজাতি,* শূদ্র দ্বারা বৈশ্যাতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্তা, ব্রাহ্মণীতে নরাধম চণ্ডাল জন্মিয়াছে। ইহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর।

"তত্র বৈশ্যাপুত্রঃ শূদ্রেণায়োগবঃ।
মাগধক্ষত্তারৌ ক্ষত্রিয়াপুত্রৌ বৈশ্যশূদ্রাভ্যাম্।
চণ্ডাল-বৈদেহক-সূতাশ্চ ব্রাহ্মণীপুত্রাঃ শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়ৈঃ।
সঙ্করসঙ্করাশ্চাসংখ্যেয়াঃ। বিষ্ণুসংহিতা।

শূদ্রদ্বারা বৈশ্যাপুত্র আয়োগব, বৈশ্য শূদ্রদ্বারা ক্ষত্রিয়াপুত্র মাগধ ক্ষত্তা, শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্রাহ্মণী পুত্র চণ্ডাল, বৈদেহ, সূত, জন্মিয়াছে এবং পরস্পর বর্ণসঙ্কর দ্বারা অসংখ্যেয় বর্ণসঙ্কর জন্মিয়াছে।

* বৈদেহ জাতিকে কেহ কেহ বণিক্ জাতিবিশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য-স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
তেষাং জন্ম দ্বিতীয়ন্তু বিজ্ঞেয়ং মৌঞ্জিবন্ধনম্ ॥"

শঙ্খসংহিতা।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, মৌঞ্জি-বন্ধন (উপনয়ন) ইহাদের দ্বিতীয় জন্ম, দুইবার জন্ম হয় অতএব দ্বিজ এবং দ্বিজাতি বলা যায়।

তথাহি বশিষ্ঠঃ।

"মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে ॥"

মাতা হইতে প্রথম জন্ম হয়, মৌঞ্জিবন্ধনে (উপনয়নে) দ্বিতীয় জন্ম হয়, সেই উপনয়নস্বরূপ দ্বিতীয় জন্মে সাবিত্রী মাতা, আচার্য্য পিতা।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যাজাত সন্তান, এই তিন এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া জাত, বৈশ্যাজাত, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা জাত, এই তিন দ্বিজাতি দ্বারা সজাতীয়াজাত এবং অনুলোম জাত উক্ত ছয় সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী। উপনয়নাদি সংস্কারার্হ। দ্বিজ শব্দ বা ; দ্বিজাতিদ্বারা প্রতিলোম জাত সন্তান অপধ্বংসজ সন্তান সকলেই শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী উপনয়নাদি ক্রিয়ারহিত।

"পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তর জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি, দ্ব্যন্তরজাত অম্বষ্ঠ জাতি, এবং ক্ষত্রিয় হইতে একান্তর দ্ব্যন্তর অনুলোম সন্তান, বৈশ্য হইতে একান্তর জাত অনুলোমজসন্তান, মাতৃ পিতৃ ব্যতিরিক্ত সংকীর্ণ জাতি হইলেও মাতৃজাতিতে ব্যপদেশ অর্থাৎ মাতৃজাতির সংস্কারাদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জাত সন্তান অপেক্ষা দ্বিজাতির প্রতি-লোমজ সন্তান কিঞ্চিৎ হীন হয়, অতিশয় গর্হিত নহে। কিন্তু শূদ্র প্রতিলোমজ সন্তানেরা অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয়াতে ও ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তানেরা ক্রমশঃ নিতান্ত গর্হিত। ইহা মনুতে কথিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ হইতে উগ্র কন্যাতে আবৃত নামক জাতি, অম্বষ্ঠ কন্যাতে আভীর জাতি, আয়োগবীতে ধিগ্বণ জাতি, নিষাদ হইতে শূদ্রকন্যাতে পুক্কসজাতি* শূদ্র হইতে নিষাদ কন্যাতে কুক্কুটক জাতি, ক্ষত্তা হইতে উগ্রা স্ত্রীতে শ্বপাক জাতি, বৈদেহ হইতে অম্বষ্ঠকন্যাতে বেণ জাতি, এই সকল বর্ণসঙ্কর মনুতে উক্ত হইয়াছে।

* চণ্ডালসদৃশ জাতিবিশেষ

উশনা কহেন, ক্ষত্রিয়াতে শূদ্রদ্বারা চৌর্য্যক্রমে রঞ্জক জাতির উৎপত্তি। রঞ্জক জাতি হইতে চৌর্য্যক্রমে বৈশ্য-কন্যাতে নর্ত্তক জাতির উৎপত্তি। ইহাদিগের অপর নাম গায়ক। অধুনা উহারা নুর জাতি বলিয়া বিখ্যাত। শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে অপর এক বৈদেহিক জাতির উৎপত্তি হয়। ইহাদের বৃত্তি অজ, মহিষ, গো পালন করিয়া দধি ক্ষীর ঘৃত তক্রের বিক্রয়। চণ্ডাল হইতে বৈশ্য কন্যাতে শ্বপচ জাতির উৎপত্তি। উহারা কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করে।

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ ।১॥
ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ।২॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ।৩॥"

মনুঃ।

দ্বিজাতিরা পরিণীতা সবর্ণাতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, উহারা যদি উপনয়ন সংস্কার বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তান-দিগকে ব্রাত্য বলে। ইহারা প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় পুত্রকার্য্যে অক্ষম, অতএব ইহাদিগকে প্রতিলোমজ প্রক-রণে বলা হইল। ১। ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টক জাতি জন্মিয়াছে। দেশভেদে ইহা-দিগকে আবন্ত্য বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ জাতি কহে।২। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় এই সকল সন্তান জন্মিয়াছে।৩

এই প্রকার ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সুধম্মাচার্য, কারূষ্য, বিজন্মা, মৈত্র, সাত্বত জাতি জন্মিয়াছে, এবং দস্যু জাতি হইতে আয়োগবী স্ত্রীতে সৌরিন্ধ্র, বৈদেহ জাতি হইতে মৈত্রেয় জাতি জন্মিয়াছে। নিষাদ জাতি হইতে আয়োগবীতে কৈবর্ত্ত জাতি জন্মিয়াছে। তাহার অপর নাম দাস জাতি। নিষাদ হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে কারাবর নামক চর্ম্মচ্ছেদনকারী জাতি, (চর্ম্মকার জাতি) বৈদেহ হইতে কারাবর স্ত্রীতে অন্ধ্র জাতি, নিষাদ স্ত্রীতে মেদ * জাতি উৎপন্ন হয়। ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে। চণ্ডাল হইতে বৈদেহ স্ত্রীতে পাণ্ডু সোপাক জাতি, নিষাদ হইতে আহিণ্ডক জাতি † নিষাদ দ্বারা শূদ্রাণীতে পুক্কস জাতি, চণ্ডাল দ্বারা পুক্কসীতে সোপাক জাতি, চণ্ডালদ্বারা নিষাদী স্ত্রীতে অন্ত্যাবসায়ী (মুর্দারফরাস) জাতি জন্মে। ইহারা চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট।

মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রকার কতকগুলি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর বিবৃত আছে, এবং ঐ সকল গ্রন্থে ইহা উক্ত আছে, যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতি গ্রন্থে বর্ণিত না হইল এবং যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতি প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদের জাতির নিরূপণ করিতে হইবে।

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, এই

---

* ম্লেচ্ছবিশেষ।

† ইহাদের কার্য্য রক্ষকতা (প্রহরী)।

ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। অধ্যয়ন, যজন, দান, শস্ত্রাস্ত্র ধারণ, প্রজা-রক্ষা, এই সকল ক্ষত্রিয় কর্ম্ম। অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি-কর্ম্ম, গো প্রভৃতি পশু পালন, বাণিজ্য, কুসীদ (সুদ গ্রহণ) প্রাণিপোষণ, এই সকল বৈশ্য কর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবা, সর্ব্ব প্রকার শিল্প কর্ম্ম, কারু কর্ম্ম (পাকক্রিয়ার অনুকূল কাষ্ঠ তক্ষণাদি কার্য্য) এই সকল শূদ্রের কর্ম্ম। ইহা মনু, অত্রি, বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

"সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্‌পথঃ॥"

মনুঃ।

সূত জাতির অশ্ব সারথ্য বৃত্তি, অম্বষ্ঠের (বৈদ্য জাতির) চিকিৎসা বৃত্তি, বৈদেহ জাতির অন্তঃপুর রক্ষা বৃত্তি, মাগধ জাতির স্থল পথে বাণিজ্য বৃত্তি।

উশনঃসংহিতায় উক্ত আছে।

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ॥
ধ্বজিনী জীবিকা বাপি চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ।"

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক বৈশ্যা স্ত্রীতে জাত সন্তান অম্বষ্ঠ জাতি। কৃষি, আগ্নেয়, সেনাপত্য, চিকিৎসা, এই সকল তাঁহার বৃত্তি।

নিষাদজাতির * মৎস্য বধ বৃত্তি, আয়োগব জাতির কাষ্ঠতক্ষণ বৃত্তি, মেদ জাতি ও অন্ধ্র জাতির আরণ্য পশু হিংসা বৃত্তি, ক্ষত্তা উগ্র ও পুক্কস জাতির বিল মধ্যে গোধা প্রভৃতির বধ বন্ধন বৃত্তি, ধিগ্বণ জাতির চর্ম্ম নির্ম্মাণ বৃত্তি, বেণ জাতির করতাল ও মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাদন বৃত্তি, চণ্ডাল ও শ্বপচ প্রভৃতি জাতিরা রাজাজ্ঞানুসারে বধ্য ব্যক্তির বধ করিবে, অনাথ শব সকল গ্রাম হইতে বাহির করিবে, শবের বস্ত্র শয্যা প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। গর্দ্দভ ও কুক্কুর ইহাদিগের ধন। সৈরিন্ধ্র জাতির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণাদি দাস-কর্ম্ম, রহিত কেশ রচনাদি এবং অঙ্গসম্বাহনাদি দাসবৃত্তি এবং দৈবকার্য্য পিতৃকার্য্য ও ঔষধনিমিত্ত পাশ বন্ধনদ্বারা মৃগ-বধ বৃত্তি, মৈত্রেয় জাতির বৃত্তি মধুরভাষী হইয়া প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজাইয়া রাজাদিগের স্তব করা, দাস জাতির (কৈবর্ত্ত জাতির) নৌবৃত্তি। পাণ্ডুসোপাক জাতির বেণু ব্যবহার বৃত্তি। অন্ত্যাবসায়িদিগের শ্মশান বৃত্তি। ইহা মনু বলিয়াছেন।

"রঙ্গাবতরণমায়োগবানাং ব্যাধতা পুক্কসানাং স্তুতিক্রিয়া মাগধানাং বধ্যঘাতিত্বং চণ্ডালানাম্ অশ্বসারথ্যং সূতানাম্।"

ইতি বিষ্ণুঃ।

আয়োগব জাতির রঙ্গাবতরণ,† পুক্কস জাতির ব্যাধ কর্ম্ম,

---

*নিষাদ জাতিকে কেহ চণ্ডালবিশেষ কহেন, কেহ বা ভিল্লাদি জাতিবিশেষ কহেন, কেহ কেহ ধীবরবিশেষ কহেন।

† অভিনয়স্থলে নটের কার্য্য করণ অথবা নৃত্যগীতাদি স্থলে রঙ্গাবতরণ।

মাগধ জাতির স্তুতিক্রিয়া, চণ্ডাল জাতির বধ্যঘাতিত্ব, বৈদেহ জাতির স্ত্রীরক্ষা, সূত জাতির অশ্বসারথ্য বৃত্তি। উশনা কহেন, পুক্কস জাতির মধু ও মদ্য ব্যবসায়।

"হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং নৃত্যগীত-নক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতি-শুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্র-করণানাম্।"

ইতি কুল্লূকভট্টোদ্ধৃত-উশনসোক্ত-প্রমাণম্।"

হস্তি অশ্ব রথ শিক্ষা অস্ত্রধারণ মূর্দ্ধাভিষিক্তের বৃত্তি, নৃত্য গীত গণনা শস্য রক্ষা মাহিষ্যের বৃত্তি। দ্বিজাতির শুশ্রূষা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা রাজসেবা এবং দুর্গরক্ষা ও অন্তঃপুর রক্ষা, পারশব উগ্র ও করণ জাতির বৃত্তি।

মন্বাদি শাস্ত্রে এই প্রকার সঙ্করাসঙ্কর জাতি ও তাহা-দের বৃত্তি নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, এই বিংশতি ঋষি প্রণীত বিংশতি স্মৃতিসংহিতায় বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম, এবং কতকগুলি সংস্কৃত বচন, কতকগুলি সংস্কৃত বচনের অর্থ মাত্র, কতকগুলি সংস্কৃত বচনের ভাবার্থ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকেও বিরক্ত করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তির প্রতিপাদন করিতে পারি-

লাম না। ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ক কোন শব্দে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই এবং কোন স্মৃতি গ্রন্থে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলে না। অতএব ইহাই স্থির হইতেছে যে, ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থ নামক কোন জাতি বিশেষের উৎপত্তি হইয়াছে কিংবা কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় শাখা, ইহা শ্রুতি স্মৃতি দ্বারা প্রমাণ হয় না। অথচ এ কথাও সম্ভবপর নহে যে, যে স্মৃতি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ অবধি চণ্ডাল, মুরদার ফরাস পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে সুবিখ্যাত, বিস্তৃত, দ্বিজাতিসমাজে প্রচলিত একটি জাতি বিশেষের উৎপত্তির ও বৃত্তির কীর্ত্তন হয় নাই।

আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই, কেবল এইমাত্র বলিতেছি, স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়, কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা এ কথা ভূয়োভূয়ঃ স্বীকার করিতেছি, স্মৃতি শাস্ত্রের অনেক স্থানে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ আছে এবং তদ্দ্বারা কায়স্থ জাতি যে বর্ণসঙ্কর ও নিকৃষ্ট জাতি তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

তৎপ্রমাণং যথা ব্যাসসংহিতায়াম্।

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ কিরাত-কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ॥
বরাটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥"

ব্যাসসংহিতার সঙ্কীর্ণ জাতি প্রকরণে বলিয়াছেন, বর্দ্ধকী

(সূত্রধার) নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, * বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলক, ইহারা অন্ত্যজ জাতি এবং গবাশন জাতি অন্ত্যজ।

তথাহি উশনঃসংহিতায়াম্ ॥

"কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনম্।
আদ্যক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥"

উশনঃসংহিতার বর্ণসঙ্কর প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, কাকের কা যমের য (য়) স্থপতির স্থ, এই কাক যম স্থপতি শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর সকল গ্রহণ করিয়া কায়স্থ শব্দ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে হেতু ইহাতে কাক হইতে চঞ্চলতা, যম হইতে ক্রূরতা, স্থপতি হইতে কৃন্তন, এই সকল গুণ গৃহীত হইয়াছে।

তথা হি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"চাট-তস্কর-দুর্ব্বৃত্ত-মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥"

অস্য টীকা।

"চাটাঃ প্রতারকাঃ বিশ্বাস্য যে পরধনমপহরন্তি। প্রচ্ছন্নাপহারিণস্তস্করাঃ। দুর্ব্বৃত্তা ঐন্দ্রজালিকাঃ কিরাতাদয়ঃ। সহো-বলং সহসা বলেন কৃতং সাহসং, মহচ্চ তৎ সাহসঞ্চেতি মহা-সাহসং তেন বর্ত্তন্ত ইতি মহাসাহসিকাঃ প্রসহ্যাপহারিণঃ। আদিশব্দাৎ মৌনিককুহকবৃত্তয়ঃ। এতৈঃ পীড্যমানা বাধ্য-মানাঃ প্রজা রক্ষেৎ। কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ, তৈঃ পীড্য-

* কৃষক বিশেষ।

মাহিষ্য জাতি হইতে করণ জাতীয়া স্ত্রীতে রথকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। রায়মুকুট টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "করণ্যাং কায়স্থ্যাং" করণী শব্দের অর্থ কায়স্থী। রায় মুকুট সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার। স্মৃতিসংগ্রহকর্ত্তারা ইঁহার অনেক স্থানে ধ্বনি করিয়াছেন।

"কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে"
ইতি করণশব্দার্থে মেদিনী।

করণ জাতি যে কায়স্থ, তাহা করণ জাতির বৃত্তি দ্বারাও অনুমিত হইতেছে। যথা পূর্ব্বলিখিত কুল্লূকভট্টোদ্ধৃত উশনসোক্ত প্রমাণে কথিত হইয়াছে,—দ্বিজাতির শুশ্রূষা, ধনের অধ্যক্ষতা, ধান্যের অধ্যক্ষতা, রাজসেবা, দুর্গরক্ষা, অন্তঃপুররক্ষা, এই সকল পারশব উগ্র ও করণ জাতির বৃত্তি। অধুনা কায়স্থেরাও বলিয়া থাকেন।—

"কায়স্থো লিপিকারকঃ।"

লেখাপড়ার কাজ ও হিসাবপত্রের কাজকেই কায়েতি ব্যবসায় বলিয়া থাকে। কয়াস্থ শব্দের অপভ্রংশ শব্দ কায়েত। কায়স্থের ব্যবসায়ের নাম কায়েতি ব্যবসায়, ধনের অধ্যক্ষতা তহবিলদারী কর্ম্ম, ধান্যের অধ্যক্ষতা ভাণ্ডারি কর্ম্ম। এই সকলই লেখা পড়ার কার্য্য, অর্থাৎ হিসাবের কার্য্য। রাজ-সেবা ও রাজার নিকট থাকিয়া মোহরিগিরি প্রভৃতি রাজার অন্য প্রকার চাকরি। রাজসেবা শব্দের অর্থ রাজার শুশ্রূষা নহে, যেহেতু পূর্ব্বেই দ্বিজাতি শুশ্রূষা বলিয়া একবার উক্ত হইয়াছে, সুতরাং পরের রাজসেবা শব্দের অর্থ রাজশুশ্রূষা

নহে, অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত "চাট তস্কর দুর্ব্বৃত্ত" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য বচনের টীকা মিতাক্ষরাতে কায়স্থকে রাজবল্লভ বলিয়াছে। ইহারা রাজার নিকট থাকিয়া রাজার চাকরি করিত, সর্ব্বদা রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিত, সুতরাং ইহারা রাজার নিতান্ত অনুগ্রহের পাত্র।

করণ জাতিই যে কায়স্থ তাহার আরও এক প্রমাণ দেখা যাইতেছে। উৎকল দেশীয় ভাষাকে যদিচ আমরা কদর্য্য ভাষা জ্ঞান করি কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, উৎকল ভাষাতে প্রায় অনেক গুলি শব্দই সংস্কৃতের অনুরূপ। সেই উৎকলদেশীয় কায়স্থেরা অদ্যাপি করণ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। অদ্য পর্য্যন্ত উৎকল দেশীয় কায়স্থ জাতিতে করণ শব্দ প্রচলিত আছে। পশ্চিম দেশেও অনেক কায়স্থ করণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

উশনঃসংহিতায় উক্ত আছে।—

"শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতি স্মৃতম্।"

বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে চৌর্য্যক্রমে যে সকল সন্তান হইয়াছে, তাহাদিগকে কটকার কহে। এই কটকার শব্দের অপভ্রংশ শব্দ কট্‌কী। অদ্য পর্য্যন্তও কট্‌কা কায়েত নামক এক সম্প্রদায় কায়েত বিখ্যাত আছে। এতদ্দেশীয় কায়েতেরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা করেন, তাহার কারণ এই অনুমিত হয়, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে করণ জাতির উৎপত্তির কথা উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্কীয় বচনে "বিন্নাসু" শব্দের প্রয়োগ আছে। বিন্না শব্দের অর্থ বিবাহিতা "বিন্নাসু" "বিবাহিতাসু" অর্থাৎ বৈশ্যের বিবা-

হিতা শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। উশনঃসংহিতায় বিবাহিতা শব্দের উল্লেখ নাই "চৌর্য্যাৎ" এই শব্দের উল্লেখ আছে। বৈশ্য পুরুষ হইতে চৌর্য্য ক্রমে শূদ্রাতে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা কট্‌কী। করণেরা বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রী গর্ভজাত, কট্‌কীরা বৈশ্যের অবিবাহিতা শূদ্রা গর্ভজাত, অতএব করণ কায়স্থেরা কট্‌কী কায়েতদিগকে অবজ্ঞা করেন।

অনেকে বলেন " কায়স্থেরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান, যেহেতু কতকগুলি প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে, করণ জাতিই কায়স্থজাতি। করণ ও কায়স্থ এক পর্য্যায়ক শব্দ। মনু বলিয়াছেন, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিব, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তানগণ মধ্যে করণেরও উল্লেখ আছে, সুতরাং কায়স্থগণকে অবশ্যই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তান বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ঝল্ল মল্ল নট করণ দ্রবিড় ও খস জাতিকে কেহ কেহ অন্ত্যজ * জাতি মধ্যে গণনা করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, ঝল্ল মল্ল প্রভৃতিরা ম্লেচ্ছ জাতি মধ্যে পরিগণিত। অতএব আমরা বঙ্গীয়সমাজে বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তান বলিতে বাধ্য না হইয়া বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ব্ভসম্ভূত এবং শূদ্রবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

* এস্থলে অন্ত্যজ শব্দের অর্থ কনিষ্ঠ বা নিকৃষ্ট পারিভাষিক অর্থ নহে। ইহার বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকে লিখিত হইবে।

কোন কোন কায়স্থবান্ধব বহুবিধ শাস্ত্রপারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন "ইদানীং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা শূদ্র, ইহারাই প্রসিদ্ধ ও গণনীয় জাতি। বস্তুতঃ কলিতে যথাশাস্ত্রানুসারে পূর্ব্ববৎ স্বধর্ম্মাচারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, ও মাহিষ্য জাতি নাই। ইহারা সকলেই ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন "ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বম্" ইদানীং ক্ষত্রিয়েরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন।—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

বারংবার ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু ইদানীং ক্ষত্রিয়েরা বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতসেনকৃত-কুলদীপিকোদ্ধৃত যমবচন ও বিষ্ণুবচন যথা।

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।"১

জঘন্য যুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সকল জাতিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি আছে।

"শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥" ২

পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু যেমন ক্ষত্রিয়েরা ও বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন বৈদ্য জাতিরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন।

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভসমুদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি জাতিপ্রসঙ্গাদুক্তম্।"

ইতি শুদ্ধিতত্ত্বীয়লিখনম্।

শূদ্রাণীর গর্ব্ভে মহানন্দির এক পুত্র জন্মিবে। তাহার নাম মহাপদ্ম নন্দ। সে অতিলুব্ধ হইয়া পরশুরামের ন্যায় সকল ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিবে। তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে। মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। তৎপরে আর ক্ষত্রিয় নাই। ক্রিয়ালোপ হেতু বৈশ্যও নাই অম্বষ্ঠও নাই।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা স্থির হইতেছে, এই ক্ষণে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ নামে খ্যাত। আচারভ্রষ্ট বৈশ্যেরা বণিক্, আচারহীন অম্বষ্ঠেরাও অম্বষ্ঠ কায়েত বলিয়া পশ্চিম দেশে পরিচয় দেয়। ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয় জাতি উৎকৃষ্ট ছিল। সেই ক্ষত্রিয়েরা এইক্ষণে কায়স্থ হইয়াছে। অতএব এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ জাতির পরেই কায়স্থ জাতির উৎকৃষ্টতা দেখা যায়।

যদ্যপি এইক্ষণে কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বর্ত্তমান ক্ষত্রিয়েরা যুগান্তরীয় ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় এবং বৈদ্যেরা

যুগান্তরীয় বৈদ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু উহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত বা সমস্ত পণ্ডিতের পরামর্শ সিদ্ধ নহে। উহা উৎকল দেশে দেবরপতি ব্যবহারের ন্যায়, এবং যেমন দাক্ষিণাত্যের মাতুলকন্যা বিবাহ ব্যবহার শাস্ত্র নিষিদ্ধ, অথচ কোন এক শাস্ত্রান্তরসিদ্ধ দেশ ব্যবহার। যথা।

"মাতৃভ্রাতৃসুতাং কেচিৎ পিতৃস্বস্রস্মুতাং তথা।
বিবহন্তি ক্বচিদ্দেশে সংকোচ্যাপি সপিণ্ডতামিতি॥

শাতাতপোক্তের্মাতুলকন্যোদ্বাহঃ কার্য্যঃ। যদ্যপি পিতৃস্বসৃকন্যোদ্বাহোঽপি প্রাপ্তস্তথাপি অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টমিতি নিষেধাৎ বচনান্তরেণ তদুদ্বাহস্যাবিধানাচ্চ ন কার্য্যঃ। অয়ন্তু দাক্ষিণাত্যশিষ্টাচারাৎ কার্য্য ইতি নির্ণয়সিন্ধৌ তৃতীয়পরিচ্ছেদে প্রকীর্ণনির্ণয়ে ব্যবস্থাপিতম্।

কোন দেশে সপিণ্ডতার সঙ্কোচ করিয়া কেহ মাতুলকন্যাকে কেহ পিতার ভগিনী-কন্যাকে বিবাহ করে। শাতাতপোক্ত এই বচন দ্বারা মাতুলকন্যা বিবাহ বিধান হইয়াছে। পিতৃ-ভগিনীকন্যার বিবাহ বিধান থাকাতেও লোকে যাহা বিদ্বেষ করে সে কর্ম্ম স্বর্গজনক নহে, এই নিষেধ হেতু এবং বচনান্তরে বিধান না থাকা প্রযুক্ত ঐ বিবাহ কর্ত্তব্য নহে। দাক্ষিণাত্যদিগের শিষ্টাচার প্রযুক্ত মাতুলকন্যা বিবাহ বিধেয়। নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রকীর্ণ নির্ণয় প্রকরণে ইহা লিখিত আছে।

বস্তুতঃ প্রকৃত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতির যে অভাব, তাহা প্রত্যক্ষও দেখা যাইতেছে। এ দেশে ক্ষত্রিয় প্রায় নাই। অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত পশ্চিম দেশ হইতে এ দেশে আসিয়া

যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির গলায় যজ্ঞসূত্র দেখা যায় সত্য, কিন্তু যজ্ঞসূত্রের কার্য্য কিছুই নাই, আচার ব্যবহার সকলই শূদ্রবৎ। বৈশ্য জাতির কেবল নাম মাত্র শুনা যায়। মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্য জাতির নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে। এখানে বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত অম্বষ্ঠ কি না; তাহার সন্দেহ ভঞ্জক বিশিষ্ট প্রমাণ কিছুই নাই। পশ্চিম দেশে শাকলদীপী ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্য কহে, কিন্তু তাহারা বেদবিধি বর্জ্জিত। কেবল কায়স্থ জাতির মধ্যে অম্বষ্ঠ নামক এক শাখা আছে। তাহারা পশ্চিম দেশে অদ্যাপি অম্বষ্ঠ কায়েত বলিয়া পরিচয় দেয়। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ ভিন্ন অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত বৈদ্য জাতি আর কোথাও নাই।

যথাশাস্ত্রানুসারে অম্বষ্ঠ নামক জাতি বটে কিন্তু বৈদ্য জাতি বলিয়া কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। চিকিৎসা বৃত্তির নাম বৈদ্যবৃত্তি। যাহারা চিকিৎসা করে, তাহাদিগকে বৈদ্য কহে। বৈদ্য কোন জাতি বিশেষের নাম নহে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী সকল জাতীয় লোককেই বৈদ্য বলা যায়। এ দেশে ব্যবহারও আছে, নাপিত কৈবর্ত্ত চণ্ডাল প্রভৃতি যাহারা চিকিৎসা করে, তাহাদিগকেই বৈদ্য কহে। অভিধানকার অমরসিংহও তাহাই লিখিয়াছেন। যথা—

"রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে॥"

রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্, বৈদ্য, এই সকল শব্দ

চিকিৎসক অর্থ বোধ করাইবে। সুতরাং যাহারা চিকিৎসক তাহাদিগকেই বৈদ্য কহে,।—

রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে এক প্রকার বৈদ্যের উৎপত্তি লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা অম্বষ্ঠ শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন না। এবং বৈদ্য শব্দ ব্যালগ্রাহিকেও বুঝায়। যথা—

"বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ॥
তে চ গ্রামগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥"

অশ্বিনীকুমারদ্বারা ব্রাহ্মণীতে বৈদ্যের উৎপত্তি হয়। ইহারা বেদ বিবর্জ্জিত। সেই বৈদ্য হইতে শূদ্রাতে কতক-গুলি সন্তান জন্মে। তাহারা গ্রামের গুণজ্ঞ ও মন্ত্রৌষধি-পরায়ণ। তাহাদের দ্বারা শূদ্রাণাতে যাহারা জন্মে, তাহারা ব্যালগ্রাহী। ইহাদিগকে সাপুড়িয়া বা মালবৈদ্য কহে। ইহারাও বৈদ্য কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

যাহা হউক, এইক্ষণে এ দেশে যাঁহারা বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠবৎ ব্যব-হার কিছুই নাই। তাঁহারা শূদ্রের ন্যায় আচার ব্যবহার করেন। শূদ্রের আচারাদির সহিত বিভিন্নতা-সূচক আচার ব্যবহার ইঁহাদের কিছু দেখা যায় না, সুতরাং তাঁহাদিগকে শূদ্র বলা যাইতে পারে।

প্রচলিত ব্যবহার অনুসারেও বোধ হয়, কায়স্থেরাই

ক্ষত্রিয়, যেহেতু লোকে প্রায় সচরাচরই "ব্রাহ্মণ কায়স্থ" "কায়স্থ ব্রাহ্মণ" বলিয়া থাকে। শূদ্র প্রধান দেশে "ব্রাহ্মণ শূদ্র" বলে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈশ্য অথবা ব্রাহ্মণ বৈদ্য বলিলে প্রচলিত প্রথানুসারে আমাদের বঙ্গ-সমাজে নূতন কথার ন্যায় শুনা যায়। বাস্তব ব্রাহ্মণ জাতির পরেই ক্ষত্রিয় জাতি উৎকৃষ্ট ছিলেন, অতএব লোকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা কায়স্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে। এই ক্ষণে প্রকৃত ক্ষত্রিয়াদির অভাব প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈশ্য অথবা ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ বলে না।

আরও দেখা যায়, পশ্চিম দেশায় লালাদিগের মধ্যে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ব্যবহারের অনেক প্রচলন আছে। লালারাও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, ইহাদ্বারা নিশ্চয় বোধ হয়। বর্ত্তমান কায়স্থেরাই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন।

কায়স্থ বান্ধবেরা স্বাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থ যে সকল কুযুক্তি ও কুতর্কের অবলম্বন করিয়া কুপথের আবিষ্কার করিতেছেন, উহার কিছুই নূতন নহে; ঐ পথ অতিজীর্ণ প্রাচীন ও অতি-কান্তার। নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা বহুশাস্ত্রালোচনাদ্বারা ঐ পথে পুনঃ পুনঃ বিস্তর কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন।

যে সময়ে রাজা রাজনারায়ণ ক্ষত্রিয় হইতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, যে সময়ে কায়স্থ-কৌস্তুভের সৃষ্টি হয়, যে সময়ে সহস্র মুদ্রা ব্যয়দ্বারা—

"কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন।"

এই বচনের সৃষ্টি হয়, সে সময়ে কায়স্থ-পক্ষ বিপক্ষ সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া শাস্ত্রসিন্ধুর মন্থন করেন।

তৎকালে অমৃত বা বিষ কিছুই উৎপন্ন না হইয়া কতকগুলি তীক্ষ্ণ কণ্টক উত্থিত হয়। পণ্ডিতেরা সেই কণ্টকগুলি কায়স্থা-বিস্তৃত পথে বিক্ষিপ্ত করেন। জনাই অঞ্চলের একজন প্রধান পণ্ডিত,—

"কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন।"

এই বচন রচনা করিয়া ও কায়স্থদিগের ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সমাজে অসম্মানিত হন। পরে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবনের নিমিত্ত কাশী যাত্রা করেন।

পূর্ব্ব দেশে চট্টল নগরে কতকগুলি ধনগর্ব্বিত কায়স্থ, শাস্ত্রীয় বিধির অবহেলন পূর্ব্বক বৈদ্যবিদ্রোহী হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ একজন পণ্ডিত-চূড়ামণির অপমান করেন। কায়স্থ-পক্ষীয় পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র দ্বারা নূতন এক ব্যবস্থাপত্রি-কার সৃষ্টি হয়। "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী,, ইত্যাদি কতক-গুলি সংস্কৃত বচন তাহাতে সন্নিবেশিত থাকে। তদুপ-লক্ষে চট্টগ্রামে বিক্রমপুরে ন.দ্বীপ রাজধানীতে সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া পুনঃপুনঃ শাস্ত্রসিন্ধুর মন্থন করেন। সে মন্থনেও প্রথম কতকগুলি তীক্ষ্ণ কণ্টক উত্থিত হইয়া অবশেষে অমৃত উত্থিত হয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্য. বৈদ্য প্রভৃতি সেই অমৃতের আস্বাদন করেন। তীক্ষ্ণ কণ্টকগুলি কায়স্থা-বিস্তৃত পথে বিন্যস্ত থাকাতে সেই পথ অতিকান্তার হয় ও অবরুদ্ধ থাকে। অধুনা ঐ সকল বিষয়ের পুন-রান্দোলন যদিচ চর্ব্বিত-চর্ব্বণের ন্যায় হইতেছে, তথাপি

অপরিজ্ঞাত-শাস্ত্র আধুনিক বৃথাভিমানিগণের প্রবোধার্থ কায়স্থ-বান্ধবগণের অবলম্বনীয় কুযুক্তি প্রমাণাদির অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা ইদানীং কায়স্থ নামে খ্যাত, এতৎপ্রতিপাদনাভিপ্রায়ে বলা হইতেছে, কলিতে যথাশাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য ও মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি নাই। উঁহারা সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থ-বান্ধবগণের এ সকল উক্তি—শাস্ত্র, যুক্তি, অনুমান, প্রত্যক্ষ, এই সমুদায় প্রমাণের বিরুদ্ধ। যেহেতু কলিতে ক্ষত্রিয়াদির সত্তা নানাবিধ শাস্ত্রাদি প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত আছে।

''অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥

কলিকালে অষ্টাবিংশতিতমে যুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে দেবকীসুত কৃষ্ণ জন্মিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে উক্ত আছে।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যা-বুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥'

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবে। আমি যশোদার গর্ভে নন্দগোপ-

গৃহে জন্মিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিব। এই সেই বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম যুগ। এই যুগে মহামায়া নন্দ-গোপগৃহে জন্মেন, শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মেন।

তথা হি হরিবংশে কালযবন-বধোপক্রমে।—

"ত্রেতাযুগে প্রসুপ্তোঽসি বিদিতো মে বিশারদাৎ।
ইমং কলিযুগং বিদ্ধি কিমন্যৎ করবাণি তে॥
মম শত্রুস্ত্বয়া দগ্ধো দেবদত্তবরান্নৃপ।
অবধ্যোঽয়ং ময়া সঙ্খ্যে ভবেদ্বর্ষশতৈরপি॥"

সুষুপ্তি হইতে উত্থিত মুচুকুন্দ রাজার প্রতি কালযবন-বধোপক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন। হে নৃপ! তুমি ত্রেতা যুগে প্রসুপ্ত হইয়াছ। এইক্ষণে কলিকাল, ইহা তুমি আমার নিকটে অবগত হও। আর আমি তোমার কি করিব, যে শত্রু আমার শত বৎসরেও অবধ্য, তাহা তুমি দেবদত্ত বর প্রভাবে দগ্ধ করিয়াছ। এই সকল প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কলিকালে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল।

তৎপ্রমাণং যথা মহাভারতে।—

"ততস্তয়োঃ সমকরোদ্বিধিনা দ্বিজসংস্কৃতিম্।
বসুদেবঃ সমানীয়াচার্য্যং গর্গং মহামুনিম্॥"

বসুদেব, মহামুনি আচার্য্য গর্গকে আনিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বিজসংস্কার (উপনয়ন) করাইয়াছিলেন। কলিতে ক্ষত্রিয়াদির শূদ্রত্ব ভাব থাকিলে কৃষ্ণ ও বলরামের দ্বিজ-সংস্কার শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বীকার করিতে হয়।

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"
রাজতরঙ্গিণী।

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে, কুরু পাণ্ডবেরা ভূতলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য॥"
রাজতরঙ্গিণী, বরাহসংহিতা, জ্যোতির্ব্বিদাভরণঞ্চ।

বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বরাহমিহির, বরাহসংহিতা নামক স্বকৃত জ্যোতিষ গ্রন্থে এবং মহাকবি কালিদাস, জ্যোতির্বিদাভরণ নামক জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল এক শত বৎসর অন্তর এক এক নক্ষত্রে গমন করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। তদনুসারে জ্যোতির্গণনায় উক্ত বরাহমিহির ও কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের সভায় যাহা স্থির করেন, তাহার সহিত তৎকাল-প্রচলিত যুধিষ্ঠিরাব্দের কোন বিরোধ ঘটে নাই। সে সময়ে অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ হইয়াছিল।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্থির হইতেছে, যুধিষ্ঠিরাদি ক্ষত্রিয়গণ কলিতে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের যে দ্বিজাতিসংস্কার ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যুধিষ্ঠিরের পরেও পরীক্ষিত জনমেজয় প্রভৃতি অনেক ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মে রত থাকিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ কথা

কোন মতে বলা যাইতে পারে না যে, কলিতে ক্ষত্রিয়াদি সকলের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হওয়াতে ক্ষত্রিয়াদির অভাব হইয়াছে।

গায়ত্রীতন্ত্রে উক্ত আছে।

"যুগে যুগে তথা রাজা বৈশ্যশ্চৈব যুগে যুগে।
প্রণবদ্বয়সংযুক্তাং গায়ত্রীং প্রজপেৎ প্রিয়ে॥"

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই প্রত্যেক যুগে প্রণবদ্বয়সংযুক্তা গায়ত্রীর জপ করিবে। যুগে যুগে এই বীপ্সা থাকাতে কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির দ্বিজ-সংস্কারাভাব কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বকৃত শুদ্ধিতত্ত্বে ক্রিয়ালোপ হেতু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের যে শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীস্থ সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ বিষয়ক নহে। উহা "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি মনু বচনের সহিত ঐক্য করিয়া দেশ ভেদে ক্ষত্রিয়াদি বিষয়ক বলিতে হইবে। যেহেতু ঐ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যই শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন।

"শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥"

ব্রাহ্মণ দশাহে শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে শুদ্ধ হইবে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে শুদ্ধ হইবে, শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হইবে। যদি কলিতে ক্ষত্রিয়াদি না থাকে তবে কলি-কালীয় বিরচিত গ্রন্থে ক্ষত্রিয়াদির অশৌচব্যবস্থা কেন লিখিত হইল? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে ক্ষত্রিয়াদি বধের প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়াদির

গোবধ প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ লিখিয়াছেন। সংস্কারতত্ত্বে ক্ষত্রিয়াদির সংস্কার বিষয়ে লিখিয়াছেন যথা—

"ষোড়শাব্দো হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বিবিংশতিঃ।
বিংশতিঃ সচতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা॥"

ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি বর্ষ, বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল। ইহার পরে আর সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। ঐ কালাতিক্রমে সাবিত্রী গ্রহণ করিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সামান্যাভাব অর্থাৎ সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যই শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা যদি রঘুনন্দনের অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের কাল নিরূপণ করিতেন না। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যি ব্যবহারতত্ত্বে কাত্যায়ন বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন।

"যদা কার্য্যবশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্যনির্ণয়ম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্॥
যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

রাজা যদি বিশেষ কার্য্যবশতঃ স্বয়ং কার্য্যনির্ণয় দর্শন করিতে না পারেন, তবে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্য-নির্ণায়ক (প্রাড়্বিবাক) নিযুক্ত করিবেন। যদি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে উপযুক্ত ক্ষত্রিয় অথবা উপযুক্ত বৈশ্যকে প্রাড়্বিবাক নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু শূদ্রকে কদাচ কার্য্য-নির্ণায়ক (প্রাড় বিবাক) পদে নিযুক্ত করিবেন না।

রঘুনন্দন-লিখিত ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, রঘুনন্দনের সময়েও ক্ষত্রিয় বৈশ্য ছিল। রঘুনন্দন দ্বাপর যুগের বা কলির প্রারম্ভ কালেরও মনুষ্য নহেন। তিনি কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে লক্ষ্মণসেনের বহু দিন পরে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বকৃত গ্রন্থ সকল মধ্যে যখন ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির বিষয় অনেক লিখিয়াছেন, তখন কোন মতেই বলা যাইতে পারে না যে, কলিতে সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া রঘুনন্দন স্বীকার করিতেন। যদি বলেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গক্রমে যুগান্তরীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিষয়ক কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। যে হেতু রঘুনন্দনের গ্রন্থে দেখা যায়।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়ি-দ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনম্॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা।
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধশীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ॥"
ইত্যাদীন্যভিধায়।

এতানি, লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রামাণ্যং বেদবদ্ভবেৎ॥”

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণে বিবাহ, ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণের হিংসা, বিধিপূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ, বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষ পাপের সঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত, পাপেতে সংসর্গদোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে দত্তক পুত্র ও ঔরস পুত্র ভিন্ন অন্য সকলের পুত্রত্বে পরিগ্রহণ, শূদ্রের মধ্যে দাস, গোপাল, পুরুষানুক্রমের বন্ধু, কৃষির অর্দ্ধাংশী হইয়া যে ভূমিকর্ষণ করে, তাহার সহিত ভোজ্যান্নতা, অতিদূর দেশে তীর্থসেবা, ইত্যাদি সকল কর্ম্ম লোকদিগের পালনার্থ কলির আদিতে মহাত্ম-জনগণ দ্বারা ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেহেতু সাধু ব্যক্তিরা যাহা নিয়ম দ্বারা স্থির করিয়াছেন, তাহাই বেদের ন্যায় মান্য করিতে হইবে।'

কলিতে বর্জ্জনীয় এই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলির 'আচরণীয়' কর্ম্ম সকল ব্যবহারতত্ত্বে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম কলিতে নিষিদ্ধ রঘুনন্দন তাহা লিখেন নাই। কলিতে যে সকল কর্ম্ম করণীয়, রঘুনন্দন তাহাই লিখিয়াছেন। কলিতে যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব থাকিবে তবে রঘুনন্দনকৃত ব্যবহারতত্ত্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রাড়্বিবাকতার বিষয় উক্ত হইত না।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি ভট্টাচার্য্য স্বকৃত প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন।

"নিত্যং শ্রুত্যুদিতস্বধর্ম্মচরণ ানুষ্ঠানহীনাত্মনাং
তত্তদ্বেদনিষিদ্ধকর্ম্মনিরতানুষ্ঠা ননিষ্ঠাবতাম্।
লোকানাং কলিকালরূঢ়কলুষধ্বংসার্থমেষোঽধুনা
প্রায়শ্চিত্তবিবেকমত্র বিদধে শ্রীশূলপাণিঃ সুধীঃ॥"

বেদোক্ত ধর্ম্মাচারহীন এবং বেদনিষিদ্ধ কর্ম্মে রত যে কলিকালের লোক সমস্ত তাহাদের পাপনাশের নিমিত্ত এই প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব রচনা করিতেছি। শূলপাণি ভট্টাচার্য্য এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বচনোক্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা—

"যাগস্থক্ষত্রবিড়্ঘাতে চরেদ্ব্রহ্মহনো ব্রতম্।
গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ি নিসূদন॥"

প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।

যাগস্থ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, আর ভ্রূণ হত্যা করিলে যে বর্ণের যেমত প্রায়শ্চিত্ত তাহাই করিতে হয়। শূলপাণি ভট্টাচার্য্য প্রথম শ্লোকে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কলিকালের লোকদিগের পাপনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্তবিবেক গ্রন্থ করিতেছি। পরে ঐ গ্রন্থে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন। যদি কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে কলির মনুষ্যের জন্য যাজ্ঞবল্ক্যীয় বচনানুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের প্রায়শ্চিত্ত লেখা, অসঙ্গত

হয়। শূলপাণি ভট্টাচার্য্য বহুকালের লোক নহেন। তাঁহার সময়েও যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব হইত, তবে তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্যবধের প্রায়শ্চিত্ত লিখিতেন না।

পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত আছে।

"অতঃপরং গৃহস্থস্য কর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মসাধারণং যৎস্যাৎ চাতুবর্ণাশ্রমাগতম্॥
ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকম॥"

অতঃপর কলিযুগে গৃহস্থদিগের কর্ম্মাচার এবং বর্ণাশ্রমগত সাধারণ ধর্ম্ম বলিতেছি। কলিকালে ক্ষত্রিয়েরাও কৃষিকার্য্য করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের পূজা করিবে। বৈশ্য ও শূদ্রেরা কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকর্ম্ম করিবে। কলিকালে যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব হয় তবে কলিধর্ম্মবক্তা পরাশর কর্ত্তৃক কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ধর্ম্ম কথন সঙ্গত হয় না।

কোন স্মৃতিগ্রন্থকর্ত্তা বা কোন প্রাচীন স্মার্ত্তপণ্ডিত এমন ব্যবস্থা করেন নাই যে, কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের একেবারে অভাব অথবা সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন, ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, উহা " শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ " ইত্যাদি মনুবচনের সহিত একবাক্যতা স্বীকার করিয়া দেশবিশেষ জাত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির শূদ্রত্ব প্রাপ্তিবিষয়ক

বলিতে হইবে। অর্থাৎ ক্রিয়া লোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু যে যে দেশে ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যেরাও সেই সেই দেশে ক্রিয়া লোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীস্থ সমস্ত অম্বষ্ঠ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই।

কায়স্থবান্ধবেরা বলেন, যে সকল ক্ষত্রিয়দিগের পুনঃপুনঃ ক্রিয়া লোপ হেতু কলিতে বৃষলত্ব প্রাপ্তির কথা মনু বলিয়াছেন, সেই হীনাচার ক্ষত্রিয়েরাই এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত। এ কথা শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে কি না! এই ক্ষণে তদ্বিষয়ের সমালোচনা করা যাউক।

তথাহি মনুঃ।

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

অস্য কুল্লূকভট্টঃ। "ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ উপনয়নাদিক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থদর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈর্লোকে শূদ্রত্বংপ্রাপ্তাঃ।"

পশ্চাৎ কথ্যমান ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপহেতু এবং যজন, অধ্যাপন, প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের দর্শনাভাবহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

"পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

মনুঃ।

অস্য কুল্লূকভট্টঃ। "পৌণ্ড্রকাদিদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বমাপন্নাঃ।"

পশ্চাৎ কথ্যমান ক্ষত্রিয় কথিত হইতেছেন, যথা। পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণাদর্শন ও ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভগবান্ মনু পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা ক্রিয়ালোপ হেতু দেশ বিশেষ-জাত ক্ষত্রিয়গণের বৃষলত্ব প্রাপ্তির কথার উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার সমুদায় দ্বিজাতি বিষয়ে বলিয়াছেন।

"মুখবাহূরুপাজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥"
মনুঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে যাহারা বাহ্য জাতি প্রাপ্ত হয়, তাহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক কি আর্য্যভাষীই হউক তাহাদিগকে দস্যু বলা যায়।—

পূর্ব্বে যে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই শূদ্রত্ব দুই প্রকার। যথা—

"শূদ্রত্বং দ্বিবিধম্ অক্ষতম্ অনক্ষতঞ্চ। অক্ষতশূদ্রাঃ প্রায়শ্চিত্তানার্হা অনক্ষতাঃ প্রায়শ্চিত্তার্হা ভবন্তি॥"

শূদ্রত্ব দুই প্রকার, অক্ষত ও অনক্ষত। অক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য। অনক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য। অতএব মনু দশম অধ্যায়ে "শনকৈস্তু" ইত্যাদি

বচন দ্বারা ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথার উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার একাদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন।

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥"

অস্য কুল্লূকভট্টঃ।

"যেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং আনুকল্পিকে কালেঽপি উপনয়নং যথাশাস্ত্রং ন কৃতং তান্ প্রাজাপত্যত্রয়ান্ কারয়িত্বা যথাশাস্ত্রম্ উপনয়েৎ। যত্তু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিঃ প্রায়শ্চিত্তমুক্তং তেন সহাস্য গুরুলাঘবমনুসন্ধায় জাতিশক্ত্যাদ্যপেক্ষো বিকল্পো মন্তব্যঃ।"

যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতির অনুকল্পিকালেও যথাশাস্ত্র উপনয়ন হয় নাই, তাহাদিগকে তিন প্রাজাপত্য ব্রত করাইয়া যথাশাস্ত্র উপনয়ন করাইবে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরা যে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন তাহার সহিত লঘু গুরু বিবেচনা করিয়া জাতি অনুসারে ও শক্তি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের কল্পনা করিবে।—

পূর্ব্বোক্ত মনুবচন লিখিত শক যবনাদির সগর রাজা কর্তৃক অন্যবেশধারিত্ব তৎপরে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তির কথা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যথা—

"শক-যবন-কাম্বোজ-পারদ-পহ্লবা হন্যমানাস্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ। ১৮। অথৈতান্ বশিষ্ঠো জীবন্মৃতকান্ কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ। ১৯। এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ। ২০। স তথেতি তদ্গুরুবচনমভিনন্দ্য

তেষাং বেশান্যত্বম্ অকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ অৰ্দ্ধ-মুণ্ডান্ শকান্, প্রলম্বকেশান্ পারদান্, পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্ নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। সগরোঽপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্খলিতচক্রঃ সপ্তদ্বীপবতী-মিমামুর্ব্বীং প্রশশাস। ২১।"

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সগররাজা কর্ত্তৃক হন্যমান শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লবগণ, তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়াছিল।১৮। অনন্তর বশিষ্ঠ তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস! ইহারা জীবন্মৃত। ইহাদিগকে পুনর্ব্বার বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবার আবশ্যকতা নাই।১৯। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত আমি ইহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম ও দ্বিজসংসর্গ পরিত্যাগ করাইলাম। (তাহাতেই ইহারা জীবন্মৃত হইয়াছে)।২০। সগর তথাস্তু বলিয়া গুরুবাক্য অনুমোদন করিলেন এবং শক যবন প্রভৃতির অন্যবিধ বেশ করিয়া দিলেন। যবনদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইলেন, শকদিগকে অৰ্দ্ধমুণ্ডিত করিয়া দিলেন, এইরূপ পারদগণকে প্রলম্বিত-কেশধারী এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করিলেন। সগর এই সকল ক্ষত্রিয় ও অন্য অন্য অনেক ক্ষত্রিয়কে বেদাধ্যয়ন রহিত ও যাগাদি ক্রিয়াহীন করেন। ইহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছ হইল। (বিজয়ী) সগরও নিজ রাজধানীতে আগমপূর্ব্বক

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আজ্ঞা বা সেনাগণ কোথাও প্রতিহত হয় নাই॥২১ †

হরিবংশে উক্ত আছে।—

"সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥

সগর বশিষ্ঠগুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই প্রকারে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। যথা—শক যবন প্রভৃতি সেই সকল রাজাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন এবং অন্য বেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। শকদিগের অর্দ্ধশিরোমুণ্ডন করাইয়াছিলেন, যবনদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ছিলেন। কাম্বোজদিগেরও মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ছিলেন। এইরূপ পারদদিগকে মুক্তকেশ এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করাইয়াছিলেন। মহাত্মা সগর এই প্রকারে বিপক্ষ ক্ষত্রিয়দিগকে বেদাধ্যয়ন রহিত ও স্বাহাপ্রণব রহিত করাইয়াছিলেন।

আমরা এখানে মনু প্রভৃতির কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ ইহার পূর্ব্বাপর সমালোচন পূর্ব্বক স্মৃতিপুরাণের সামঞ্জস্য রাখিয়া বিবেচনা করুন।—

† বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ হইতে

মনু দশম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, ক্রিয়ালোপ হেতু এবং যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদি নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব হেতু কতকগুলি ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন্ কোন্ ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা জানাইবার নিমিত্ত পরশ্লোকে লিখিয়াছেন, শক, যবন, কাম্বোজ, চীন, কিরাত প্রভৃতি দেশজাত ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতিরা যে কেহ বাহ্য জাতি * প্রাপ্ত হয় তাহারা দস্যু।

শূদ্রত্ব (দ্বিজাতীতরজাতিত্ব) দুই প্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে, কতকগুলি দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে না। তাহারা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য অক্ষত শূদ্র। যাহারা প্রায়-

* এখানে বাহ্য জাতি শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতীতর জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য জাতি। স্মৃতিশাস্ত্রকর্ত্তারা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির ইতর জাতিমাত্রকেই শূদ্রজাতিতে ব্যপদেশ করিয়াছেন। যেহেতু ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির পৃথক্ পৃথক্ বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম লিখিয়া "শেষাস্তু শূদ্রবৎ" অন্য সমুদায় জাতির শূদ্রবৎ অশৌচ ব্যবহারাদি লিখিয়াছেন। উগ্র, কৈবর্ত্ত, স্বর্ণবণিক, করণ (কায়স্থ) মালাকার, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা লিখেন নাই। ইহাদের শূদ্রবৎ অশৌচাদি। অতএব শূদ্রজাতি বলিলে যেমন তদন্তর্গত অনেক জাতি বুঝাইতে পারে, তেমন বাহ্য জাতি বলিলেও শূদ্র জাতি বুঝাইতে পারে।

শ্চিত্ত করিয়া দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে তাহাদের নিমিত্ত মনু পুনর্ব্বার একাদশ অধ্যায়ে প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে কথিত আছে, সগররাজা শক, যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে স্বধর্ম্ম চ্যুত করিয়া এবং দ্বিজ সংসর্গ হীন করিয়া অন্যবেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। স্মৃতিপুরাণের একবাক্যতা স্বীকার করিয়া এই সকল বচনের এই তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতেছে যে, সগর রাজা যে সকল ক্ষত্রিয়গণকে স্বধর্ম্ম চ্যুত করিয়া এবং দ্বিজ সংসর্গ রহিত করিয়া স্বাধ্যায় বষট্‌কার হীন অর্থাৎ বিদ্যাধ্যয়ন ও স্বাহা প্রণবের অনধিকারী করিয়াছিলেন, মনু "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাদিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

মনুবচনে পৌণ্ড্র, উড্র দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক পারদ পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই দ্বাদশ দেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণে প্রথম শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের কথার উল্লেখ করিয়া পরে যবন, শক, পারদ, পহ্লব, এই চতুর্ব্বিধ ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডন শ্মশ্রুধারণ প্রভৃতি অন্যবিধ বেশধারণের কথা উক্ত আছে। হরিবংশে ঐ শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চ ক্ষত্রিয়েরই অন্য বেশ ধারণের উল্লেখ দেখা যায়। কাম্বোজ ও যবন উভয়েরই একবিধ বেশ অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন, অতএব বিষ্ণুপুরাণে অন্যবিধ বেশধারণ বিষয়ে

কাম্বোজের স্বতন্ত্র উল্লেখ না করিয়া যবন শব্দই কাম্বোজের উপলক্ষণ স্বীকার করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে প্রথম শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চবিধ ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়া পরে উক্ত আছে "নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার" শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই সকল ক্ষত্রিয়দিগকে এবং অন্য ক্ষত্রিয়গণকেও বেদাধ্যয়ন রহিত ও স্বাহা প্রণব রহিত করিয়াছিলেন। এইক্ষণে স্মৃতিপুরাণের ঐক্য করিতে হইলে এই মীমাংসা করিতে হইবে, সগর রাজা যে সকল ক্ষত্রিয়গণকে বেদাধ্যয়ন-হীন স্বাহাপ্রণব-হীন এবং দ্বিজসংসর্গ-হীন করিয়াছিলেন; মনু, পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র-দ্রবিড়া ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাদিগকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন অর্থাৎ মনু উক্ত পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই দ্বাদশবিধ ক্ষত্রিয়ই সগর রাজা কর্ত্তৃক স্বধর্ম্ম চ্যুত হইয়া এবং দ্বিজসংসর্গ হীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শক যবন কাম্বোজ দরদ পহ্লব, এই পঞ্চবিধ ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডনাদি দ্বারা সগররাজা বেশান্তর করাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে স্বধর্ম্ম চ্যুত পূর্ব্বোল্লিখিত পৌণ্ড্র উড্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা সকলেই ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের শেষভাগে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

"তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাংযযুঃ।"

তাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরি-

ত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল পতিত ক্ষত্রিয়েরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য।

পাঠকগণ এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিপুরাণের বচন নিচয়ের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া অবশ্যই কৃতনিশ্চয় হইতে পারিবেন, মনূক্ত "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচনানুসারে কলিতে ক্ষত্রিয় সামান্যাভাব প্রতিপাদন হয় কি না এবং বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত,এ কথা যুক্তি সঙ্গত কি না।

মনুর "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে কলি শব্দের উল্লেখ নাই সুতরাং মনুবচন কলিযুগের'পর এ কথা বলা যাইতে পারে না। মনু পর শ্লোকে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, পৌণ্ড্র উড্র প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে অবশ্যই প্রতীতি হয়, অন্যান্যদেশীয় সমস্ত ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। যে সকলদেশে যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব ছিল। সেই সেই দেশেই ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব কোন কালেও হয় নাই, সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তবাসী ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত মনুবচন কোন মতেই সঙ্গত হয় না। এজন্য মনুবচনের সহিত বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের একতা স্বীকার করিয়া অবধারিত হইতেছে, মনুর 'শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ' ইত্যাদি বচন অনুসারে যাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা এইক্ষণে ম্লেচ্ছ নামক অনার্য্য-জাতি বিশেষ হইয়াছে। আর্য্য

সন্তানেরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে অশুচি হয়। অতএব আমরা বঙ্গীয় সমাজের কায়স্থগণকে তাদৃশ বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলিতে নিতান্ত অনুচিত বোধ করি, এমন কি যদি কেহ আমাদের প্রিয়তম কায়স্থগণকে মনুবচনানুযায়িক বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলেন, তবে আমরা নানাবিধ কারণ বশতঃ নিতান্ত মর্ম্ম পীড়িত হই; এবং আমাদের প্রেমাস্পদ কায়স্থগণকে প্রকারান্তরে তিনি ম্লেচ্ছ বলিয়া গালাগালি দিলেন। এই মনে করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হই।

এই উপলক্ষে নীতি বিষয়ক একটি শ্লোক আমার স্মৃতি-পথারূঢ় হইল, এই স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কায়স্থ মহোদয়গণ বিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিবেন। যথা—

বরং পণ্ডিতশত্রুশ্চ নচ মূর্খেণ মিত্রতা।
বানরেণ হতো রাজা বিপ্রচোরেণ রক্ষিতঃ॥

পণ্ডিত যদি শত্রু হয় তাহাও ভাল, তথাপি মূর্খের সহিত মিত্রতা ভাল নহে। কোন রাজার একটি প্রতিপালিত বানর তাঁহাকে অজ্ঞতা নিবন্ধন নষ্ট করিতেছিল, একজন ব্রাহ্মণ চোর সে সময় রাজাকে রক্ষা করিল।

ধনী কায়স্থগণ বহু অর্থ ব্যয় দ্বারা অনেক চেষ্টা দ্বারা অনেক দলবল সংগ্রহ করিতেছেন। ইহাতে অনেক কৃতবিদ্য (নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ) অনেক চূড়ামণি কায়স্থ বান্ধব হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্যে কোন কোন কায়স্থ মহোদয় (পরের মুখে চিনি ভক্ষণ) গ্রন্থরচনা প্রবন্ধরচনা ইত্যাদি দ্বারা কৃতবিদ্য বহুদর্শী

অশেষশাস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়া সমাজে পরিচিত হইতেছেন। কায়স্থবান্ধবেরাও প্রভুরঞ্জনার্থ ও স্বার্থসাধনার্থ কাণ্ডজ্ঞান শূন্যের ন্যায় শশব্যস্ত হইয়া যেখানে যাঁহা প্রাপ্ত হন তাহারই সংগ্রহ করিতেছেন। এ দিকে যে "শিব গড়িতে বানর" হইয়া পড়ে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বলা হইতেছে। যথা শাস্ত্রানুসারে কলিতে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাই। ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ। তদর্থে মনুবচনেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা যে কায়স্থদিগের ম্লেচ্ছত্ব প্রতিপাদন হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে না। যাহা হউক অদূরদর্শী লোকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক, কিন্তু আমরা আমাদের চির-সুহৃৎ কায়স্থগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অনভিজ্ঞ লোকের কথায় মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ কুপথের আশ্রয় লইবেন না।

অপরিণামদর্শী আধুনিক কায়স্থ যুবকেরা যদি এ কথা বলেন যে, তাঁহারা "শনৈকেস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি মনু বচনানুমোদিত বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়। এইক্ষণে তাঁহারা অতিপূর্ব্ব পুরুষাচরিত ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মের প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হইয়া গলায় যজ্ঞসূত্রের ধারণ করিতেছেন। স্বস্ব নামের অন্তে ঘোষবর্ম্মা বসুবর্ম্মা ইত্যাদি লিখিতেছেন। কায়স্থদিগের দ্বাদশাহ অশৌচ ব্যবহারে যত্ন করিতেছেন। করুন কিন্তু এতদ্দৃষ্টে অনেকের মনে ঈদৃশ বিতর্ক সমুহ সমুপস্থিত হইতে পারে যে, কায়স্থেরা পতিত ক্ষত্রিয় সন্তান

বলিয়া যদি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারেন, তবে শক যবন কিরাত চীনদেশীয় প্রভৃতিরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারিবে না কেন? মনুবচনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে শক, যবন, কিরাত; চীনদেশীয় প্রভৃতিরা ক্রিয়ালোপ হেতু এবং যজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে শক, যবন, কিরাত, চীন প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে বিশেষ প্রতিবন্ধক কি আছে? বিশেষ, সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান কায়স্থ জাতি অপেক্ষাও যবন জাতির ক্ষত্রিয়ত্বাধিকারিত্ব অধিকতর সম্ভব পর হইতেছে। যথা ক্ষত্রিয়েরা সাহসী ছিলেন, বর্ত্তমান কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনেরা অধিক সাহসী। ক্ষত্রিয়েরা বীরপুরুষ ছিলেন, বর্ত্তমান কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনদিগের অধিক বীরত্ব আছে। ক্ষত্রিয়েরা বিবাদমত্ত ছিলেন, সে বিষয়েও বোধ করি কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনদিগের প্রাধান্য আছে। ক্ষত্রিয়েরা নিষ্ঠুর ছিলেন, বোধ হয় সে বিষয়েও যবন অপেক্ষা কায়স্থগণের প্রাধান্য হইবে না। সুতরাং কায়স্থ অপেক্ষা যবন জাতিতে ক্ষত্রিয় লক্ষণ অধিক থাকাতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়-সন্তানদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্বাধিকারবিষয়ে কায়স্থ অপেক্ষা যবন জাতিরই প্রথম সত্ত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে। এই-ক্ষণে যদি যবনেরা যজ্ঞসূত্রধারণের অথবা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা চায় তবে কায়স্থবান্ধব কৃত-বিদ্যেরা ব্যবস্থা দিতে পারিবেন কি না?

পূর্ব্বোক্ত মনুবচন ও বিষ্ণুপুরাণাদির বচনানুসারে জানা যায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-পরিত্যক্ত কোন এক জাতিবিশেষের নাম "শক" সূনু শব্দের অর্থ পুত্র, শকসূনু শব্দের অর্থ শকের পুত্র (শকের সন্তান) সেই শকসূনু শব্দের অপভ্রংশ শব্দ. "সক্সন্" এইক্ষণে অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান শক্সন্ জাতিরা সগররাজকর্ত্তৃক দেশান্তরে প্রতাড়িত শকের বংশ। পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়দিগের রীতি-প্রকৃতির তুলনা করিলে অনেক ঐক্য হয়। ক্ষত্রিয়েরা অসীম পরাক্রমশালী, দিগ্বিজয়ী, প্রবলপ্রতাপান্বিত, মহাশূর। ক্ষত্রিয়েরা পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপরে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও সমস্ত জাতির উপরে একাধিপত্য করিতেছেন। ক্ষত্রিয়েরা মহাসাহসী মহাযোদ্ধা ছিলেন, বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও মহাসাহসী মহাযোদ্ধা। ক্ষত্রিয়কন্যাদিগের স্বয়ম্বরা হওয়া প্রথার অনেক অনুরূপ আছে। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ, মৃগয়া বনবিহার ইত্যাদি উপলক্ষে সস্ত্রীক যাত্রা করিতেন, বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও যুদ্ধ, মৃগয়া, বনবিহার ইত্যাদি উপলক্ষে সস্ত্রীক বহির্গত হন। পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়-কন্যারা কেহ কেহ অশ্বারোহণে পটীয়সী ছিলেন, শকসন জাতীয় কন্যারাও অশ্বারোহণে পটীয়সী। ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইত, শকসন জাতির মধ্যেও জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয় রাজারা অতিশয় মৃগয়ারুচি ছিলেন, বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও বিলক্ষণ মৃগয়ারুচি। এই প্রকারে পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়দিগের

সহিত বর্ত্তমান শকসন জাতির অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এইক্ষণে তাহাদিগকে বর্ম্মা লিখিতে পারা যায় কি না এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ জাতির পরেই শকসন জাতিকে উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া মান্য করা যায় কি না ?

কায়স্থ বান্ধবেরা এইক্ষণে যদি পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকলের অবলম্বন করিয়া কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের ধ্বনি পূর্ব্বক কতকগুলি সংস্কৃত বচন রচনা দ্বারা কতিপয়, চটি পুস্তকের প্রচার করেন অথবা এমন এক ব্যবস্থা পত্রের প্রচার করেন যে, শকসন জাতি ক্ষত্রিয়জাতি, তাহাদের যজ্ঞোপবীতের অধিকার আছে এবং বর্ম্মা উল্লেখের অধিকার আছে, তাহারাও দ্বিজ শব্দবাচ্য হইতে পারে। তবে কায়স্থ বান্ধবগণের বিশেষ খ্যাতি লাভ ও বিশেষ উপকার লাভ হওয়ার সম্ভব। কালবশতঃ ভাগ্যক্রমে যদি শকসন জাতির মধ্যে একজনের গলাতেও একবার যজ্ঞসূত্র ধরাইতে পারেন, তবে ইয়োরোপ খণ্ডে পর্য্যন্ত সম্মানিত হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষে অসাধারণ কৃতবিদ্য-খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন, নানাপ্রকারে স্বার্থসাধন হইবে, এমন কি, সহস্র গোপাল সেবার ফল একজন শকসন জাতীয় লোক দ্বারাই হইতে পারিবে। বিশেষ পুনর্মুদ্রিত শব্দ কল্পদ্রুমে নিম্নদেশে ক্ষুদ্রাক্ষরে কতকগুলি সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া দিতে পারিলে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রীয় গৌরবেরও বৃদ্ধি হইবে।

কায়স্থ বান্ধবেরা বলেন, যম বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, কলিযুগে ব্রাহ্মণজাতি ও শূদ্রজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি নাই।

যমবচনং যথা।

যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।

জঘন্যযুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি আছে অর্থাৎ ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া সকলেই শূদ্রবৎ হইয়াছে, সুতরাং যম বচনে কলিযুগে কেবল ব্রাহ্মণ জাতির ও শূদ্রজাতির নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

আমরা যমসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।"

এই শ্লোকার্দ্ধ যমসংহিতার কোন স্থানেও প্রাপ্ত হইলাম না। পরিশেষে অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, যমচন্দ্রনামক একজন প্রাচীন কবি ছিলেন। তিনি "কলিধর্ম্মোদয়" নামক এক নাটকের প্রণয়ন করেন। তাহাতে ঐ শ্লোক লেখা আছে।

প্রায় দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইতে চলিল, পূর্ব্বদেশে চট্টলনগরে রাজকর্ম্মচারী নানাদেশীয় কায়স্থ একত্র হইয়া কল্পনাদেবীর প্রসাদাৎ একবার ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কতকগুলি স্বান্ন প্রতিপালিত পণ্ডিত বেশধারী ভট্টাচার্য্য নামধেয় ভূতলদেবতার সাহায্যে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য আর্য্যসন্তানেরা সকলেই কলিতে কায়স্থ শূদ্রের তুল্য। এক্ষণে আর তাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই। বিশেষতঃ বৈদ্যেরা দ্বিজশব্দ বাচ্য নহে ও কায়স্থ শূদ্রের নমস্য নহে। ইহার প্রকৃতাবধারণ অভিলাষে বঙ্গদেশের মধ্যে

স্মৃতিশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুত কালীকান্ত শিরোমণির নিকটে কায়স্থেরা অনুকূল ব্যবস্থার প্রার্থনা করাতে পণ্ডিতপ্রধান শিরোমণি অনুকূল ব্যবস্থা না দিয়া বলিয়াছিলেন, মন্বাদি শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ ইহারা সকলেই দ্বিজশব্দ বাচ্য, এবং উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী। কলিতে স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের একেবারে অভাব হয় নাই, বিশেষ অম্বষ্ঠেরা কায়স্থ শূদ্রের নমস্য বটে। ধনগর্ব্বিত কায়স্থগণ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ কালীকান্ত শিরোমণির অপমান করেন। তৎপরে নবদ্বীপ বিক্রমপুর প্রভৃতি পণ্ডিত-প্রধান দেশে উল্লিখিত বিষয়ের আন্দোলন হইয়া নানাবিধ শাস্ত্রাবলম্বন পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ বিচার হয়। সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া বিচার দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, কলিতে সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা দ্বিজশব্দ বাচ্য, উপনয়নের অধিকারী, এবং কায়স্থ শূদ্র প্রভৃতির নমস্য।*

* প্রবাদ আছে, নবদ্বীপ প্রভৃতি নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ একবাক্য হইয়া যখন এই ব্যবস্থা দিলেন যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরা দ্বিজ শব্দবাচ্য, উপনয়নের অধিকারী, কায়স্থ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কায়স্থ শূদ্রের নমস্য এবং যে সকল বৈদ্যেরা উপনয়নহীন হইয়াছে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপ-নীত হইতে পারে। সে সময়ে কায়স্থ জাতীয় রাজা রাজনারায়ণ অভিমানে অধৈর্য্য হইয়া বৈদ্যজাতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বর্ণ

যে সময়ে নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা কায়স্থদিগের অভীষ্ট-প্রতিকূলে ব্যবস্থাপত্র দান করিতে লাগিলেন, সে সময়ে কায়স্থগণ অন্যস্থানীয় পণ্ডিতগণের আশ্রয় না পাইয়া কলিকাতানিবাসী পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কান্তিচন্দ্র কায়স্থগণের অনুরোধ ও অর্থবশ হইয়া চতুরতা পূর্ব্বক এক ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেন। ঐ ব্যবস্থাপত্রে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হীত্যাদি যমবচন" ইত্যাদি লেখা থাকে। পণ্ডিতবর চতুর কান্তিচন্দ্র উল্লিখিত শ্লোকার্দ্ধকে যমবচন বলিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা বাস্তব মিথ্যা নহে। যমচন্দ্রনামক কোন

হইতে যত্নবান্ হন। বৈদ্য জাতির ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন, কায়স্থকৌস্তভ গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। জনাই নিবাসী অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার দ্বারা, "কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন" এই বচন রচিত হয়, এক ব্যবস্থাপত্র লিখিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এতদ্দেশে স্থানে স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীতে অসম্মানিত হন। পরে তিনি "কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন" এই বচন রচনার ও ব্যবস্থাপত্রের দক্ষিণা স্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করেন। সংপ্রতি পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যাইতেছে, শ্রীশ্রী৺ কাশীধামেও কয়েকজন অর্থলোভী পণ্ডিত ধনের বশ হইয়া কায়স্থদিগের অভীষ্টানুমোদক ব্যবস্থাপত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা কাশীরাজ সমীপে নিন্দনীয় হওয়াতে তাদৃশ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই।

প্রাচীন কবি স্বকৃত কলিধর্ম্মোদয়নামক নাটকে ঐ বচন রচনা করিয়া লিখিয়াছেন, অতএব কান্তিচন্দ্র যে যমবচন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রকাশ পাইতেছে। কায়স্থপক্ষীয়েরা কান্তিচন্দ্রের চতুরতা বুঝিতে না পারিয়া বিংশতি স্মৃতিসংহিতার অন্যতম যমসংহিতার বচন মনে করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারস্থলে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্রএব হি" এই শ্লোকার্দ্ধের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে ব্যগ্র হইতেছেন।

প্রাচীন কবি যমচন্দ্রকৃত কলিধর্ম্মোদয়নামক নাটক হইতে পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র যে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমরা সেই সম্পূর্ণ শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।
ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মকর্ম্মাণি পরধর্ম্মরতাবুভৌ॥"

জঘন্য যুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ জাতি ও শূদ্রজাতি ইহারা স্বকীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পর ধর্ম্মে রত হইবে। এই বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের এমত তাৎপর্য্য নহে যে, কলিতে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুই জাতিমাত্র থাকিবে, অন্য কোন জাতি থাকিবে না। যদি শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের তাদৃশ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হয় তবে পরার্দ্ধ দ্বারাও এই তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে রত হওয়া কর্ত্তব্য এবং শূদ্রদিগেরও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে রত হওয়া কর্ত্তব্য।

যদিচ আমরা দেখিতেছি, ইদানীন্তন অনেক অবিবেক-মত্ত ব্রাহ্মণ যুবক পূর্ব্ব পুরুষোচিত ধর্ম্ম যজ্ঞসূত্র ধারণ ও সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকলের পরিত্যাগ করিতেছেন এবং অবিবেকমত্ত শূদ্রেরা পূর্ব্ব পুরুষোচিত দ্বিজাতি সেবা পরিত্যাগ করিয়া দাস উল্লেখ পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্ব্বক স্বাহা প্রণবের উচ্চারণ করিতে চাহেন, বর্ম্মা উল্লেখ করিতে চাহেন, কিন্তু ঐ সকল নিন্দিত কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বিধিবোধিত নহে। তাদৃশ পাপ কর্ম্ম সকল পাপময় কলির স্বভাব বশতঃ হইতেছে। কলির স্বভাব বশতঃ মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অবৈধ কর্ম্মে রত হইয়া নিরয়গামী হইবে, এই সকল তাহারই অনুষ্ঠান। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা ও ধর্ম্মভীত ব্যক্তিরা তাদৃশ দুষ্কার্য্যের অনুমোদন করেন না বা তাদৃশ কার্য্যে রত হন না। ব্রাহ্মণ জাতির যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ যেমন শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ ও অধঃপতনের কারণ, শূদ্র জাতিরও তেমন যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্ব্বক স্বাহা প্রণবের উচ্চারণ শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ ও অধঃপতনের কারণ। শ্রুতিতে উক্ত আছে।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োনেচ্ছন্তি যদি জানীয়াৎ স মৃতোঽধোগচ্ছতি।

ইতি তিথিতত্ত্বোদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণম্।

সাবিত্রী (গায়ত্রী) প্রণব, বেদ, শ্রীবীজ, এই সকলের উচ্চারণ করিতে স্ত্রীর ও শূদ্রের অধিকার নাই। যদি

উহারা ঐ সকল জানে অর্থাৎ স্ত্রীও শূদ্র যদি গায়ত্রী প্রণব বেদ প্রভৃতির পাঠ করে, তবে মরণান্তে উহাদের অধোগতি হয়।

"প্রণবোচ্চারণাদ্ধোমাচ্ছালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

ইতি কৃষ্ণানন্দধৃত তন্ত্রসার বচনম্।

প্রণবের উচ্চারণ, হোম, শালগ্রামের পূজা, ব্রাহ্মণাগমন, শূদ্র এই সকল কর্ম্ম করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যখন অনধিকারীরা প্রণবের অধিকারী হইতে যত্নবান্ হইতেছেন, তখন উহা কালস্বভাব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ কলিধর্ম্মোদয় নাটকে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী" ইত্যাদি যে শ্লোক উক্ত আছে, তাহা কলির বিধিবোধক নহে, ঐ সকল কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র। যেমন—

অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ।
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে॥

কলিকালে ব্রাহ্মণেরা অহঙ্কারী হইবেন, বান্ধবগণের প্রতি স্নেহহীন হইবেন, এবং শূদ্রাচারী হইবেন। এই বচনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, কলিকালের ব্রাহ্মণদিগের অহঙ্কারযুক্ত ও স্নেহশূন্য হওয়া কর্ত্তব্য এবং শূদ্রবৎ আচার কর্ত্তব্য। ঐ বচনে কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য, এই পাপময় কলির স্বভাববশতঃ

ব্রাহ্মণেরা অহঙ্কারী, স্নেহশূন্য ও শূদ্রাচারী হইয়া পাপিষ্ঠ হইবেন।

তথা হি অধ্যাত্মরামায়ণে।

"যে পরেষাং ভৃতিপরাঃ ষট্‌কর্ম্মাদি-বিবর্জ্জিতাঃ।
কলৌ বিপ্রা ভবিষ্যন্তি শূদ্রা এব বরাননে॥" ইত্যাদি

কলিতে ব্রাহ্মণেরা পরের চাকরি লইবে, ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম ষট্‌কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইবে এবং শূদ্রতুল্য হইবে।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে।

"যদা পাপবশান্মর্ত্ত্যাস্ত্যক্তধর্ম্মা বসুন্ধরে।
কলৌ ম্লেচ্ছত্বমাপন্নাঃ প্রায়শো রাজশাসনাৎ॥
সন্ধ্যাবিহীনা বিপ্রাঃ স্যুর্ভৃতিকর্ম্মরতা মহি।
ক্ষত্রবৈশ্যাদিকর্ম্মাণঃ শূদ্রাচারা অপি দ্বিজাঃ॥
দ্বিজসেবাচ্যুতাঃ শূদ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
পরদাররতাঃ সর্ব্বে হিংসাপৈশুন্যসংযুতাঃ॥
সর্ব্বংসহে ভবিষ্যন্তি শিববিষ্ণুবিনিন্দকাঃ।

হে বসুন্ধরে! কলিযুগে প্রায় সকল মনুষ্যেরাই রাজশাসনবশতঃ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাবিহীন ও সেবাকর্ম্ম (চাকরি) করিবে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কর্ম্ম করিবে, শূদ্রাচারে রত হইবে। শূদ্রেরা দ্বিজসেবা করিবে না, প্রায় সকলেই পরদাররত হইবে, হিংসাপৈশুন্যযুক্ত হইবে, এবং শিবনিন্দা ও বিষ্ণুনিন্দা করিবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত বচননিচয়ে যাহা যাহা উক্ত হইল তৎসমুদয় কলির বিধেয় কর্ম্ম নহে, ঐ সকল বচনের তাৎপর্য্য

এই, পাপময় কলিতে ব্রাহ্মণাদিরা তাদৃশ পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপিষ্ঠ হইবে। এই সকল কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র। তেমন কলিধর্ম্মোদয় নাটকের "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী" ইত্যাদি বচন দ্বারাও কেবল কলির নিন্দাশ্রুতি হইতেছে: কলিতে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি নাই, ঈদৃশ তাৎপর্য্য-সূচক নহে।

কায়স্থবান্ধবেরা বলেন, বিষ্ণুবচন দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, কলিতে বৈদ্যজাতিরা পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুবচনং যথা—

"শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥"

যেমন পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন পুনঃপুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু বৈদ্যজাতিরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা যমসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যেমন "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী" ইত্যাদি বচন প্রাপ্ত হই নাই, তেমন বিষ্ণুসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়াও "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়া-লোপাৎ" ইত্যাদি বচন প্রাপ্ত হই নাই। পণ্ডিতবর কান্তি-চন্দ্র স্বকীয় ব্যবস্থাপত্রে বিষ্ণুবচন বলিয়া দুইটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি শ্লোক তাহারই অন্যতর।

কান্তিচন্দ্রের ব্যবস্থাপত্রে লিখিত শ্লোকদ্বয় বিষ্ণুসংহি-

তার নহে, কিন্তু তিনি কোন্ গ্রন্থ হইতে ঐ শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমরা অদ্য পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারি নাই। যাহা হউক পণ্ডিতপ্রধান কান্তিচন্দ্র ইহাতেও বিলক্ষণ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন। অনুরোধ ও ধনের বাধ্য হইয়া অপরিচিত-ধর্ম্মশাস্ত্র কায়স্থগণের মনস্তুষ্টি জন্মাইয়াছেন, অথচ শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া পণ্ডিতসমাজে বিচারমুখে নির্দ্দোষী রহিয়াছেন। পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা এখানে কান্তিচন্দ্র লিখিত বচনদ্বয়ের সমালোচন করিতেছি। ইহাতেই কান্তিচন্দ্রের অসাধারণ চতুরতা প্রকাশ হইবে এবং যাঁহারা কান্তিচন্দ্রের কুহকে পড়িয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদেরও ভ্রম দূর হইবে।

তদ্বচনে যথা।

"তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যাস্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ।
বিপ্রাৎ ক্ষত্রাদ্ যতো ন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ কৃতাঃ॥
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥"

পূর্ব্বকালে বৈদ্যেরা তপস্যা প্রভাবে পিতৃসদৃশ ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সদৃশ ছিল, পরে ক্রিয়াদ্বারা তাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে ন্যূন বৈশ্যবৎ হইয়া পড়ে। এক্ষণে কলিতে পুনঃপুনঃ ক্রিয়া লোপ হেতু সেই বৈদ্যজাতিরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

উক্ত বচনদ্বারাও ঈদৃশী উপলব্ধি হয় না যে, কলিতে সমুদায় বৈদ্যজাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু উল্লি-

খিত বচনে কথিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যেমন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, বৈদ্যেরাও সেইরূপ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপমান * বৈদ্য উপমেয় †। উপমানে যাদৃশ জ্ঞান হইবে, উপমেয়েও তাদৃশ জ্ঞান হইবে। উপমানের অপ্রসিদ্ধি থাকিলে উপমেয়েরও অপ্রসিদ্ধি হয়। কলিতে যদি সমুদায় ক্ষত্রিয় জাতি ও সমুদায় বৈশ্য জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে কলিতে সমুদায় বৈদ্যজাতিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কোন দেশীয় কতিপয় ক্ষত্রিয় বা কতিপয় বৈশ্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে বৈদ্যজাতির মধ্যেও কোন দেশীয় কতিপয় ব্যক্তিমাত্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির যদি অপ্রসিদ্ধি হয়, তবে বৈদ্যজাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তিরও অপ্রসিদ্ধি। তাহা হইলে উপমান উপমেয় ভাব থাকিতে পারে, ইহার অন্যথা হইলে ব্যভিচার দোষ ঘটে। এইক্ষণে দেখা যাউক, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি কতদূর সঙ্গত হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—পৌণ্ড্র, উড্র, খস, দ্রবিড়, শক, যবন, কাম্বোজ, চীন, দরদ, প্রভৃতি দেশবাসী ক্ষত্রিয়েরা পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা মনু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

* উপমীয়তে সদৃশঃ ক্রিয়তে যেন তদুপমানম্।
যাহার সহিত সদৃশ (তুলনা) করা হয় তাহার নাম উপমান।
† উপমীয়তে সদৃশঃ ক্রিয়তে যৎ তদুপমেয়ম্।
যাহাকে সদৃশ (তুল্য) করা যায় তাহার নাম উপমেয়।

তদ্ভিন্ন সমস্ত দেশাবচ্ছেদে ক্ষত্রিয়জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা কোন স্মৃতিগ্রন্থে উক্ত হয় নাই। বিশেষ কোন দেশাবচ্ছেদে বৈশ্যজাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথাও কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় সমুদায় বৈদ্য জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, একথা সঙ্গত হয় না।

মনুস্মৃতিতে কতকগুলি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও কতকগুলি ব্রাত্য বৈশ্যের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ও ব্রাত্য বৈশ্যের উল্লেখের ন্যায় কতকগুলি ব্রাত্য ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে। ঝল্ল মল্ল করণ প্রভৃতিরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান। সুধন্বাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাত্য বৈশ্যের সন্তান। ভূজ্যকণ্টক প্রভৃতিরা ব্রাত্য ব্রাহ্মণের সন্তান। ইহারা পরস্পর বিভিন্ন জাতি, এই সকল কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ব্রাত্যতা বিষয়ক বচনের সহিত "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ" ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয়ভাব সঙ্গত হয় না।

যদি বলেন "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" ইত্যাদি মনু বচনে ক্ষত্রিয় শব্দ ও বৈশ্য শব্দের উপলক্ষণ * স্বীকার করিয়া সেই বচনের এই প্রকার অর্থ করিতে

* স্বপ্রতিপন্নত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বম্, উপলক্ষণত্বম্। স্বয়ং প্রতিপন্ন থাকিয়া যে অপরের প্রতিপাদক হয় তাহাকে উপলক্ষণ বলে। ক্ষত্রিয় শব্দ স্বপ্রতিপাদক (ক্ষত্রিয় প্রতিপাদক) থাকিয়া বৈশ্যেরও প্রতিপাদক হইল অতএব ক্ষত্রিয় শব্দ বৈশ্যের উপলক্ষণ হইল।

হইবে, পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া লোপহেতু বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতিরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে মনুবচনের সহিত "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ" ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয় ভাব সঙ্গত হইতে পারে।

যদিও ক্ষত্রিয় শব্দ বৈশ্যের উপলক্ষণ স্বীকার করা যায় তথাপি মনূক্ত "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচনে কলিশব্দের উল্লেখ নাই। বিশেষ বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের সহিত ঐক্য করিয়া জানা যায়, সত্যযুগে সগররাজা যে সকল শক, যবন প্রভৃতি দেশবিশেষবাসী ক্ষত্রিয়দিগকে আচারহীন ও দ্বিজসংসর্গরহিত করিয়াছিলেন, তাহারাই ক্রিয়ালোপহেতু ও ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুসংহিতাতেও সেই সকল ক্ষত্রিয়জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা লিখিত আছে, সুতরাং মনুবচন সত্য যুগপর বোধ হয়।

"শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।"

ইত্যাদি বচনে কলিশব্দের উল্লেখ আছে, অতএব উভয় বচনে পরস্পর যুগভেদের প্রতীতি হওয়াতে উপমান উপমেয়ভাব সুসঙ্গত হয় না।

"তুষ্যন্তু দুর্জ্জনাঃ" দুর্জ্জনেরা সন্তোষ যুক্ত থাকুন।

যদি চ আমরা "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি মনুবচনের সহিত "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয় ভাব স্বীকার করি, তথাপি পৃথিবীস্থ সমস্ত বৈদ্য জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উপলব্ধি হয় না।

স্বীকার করিলাম, শক, যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সেই দেশের বৈশ্যেরাও ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈদ্য জাতির মধ্যেও তত্তদ্দেশবাসী বৈদ্যেরাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল দেশে ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব পায় নাই, যে সকল দেশে বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব পায় নাই, সেই সেই দেশে বৈদ্যেরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, এ কথা স্বীকার না করিলে উপমান উপমেয়ভাব কোন মতে সঙ্গত হইবে না। যে দেশের ক্ষত্রিয় নৃপতিরা আচারহীন হইয়াছিলেন, সেই দেশের বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা আচারহীন হইয়াছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভবপর বোধ হয়।

ইহা অনুভবসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, প্রবল-পরাক্রম নৃপতিরা যখন যে দেশে যদ্ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তদধীন প্রজারাও প্রায় তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকে।

বেণ রাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহার শাসনাধীন কতকগুলি প্রজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সে সময়ে নানাবিধ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্করের উৎপাদন করে। অশোক প্রভৃতি প্রবলপরাক্রম রাজারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল। পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে হিন্দুস্থানে অন্য ধর্ম্মের নামগন্ধও ছিল না। যদবধি মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে একাধিপত্য আরম্ভ করিলেন, তদবধি এখানে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই ক্ষণে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই বিস্তীর্ণ হিন্দুস্থানে মুসলমানের সঙ্খ্যা অপেক্ষা হিন্দুর সঙ্খ্যা

সমুদায়ে ৫ পঞ্চ লক্ষের অধিক হইবে না। এইক্ষণে এদেশ-কে যেমন হিন্দুস্থান বলা যায়, তেমন মুসলমানের স্থানও বলা যাইতে পারে। বাস্তব কি পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশ হইতে এত মুসলমান হিন্দুস্থানে আসিয়াছিল, তাহা নহে, মুসলমানগণ এদেশে রাজা হইয়া অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল। অদ্য পর্য্যন্ত যদি মুসলমানদিগের তাদৃশ একাধি-পত্য থাকিত তবে হিন্দুস্থানে হিন্দুর নামমাত্র অবশিষ্ট থাকিত।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিপতি। এক্ষণে ক্রমেই এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বাহুল্য হইতেছে। যে কারণেই হউক, যে জাতীয়ই হউক, অনেক হিন্দুসন্তান খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অবলম্বন করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন না করি-য়াও অনেক হিন্দুসন্তান ইংরাজ জাতির সহিত আহার ব্যব-হার করিয়া, স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। যদিচ তাদৃশ জনগণকে ইংরাজ জাতীয়েরাও ঘৃণা করুন, অসমান জাতি বলিয়া গ্রাহ্য না করুন কিন্তু হিন্দুরা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মচ্যুত ম্লেচ্ছ বলি-য়াই গণ্য করেন।

পূর্ব্বকালে শক, যবন, চীন প্রভৃতি দেশীয় প্রবল-পরা-ক্রম ক্ষত্রিয় রাজারা ক্রিয়ালোপবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। রাজ সংসর্গ দোষে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে তত্তদ্দেশীয় বৈশ্যেরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তত্তদ্দেশীয় বৈদ্য জাতিরও শূদ্রত্ব প্রাপণ অসম্ভব নহে, বরং অধিকতর সম্ভব-পর বলিয়াই বোধ হয়। পরে যখন শক যবন চীন দেশীয় রাজারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বোধ হয় তখন তত্তদ্দেশীয়

শূদ্র প্রভৃতিরাও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকলেই একজাতি হইয়াছে। এখন প্রত্যক্ষও দেখা যায়, যবন প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ণ বিচার বা জাতি বিচার নাই। ঐসকল দেশের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বৈদ্যেরা সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, অন্য অন্য দেশীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বৈদ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই।

কলিতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে, এ কথা শাস্ত্র যুক্তি প্রত্যক্ষ এই সকল প্রমাণবিরুদ্ধ। অবশ্য স্বীকার করি, কদাচিৎ কোন কারণ বশতঃ কোন দেশীয় কতিপয় বৈদ্য কিম্বা কতিপয় বৈশ্য অথবা কতিপয় ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মাচার হীন হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বৈদ্যসামান্যাভাব কি বৈশ্যসামান্যাভাব, অথবা ক্ষত্রিয়সামান্যাভাব কল্পনা করা অসঙ্গত।

মনু লিখিয়াছেন।

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥"

মনুঃ।

ইহার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন।

"তে প্রাগুক্তাঃ স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ।"

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে স্বজাতীয়া স্ত্রীজাত সন্তান এবং অনন্তর দ্বিজাতিতে অনুলোমজ সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী। যথা ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইতে বৈশ্যেতে বৈশ্য, এই স্বজাতিজাত তিন প্রকার সন্তান, এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাব-

সিক্ত, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে মাহিষ্য, এই অনন্তর দ্বিজাতি অনুলোমজাত তিন প্রকার সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, এই ছয় প্রকার সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী, (উপনয়নসংস্কারার্হ দ্বিজশব্দবাচ্য) ইহারা স্বীয় স্বীয় তপস্যা প্রভাবদ্বারা যুগে যুগে (সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই প্রত্যেক যুগে) উৎকর্ষ ও অপকর্ষ লাভ করিবে। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট তপস্যা থাকিলে উৎকৃষ্ট হইবে, অপকৃষ্ট তপস্যা থাকিলে অপকৃষ্ট হইবে। উক্ত মনু বচনে "যুগে যুগে" এই বীপ্সা থাকাতে নিশ্চিত প্রতীয়মান হইতেছে, কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠাদির অভাব হইবে না। যদি কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠাদি সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে মনুবচনে " যুগে যুগে " এই বীপ্সা থাকিত না।

বৈদ্যক গ্রন্থে বালরোগ চিকিৎসাধিকারে উক্ত আছে।

"বলিশান্তীষ্টকর্ম্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে।
মন্ত্রশ্চায়ং প্রয়োক্তব্যস্তত্রাদৌ সর্ব্বকামিকঃ॥

ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায় সদ্যস্তবস্তু তঃ স্বাহা "।

বালকের গ্রহশান্তির নিমিত্ত বলি শান্তি ও ইষ্ট কর্ম্ম সকল করিবে। তাহার আদিতে সর্ব্বকামিক মন্ত্র বলিয়াছেন। ঐ মন্ত্র স্বাহা প্রণব সংযুক্ত।

স্ত্রীরোগাধিকারে উক্ত আছে।

" জলং চ্যবনমন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।
পীত্বা প্রসূয়তে নারী দৃষ্ট্বা চোভয়ত্রিংশকম্ "॥

চ্যবন মন্ত্রদ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত জল পান করিয়া এবং উভয়ত্রিংশক কোষ্ঠ দর্শন করিয়া গর্ব্ভবতী নারী প্রসব করিবে। ঐ চ্যবন মন্ত্র বৈদ্যক গ্রন্থে লেখা আছে। তাহা বৈদ্যেরা পাঠ করিবেন। সেই মন্ত্র স্বাহা প্রণবসংযুক্ত।

সোমঘৃত পাক প্রকরণে লেখা আছে।

"ধীমান্ পক্ক্বা ঘৃতপ্রস্থং সম্যঙ্মন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। মন্ত্রো যথা। ওঁ নমো মহাবিনায়কায়ামৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা"।

সোম ঘৃত পাক করিবার সময়ে বৈদ্যেরা সপ্ত দূর্ব্বা হস্তে করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্বাহা প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

অনেক ঘৃতপাকবিধিতে লেখা আছে।

"বিপচেৎ পাকবিদ্ বৈদ্যো রুদ্রমন্ত্রঞ্চ সংজপেৎ।"

পাকবিদ্ বৈদ্য ঘৃতপাক করিবেন এবং রুদ্রমন্ত্র জপ করিবেন। সেই রুদ্রমন্ত্রও স্বাহা প্রণবসংযুক্ত।

রসক্রিয়াধিকারে লেখা আছে।

"সুতপ্তখল্লে নিজমন্ত্রযুক্তাং বিধায় রক্ষাং স্থিরসারবুদ্ধিঃ।
অনন্যচিত্তঃ শিবভক্তিযুক্তঃ সমাচরেৎ কর্ম্ম রসস্য তজ্জ্ঞঃ॥
রক্ষামন্ত্রো যথা।
ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিভ্যঃ স্বাহা॥"

স্থিরসারবুদ্ধি বৈদ্য অনন্যচিত্ত ও শিবভক্তিযুক্ত হইয়া এবং নিজ মন্ত্রযুক্ত রক্ষা বিধান করিয়া রসের (পারদের) কর্ম্ম করিবে। সেই রক্ষামন্ত্রও স্বাহা প্রণবসংযুক্ত। বৈদ্যক গ্রন্থদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, স্বাহা প্রণবযুক্ত মন্ত্র-

সকল বৈদ্যদিগের পাঠ্য। বৈদ্যদিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থনিচয়ে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রবিধি থাকিত না।

ঐ সকল বিধান যুগান্তরীয় বৈদ্যদিগের নিমিত্ত ছিল, কলিকালের বৈদ্যদিগের নিমিত্ত নহে, এ কথাও যুক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু মাধব কর স্বকৃত রসচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে এবং চক্রপাণি দত্ত স্বকৃত সংগ্রহে ঐ সকল মন্ত্রবিধি উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি দত্ত যুগান্তরীয় লোক নহেন। সেন বংশীয় বৈদ্য রাজাদিগের সময়ে তাঁহার জন্ম হয়। চক্রপাণি দত্ত স্বকৃত গ্রন্থের শেষে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার পিতা নারায়ণ দত্ত গৌড়াধিপতির পাত্র ছিলেন, এবং তিনি ভানুদত্তের অনুজ লোধ্রবলী দত্ত বংশীয় ছিলেন। মাধব কর, তৎসমকালীন অথবা তাঁহার কিছু কাল পূর্ব্ব-বর্ত্তী ছিলেন, নানাবিধ কারণে তাহা অনুমিত হয়।

কায়স্থ বান্ধবেরা বলিয়া থাকেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, স্বকৃত শুদ্ধিতত্ত্বে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের ইদানীং শূদ্রত্ব প্রতিপাদনার্থ যে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই লেখা আছে, শূদ্রাগর্ভজাত মহানন্দপুত্র নন্দ ভূপতি, পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয় নষ্ট করিবে, অতএব মহানন্দ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। তৎপরে শূদ্রেরা রাজা হইবে। ক্ষত্রিয় আর থাকিবে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্য অম্বষ্ঠও থাকিবে না।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যে, ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের অভাব স্বীকার করেন নাই, পূর্ব্বে তাহা বিশেষরূপে প্রদ-

র্শিত হইয়াছে। বাগ্বিতণ্ডাকারীরা পৌরাণিক বচনের যথা-শ্রুত অর্থমাত্র অবগত হইয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। অতএব ইদানীং বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্যদ্বাক্য আছে।—

"মগধ দেশে শিশুনাগের বংশে মহানন্দ নামক একজন রাজা হইবে। সেই মহানন্দের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে মহাপদ্ম নন্দ নামক অতিলুব্ধ এক পুত্র জন্মিবে।

"মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা।"

মহাপদ্ম নন্দ পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইবে।

"ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি।"

তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে।

এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে পরশুরাম উপমান, মহাপদ্ম নন্দ উপমেয়। উপমান উপমেয়ে সৌসাদৃশ্য জ্ঞান থাকিবে, অর্থাৎ পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয়ান্তকারী ছিলেন, মহাপদ্ম নন্দও সেইরূপ ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইবেন। এইক্ষণে বিবেচনা পূর্ব্বক দেখা যাউক, পরশুরাম পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ করিয়াছিলেন কি না। জনপ্রবাদ আছে, পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। এই নিঃক্ষত্রিয়া শব্দের, সমস্ত ক্ষত্রিয়াভাব অর্থ করিলে কতদূর সঙ্গত হয়, অনায়াসে সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন। একবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে পৃথিবীর সমুদায় ক্ষত্রি-

য়ের অভাব হইল, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের অবিদ্যমানতা হেতু দ্বিতীয়বার নিঃক্ষত্রিয় করা সঙ্গত হইতে পারে না, অতএব পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয়তা বিষয়ক প্রতিজ্ঞায় একবিংশতিবারের অনুপপত্তি হয়। বিশেষতঃ পরশুরামের সমকালীন বহু ক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিল। অজ দশরথাদি সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অবিরত-স্থায়িত্বের বিবরণ বহুপুরাণে পুনঃপুনঃ শ্রুত হওয়া যায়।

মহানাটকে উক্ত আছে।

"যাবদ্ধূর্জটিধর্ম্মপুত্রপরশুক্ষুণ্ণাখিলক্ষত্রিয়-
শ্রেণীশোণিত-পিচ্ছিলা বসুমতী কোঽস্যামধাস্যৎ পদম্।
ত্রৈলোক্যাভয়দানদক্ষিণভুজারম্ভো দিবেশোদয়ো
দেবোঽয়ং দিনকৃৎকুলৈকতিলকো ন প্রাভবিষ্যদ্ যদি॥"

মহাদেবের ধর্ম্মপুত্র পরশুরামের কুঠারদ্বারা ক্ষত্রিয় সকল ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তাহাদের রক্তদ্বারা পৃথিবী পিচ্ছিলা হইয়াছেন। এ সময়ে সূর্য্যবংশের তিলক এই রামচন্দ্র, ত্রিলোকের অভয় দানের নিমিত্ত দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের ন্যায় উদিত না হইলে সেই পিচ্ছিলা পৃথিবীতে কেহ পদ নিক্ষেপ করিতে পারিত না।

"জ্ঞাত্বা প্রভাবং রঘুনন্দনস্য তদঙ্গমালিঙ্গ্য ততোঽতিগাঢ়ম্।
বিন্যস্য তস্মিন্ যমদগ্নিসূনুস্তেজো মহৎ ক্ষত্রবধান্নিবৃত্তঃ॥"

যমদগ্নিপুত্র, পরশুরাম রঘুনন্দনের প্রভাব অবগত হইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মহৎতেজ রামচন্দ্রেতে নিহিত করিয়া ক্ষত্রিয় বধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল

প্রমাণদ্বারা জানা যায়, পরশুরামের সমকালীনও অনেক ক্ষত্রিয় ছিলেন।

বস্তুতঃ পরশুরাম পৃথিবীর সমুদায় ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস করিতে পারেন নাই এবং করেনও নাই; এমন কি, যিনি পিতৃবধামর্ষে উদ্দীপ্ত হইয়া পিতৃশত্রু যদুবংশীয় নৃপতি-সংহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র ভুজচ্ছেদন ও প্রবলপরাক্রম হৈহয়াধিপতির সংহার করিয়াছিলেন, যিনি বহুক্ষত্রিয় নিধন পূর্ব্বক শত্রুশোণিতে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই পিতৃশত্রু যদু-কুলেরই সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। বৃষ্ণিবংশীয়েরা ধারাবাহিকক্রমে কলির আদিম সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং পরশুরামের পরে যুধিষ্ঠিরাদি অনেকানেক ক্ষত্রিয় রাজত্ব করিয়াছেন। যদি পরশুরাম পৃথিবীকে একেবারে নিঃক্ষত্রিয়া করিতেন, তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষত্রিয়গণের সত্তা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। পরশুরামের ঈদৃশী প্রতিজ্ঞা ছিল না যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের একেবারে অভাব করিব।

পরশুরামের প্রতিজ্ঞা গণেশখণ্ডে উক্ত আছে, যথা।

"ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি মহীমিমাম্।"

আমি একবিংশতিবার এই পৃথিবীকে নৃপতিশূন্যা করিব। অভিষিক্ত রাজাদিগের বধসাধনার্থ পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দশাবতার-স্তোত্রেও তাহাই উক্ত আছে। যথা—

"ত্রিঃসপ্তবারং নৃপতীন্নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।"

যিনি একবিংশতিবার নৃপতিগণের হিংসা করিয়া রক্ত দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন।

পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজাদিগের বিনাশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে সেই পরশুরামের সহিত মহাপদ্মনন্দের উপমান উপমেয় ভাব লক্ষিত হয়, সুতরাং বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের ঈদৃশ তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতেছে যে, পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের বিনাশ করিয়াছিলেন, নন্দ ভূপতিও সেইরূপ ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের বিনাশ সাধন করেন। অতএব বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে 'ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি' শূদ্রাগর্ভজাত নন্দ ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ধ্বংস করিবে, তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে।

এই নন্দ ভূপতির রাজত্ব অবধিই যে সমস্ত পৃথিবীতে শূদ্র রাজা হইবে, এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় নৃপতির অভাব হইবে, বিষ্ণুপুরাণ-কর্ত্তার তাদৃশ অভিপ্রায় নহে। বিষ্ণুপুরাণে নন্দ ভূপতি অবধি শূদ্র রাজার কথা কেবল মগধদেশ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, অন্য অন্য দেশে অন্যান্য বংশীয় ভবিষ্যৎ রাজাদিগের কথার উল্লেখ আছে। মগধদেশেও নন্দবংশীয় শূদ্র রাজাদিগের ১০০ একশত বর্ষ রাজত্ব কালমাত্র উক্ত হইয়াছে। তৎপরে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির, তৎপরে অন্ধ্র বংশীয় আভীরবংশীয় শক যবন তুখার পুলিন্দ প্রভৃতি নানাজাতীয় রাজার উল্লেখ আছে। নন্দ ভূপতির পরে উজ্জয়না প্রভৃতি দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজারা রাজত্ব করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ; অতএব বিষ্ণুপুরাণীয় বচন সর্ব্বদেশবিষয়ক নহে।

"ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি।"

বিষ্ণুপুরাণীয় এই বচনের কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন যে, তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে, অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে কোন শূদ্র কখনও রাজ্যশাসন করে নাই। নন্দ অবধি শূদ্রেরাও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে। কলিতে যে সমস্ত শূদ্র রাজা হইবে, তাহাদের মধ্যে নন্দই প্রথম। এবচনের এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, নন্দের পরে আর ক্ষত্রিয় রাজা থাকিবে না, এবং শূদ্র ভিন্ন আর কোন জাতিই রাজা হইবে না। প্রত্যক্ষও দেখা যাইতেছে, হস্তিনাপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে সত্যযুগ অবধি মুসলমান রাজত্ব পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়েরাই সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন আচারহীন ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ, আচারহীন বৈশ্যেরা বণিক্, আচারহীন অম্বষ্ঠেরা পশ্চিম দেশে অম্বষ্ঠ কায়েত।

স্মৃত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে যে করণজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা কায়স্থ। কায়স্থগণ বর্ণসঙ্কর হইলেও দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তান, অতএব প্রতিলোমজ সন্তান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহারা আর্য্যসন্তান হইয়াও আর্য্যসংস্কার (উপ-নয়নাদি) প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, তাহার কারণ এই, মনু বলিয়াছেন

"তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি"

বস্তুতঃ কায়স্থেরা যদি ক্ষত্রিয় হইবেন, তবে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, দাস, এবং “ নাগ, পাল, দৈত্য, দানা। রাহা, রাহুত সোম, সানা ॥ নন্দী, কুণ্ড, আইচ, গণ। ভূত, প্রেত, কেওনন্দন ॥ চন্দ্র, নন্দন, বর্দ্ধন, কেশ। ধর, ধরণা, রক্ষিত, মেধ” * ইত্যাদি সকল উপাধি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়দিগের রীতি নীতি ব্যবহার প্রভৃতি কিছুই কায়স্থদিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না। ক্ষত্রিয়দিগের এবং কায়স্থ, দিগের গোত্র প্রবর প্রভৃতি সকলই বিসদৃশ †।

“আচারহীন বৈশ্যেরা বণিক্” এ কথা নিতান্তই অনভিজ্ঞ লোকের ন্যায় বলা হইয়াছে। বাণিজ্য কার্য্য বৈশ্যের স্ববৃত্তি। অতএব স্বধর্ম্ম নিরত বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যদিগকেও বণিক্ কহে। পশ্চিম প্রদেশে অনেক স্বধর্ম্ম নিরত বৈশ্যেরা বাণিজ্য কার্য্যে রত আছে। তাহাদের যজ্ঞোপবীত দর্শন করিয়া অনেক অজ্ঞ লোকেরা ক্ষত্রিয় বিবেচনায় ‘বেনে ক্ষত্রিয়” কহে। এদেশেও বাণিজ্য-প্রধান স্থানে অনেক অভ্রষ্টাচার বৈশ্য দেখা যায়। তাহাদিগকে আগুরিওয়ালা বেণে কহে।

এ কথাও বলা যাইতে পারে না, বণিক্ জাতিমাত্রই বৈশ্য। আমরা স্বীকার করি যে বাণিজ্য ব্যবসায় হেতু বৈশ্যজাতিকে বণিক্ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন বৈদেহজাতিকেও শাস্ত্রানুসারে বণিক্

* কায়স্থদিগের ঘটকের কারিকা। বায়ুস্তরে কায়েতের না

† ইহার বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় খণ্ডে উক্ত হইবে।

কহে। এই বণিক্‌জাতি আর্য্য জাতি হইতে উৎপন্ন ও আর্য্য জাতির গর্ভজাত বটে কিন্তু ইহারা প্রতিলোমজ সন্তান, অতএব ইহাদের উপনয়নাদি সংস্কার না হইয়া শূদ্রবৎ ব্যবহার হইয়াছে। তাহারা বৈশ্য হইতে জাত অতএব অধুনা বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত দেখা যায়।

অন্য এক প্রকার বণিক্ আছে, তাহারা ব্রাহ্মণ হইতে আয়োগবী * গর্ভজাত। ইহাদিগকে ধিগ্বণ জাতি কহে। মনু বলিয়াছেন "ধিগ্বণানাং বণিক্ পথঃ" ধিগ্বণজাতিদিগের স্থল পথে বাণিজ্য ব্যবসায়। বঙ্গদেশে যাহারা বণিক্ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা কোন্ জাতীয় শাখা, অদ্য পর্য্যন্ত তাহার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। উল্লিখিত বিভিন্ন বণিক্ জাতিদিগের পরস্পর সংমিশ্রণ হেতু অধুনা শাখা বিভাগ করাও নিতান্ত দুঃসাধ্য।

কোন কোন বৈশ্য পরিবার জাতিচ্যুত হইয়া ঐ সকল বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিণত হইয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ের নিঃসন্দেহ সূচক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক লক্ষণ কিছুই লক্ষিত হয় না। বিশেষত তাহাদের দত্ত, দে, কর, সেন, সিংহ, দাস, কুণ্ড, নাগ, দাঁ, চন্দ্র, পাল, দাম, ঘর, রুদ্র, লাহা প্রভৃতি যে সকল উপাধি আছে, তন্মধ্যে কেবল দত্ত উপাধি বৈশ্যদিগের মধ্যে দেখা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপাধিই বৈশ্যদিগের মধ্যে নাই। ঐ দত্ত উপাধি শূদ্র হইতেও পরিগৃহীত হইতে পারে।

---

* শূদ্র হইতে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব জাতির জন্ম।

আচারহীন অম্বষ্ঠেরা অম্বষ্ঠ কায়েত নামে পশ্চিমদেশে খ্যাত, কল্পনা দেবী এ কথার প্রসব করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মনুতে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম। বৈশ্য হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে কায়স্থের জন্ম। কায়স্থের অপভ্রংশ শব্দ কায়েত। ঐ অম্বষ্ঠ ও কায়েত ইহারা পরস্পর বিভিন্ন জাতি। অম্বষ্ঠ আর কায়েত কদাচ একজাতি হইতে পারে না। অম্বষ্ঠেরা আচারহীন হইলে কায়স্থ হইবার কোন শাস্ত্র বা কোন যুক্তি অথবা কোন কিংবদন্তী নাই।

পশ্চিম দেশীয় লালাদিগের নিকটে " কায়স্থ ধর্ম্ম তর্পণ " নামক এক গ্রন্থ আছে। তাহাতে লেখা আছে, কায়স্থজাতি দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা মাথুর ১ সূর্য্যধ্বজ ২ অম্বষ্ঠ ৩ ভট্টনাগর ৪ গৌর ৫ নিগম ৬ সকসেনা ৭ করণ ৮ অহিটানা ৯ শ্রীবাস্তব ১০ কুলশ্রেষ্ঠ ১১ বাল্মীক ১২। ঐ সকল নাম দেশ ভেদে হইয়াছে। যথা মথুরা দেশবাসিগণ মাথুর। মগধদেশীয়েরা সূর্য্যধ্বজ। অম্বষ্ঠ দেশবাসীরা অম্বষ্ঠ। ভট্টনগর দেশবাসীরা ভট্টনাগর। গৌরদেশবাসীরা গৌর। সরয়ূনদের নিকটস্থ কায়স্থেরা নিগম। কাবুল কান্দাহার বাসীরা সকসেনা। কর্ণাট দেশীয়েরা করণ। নেপালদেশীয়েরা অহিটানা। শ্রীনগর দেশীয়েরা শ্রীবাস্তব। কুলাপতবাসীরা কুলশ্রেষ্ঠ। বাল্মীকদেশীয়েরা বাল্মীক। * এত-

---

* এই পুস্তকের অপর খণ্ডে কায়স্থ বিবরণে বিস্তারিত উক্ত হইবে।

দেশীয় কায়েতদিগের মধ্যে যেমন উত্তররাঢ়ী কায়েত, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়েত, বঙ্গজ কায়েত ইত্যাদি শ্রেণী ভেদ আছে, পাশ্চিম দেশে লালাদিগের মধ্যেও তেমন মাথুর, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, ভট্টনাগর ইত্যাদি রূপ দেশ ভেদে শ্রেণী বিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর সকলের সহিত সকলের বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ হয় না। অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ অম্বষ্ঠ নামক জাতি বিশেষ, বাসক বৃক্ষ, হস্তিপক, অম্বষ্ঠ নামক দেশ বিশেষ। সেই অম্বষ্ঠদেশীয় কায়েতদিগকেই অম্বষ্ঠ কায়েক কহে, অতএব রাজা রাধাকান্তদেব স্বকৃত শব্দ-কল্পদ্রুম অভিধানে অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন "পশ্চিম দেশে কায়স্থজাতি বিশেষঃ" বস্তুতঃ আচার ভ্রষ্ট অম্বষ্ঠেরা অম্বষ্ঠ কায়েত নামে খ্যাত নহে।

কেহ কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া থাকেন, এ দেশে ব্রাহ্মণজাতির পরেই কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা দেখা যায়, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এ দেশ ক্রমে ক্রমে কায়স্থ-প্রধান দেশ হওয়াতে ব্রাহ্মণাদি সমুদায় জাতি অপেক্ষা কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা হইতেছে। কোন সুরসিক কবি বলিয়াছিলেন।

"তত্রৈবাদরণীয়াঃ স্যুর্লোকানাং ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
যত্র শূদ্রা ন বিদ্যন্তে ধনিনো মানিনো বরাঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ সূপকারাশ্চ ক্ষত্রিয়া দ্বারপালকাঃ।
শূদ্রাঃ সর্ব্বে স্বনামানো হ্যম্বষ্ঠাস্তচ্চিকিৎসকাঃ॥"

যে স্থানে ধনিমানিশ্রেষ্ঠ শূদ্রেরা না থাকেন, সেই স্থানেই ব্রাহ্মণাদিরা লোকের আদরণীয় হইতে পারেন।

শূদ্রেরাই স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মণেরা পাচক, ক্ষত্রিয়েরা দ্বার-পাল, বৈদ্যেরা তাহাদিগের চিকিৎসক। কালক্রমে এই রহস্য রচনও প্রমাণ হইবে।

জনসংখ্যা ধরিলে এ দেশে বৈদ্য জাতি অতি নিকৃষ্ট। যেহেতু সমুদায়ে বৈদ্যের সংখ্যা ৬৮০০০ অষ্টষষ্টি সহস্রের অধিক হইবে না, ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১১০০১০৫ এক শত পঞ্চাধিক একাদশ লক্ষ, কিন্তু কায়স্থের সংখ্যা তদ-পেক্ষাও অধিক। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, কায়স্থের সঙ্খ্যা ১১৬০৪৭৮ একাদশ লক্ষ, ষষ্টিসহস্র, চতুঃশত, অষ্টসপ্ততির ন্যূন হইবে না, সুতরাং জনবহুলতাবশত কায়স্থ জাতির উৎকৃষ্টতা এবং ধন বহুলতা প্রযুক্তও কায়স্থজাতিরই উৎকৃষ্টতা। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল স্থিরচিত্ত হইয়া যদি পূর্ব্বপুরুষোচিত আচার, ব্যবহার, বৃত্তি, ধর্ম্ম, পাণ্ডিত্য অবস্থা প্রভৃতির স্মরণ করা যায়, তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, এই সকল আর্য্য জাতি অপেক্ষা কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা কোন ক্রমেই লক্ষিতা হয় না। অদ্য পর্য্যন্তও অনেক কায়স্থ বৈদ্যের নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি দেশজাত বৈদ্যবংশীয় গোস্বামিগণের অনেক কায়স্থ শিষ্য আছে।

এ দেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির অদৃষ্টি কল্পনা করিয়া কেহ কেহ বলেন, অধুনা এ দেশে কায়স্থ নামে যাহারা খ্যাত। তাহারাই ক্ষত্রিয় ছিল, এবং বণিক্ নামে যাহারা খ্যাত তাহারাই বৈশ্য ছিল, তদ্ভিন্ন প্রকৃত ক্ষত্রিয়

বৈশ্য জাতির অভাব। পশ্চিম দেশ হইতে যাঁহারা এ দেশে আসিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের গলায় পৈতে আছে সত্য, কিন্তু অনেকের প্রকৃত ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার দেখা যায় না, প্রত্যুত শূদ্রবৎ ব্যবহার দেখা যায়। পশ্চিম দেশীয় লালা কায়স্থদিগের মধ্যেও অবিকল তদাচরণই দেখা যায়। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, ক্ষত্রিয়ের পরিণাম কায়স্থ।

পশ্চিম দেশ হইতে যাহারা এ দেশে আসিয়া ক্ষত্তৃ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহে, তাহা যথার্থ। এ দেশীয়েরা যাহাদিগকে চ্ছুত্তৃ কহে, পশ্চিম দেশে তাহারাই ক্ষত্তৃ নামে খ্যাত। যাহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় তাহাদিগকে পশ্চিম দেশে ছত্রি কহে। অর্থাৎ যাহারা কৃত্রিম ক্ষত্রিয়, তাহাদিগকে পশ্চিমদেশে ক্ষত্তৃ এবং এ দেশে ছত্রি বলিয়া থাকে। যাহারা অকৃত্রিম ক্ষত্রিয়, তাহাদিগকে পশ্চিম দেশে ছত্রি, এ দেশে ক্ষত্রিয় কহে। ককার ষকার মিশ্রিত হইয়া ক্ষ হয়। হিন্দুস্থানীয়েরা ষকার স্থানে ছ উচ্চারণ করে, অতএব ক্ষত্রিয়কে ছত্রি বলিয়া থাকে। এতদ্দেশে ক্ষত্তৃ শব্দের অপভ্রংশ শব্দ ছত্রি। ক্ষত্রিয়াগর্ভে প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর জাতির নাম ক্ষত্তৃ জাতি, দেশ ভেদে ক্ষত্রিয়দিগের দাসীপুত্রদিগকেও ক্ষত্তৃ জাতি বলিয়া থাকে। এ দেশে তাহারা পাঞ্জা ক্ষত্রিয় নামে বিখ্যাত। উহারা গলায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, এবং ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়, সময় বিশেষে স্থানবিশেষে স্বনামান্তে

বর্ম্মা শব্দেরও উল্লেখ করে। উগ্রজাতিরা * উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং বিবাহের সময়ে একবার যজ্ঞ-সূত্র গলায় ধারণ করে। বস্তুত তাহারা শাস্ত্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি নহে। পশ্চিম দেশ হইতে এখানে আসিয়া যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা ঐ উগ্রজাতির বা ক্ষত্তৃ জাতিরই অন্যতম জাতি। ইহাদের উপাধি বায়, সিংহ, বাবু ইত্যাদি। অর্থশালী হইলে বর্ম্মাও হইতে পারে। তাদৃশ ক্ষত্রিয় নামধারী বর্ণসঙ্করগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া এ দেশে ক্ষত্রিয় নাই বলিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের অভাব কল্পনা করা এবং ক্ষত্রিয়দিগকে কায়স্থ জাতিতে পরিণত করা অসঙ্গত।

প্রবলপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়দিগের অভাব কোন কালেও হয় নাই, এবং হইবেও না। অদ্য পর্য্যন্তও লাহোর, মুলতান ও অম্রসরে বিস্তর ক্ষত্রিয় আছে। দিল্লী লক্ষ্ণৌ মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেও অনেক স্বধর্ম্মাচারী ক্ষত্রিয় দেখা যায়। এই বঙ্গ দেশে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও অনেক স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়ের নিবাস দেখা যায়। প্রসিদ্ধ বর্দ্ধমানাধিপতি এতদ্দেশে বিখ্যাত। বর্দ্ধমান, সিঙ্গুর, গোলগ্রাম, কাশীযোড়া, পাড়দহ, ধনেখালী, বংশবাটী, কলিকাতা, ঢাকা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, শাকো, পাবনা, মাজেরগাঁ, রাণীবন্ধ, কুচুট, বিজুর, ব্রাহ্মণআড়া, গুটুলে, গৌরবাজার, মুরসিদাবাদ, কেরাইব, জামাইল, জামতারা, গোপী-

* ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে উগ্র জাতির উৎপত্তি, ইহাদিগকে আগুরি কহে।

নাথপুর, খাটোরী, কেশবপুর, দীপেদারহাটা, গোপী-
নগর, এই সকল স্থানে ক্ষত্রিয়দিগের নিবাস। তত্তদ্দেশীয়
ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কাহাকেও আচারহীন দেখা যায়
না, এবং কায়স্থ জাতি তাঁহাদের শাখা বলিয়া স্বীকার
করেন না।

আমরা এ কথা অবশ্য স্বীকার করি, ক্ষত্রিয় জাতি
আদিম মূলজাতি হইয়াও বর্ণসঙ্কর কায়স্থ জাতি অপেক্ষা
অল্পতর। ক্ষত্রিয়বর্ণ আচারহীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হই-
য়াছে, কিংবা ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে কায়স্থ নামক এক শাখা
বহির্গত হইতেছে, এই সকল কারণে ক্ষত্রিয় সংখ্যা লঘী-
য়সী হইতেছে, আমরা এই কাল্পনিক যুক্তির অনুমোদন
করি না। ক্ষত্রিয় জাতির অল্পতার প্রবল কারণ দেদীপ্যমান
দেখা যায়। যথা:—

সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয় জাতির উপরে যত উপদ্রব হইয়া
গিয়াছে, তত উপদ্রব অন্য কোন জাতির উপরে হয়
নাই। এই ক্ষণে বিসূচিকা (ওলাউঠা) জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি
রোগ উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে জনপদ
বিধ্বংসন (মহামারি) উপস্থিত হয়। পূর্ব্বতন লোকেরা
বর্ত্তমান লোকদিগের ন্যায় যদৃচ্ছাচারী হইয়া শারীরিক
নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন না অতএব রোগের প্রাদুর্ভাব
অল্প ছিল, কিন্তু সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয় জাতির যুদ্ধ উপ-
লক্ষে জনপদ বিধ্বংসন হইত।

সময়ক্রমে ক্ষত্রিয়জাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল,
তাঁহারা সর্ব্বসাধারণ জাতির প্রতি অত্যাচারী হইয়া

অবশেষে সর্ব্বমান্য ব্রাহ্মণদিগের উপরেও অমর্ষভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ভৃগুবংশাবতংস মহাবীর্য্য পরশুরাম পিতৃবধামর্ষে উত্তপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণহিংসক ক্ষত্রিয়গণের বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। ক্রমে ক্রমে তিনি একবিংশতি বার যুদ্ধ করেন। তাহাতে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইয়াছে। ক্ষত্রিয়রাজারাও সময়ে সময়ে জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ বা ধনলোভে উন্মত্ত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইতেন। তদুপলক্ষে কতবার কত ক্ষত্রিয় বিনাশ ও কত দেশ উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে। ক্ষত্রিয় কন্যারা স্বয়ম্বরা হইতেন, তদুপলক্ষে কতবার কত স্থানে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ক্ষত্রিয় বিনাশের ত ইয়ত্তাই নাই। ঐ সকল যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হইলে অনেক মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্য, অম্বষ্ঠেরও অভাব হইয়াছে। এই প্রকার সত্য কালাবধিই ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস হইয়া আসিতেছিল, অবশেষে কলির প্রারম্ভে রাজা যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ভীমার্জ্জুনের বাহুবল ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা চাতুর্য্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর ক্ষত্রিয়ভার বহন ক্লেশের অপনোদন করিতে ত্রুটি করেন নাই। রাজসূয় যজ্ঞ, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে অল্প ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হয় নাই। প্রায় তাহাতেই প্রবলপরাক্রম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়গণ তদবধিই নিষ্প্রভ, ভারতভূমি তদবধিই বীরশূন্যা, আর্য্যগণ তদবধিই গৌরবহীন, হিন্দুস্থানে তদবধিই অলক্ষ্মীর আবাস, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হয় না।

তদনন্তর ভিন্ন দেশীয় রাজারা আসিয়া এ দেশে পুনঃ পুনঃ উপদ্রব করে, এতদ্দেশ জয় করে, তদুপলক্ষেও অধিকাংশ ক্ষত্রিয়েরই নিধন হয়। ক্ষত্রিয় জাতির উপরে এই সকল অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্খ্যা অল্পতরা।

বৈশ্য জাতির নামমাত্র শুনা যায়, এ কথাও অসঙ্গত। পশ্চিম দেশে অদ্যাপি অনেক বৈশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজপুতনা প্রভৃতি দেশে বৈশ্যের অল্পতা নাই, নেপাল, কান্যকুব্জ, এলাহাবাদ, আগরা, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বানারস প্রভৃতি স্থানেও বৈশ্যের অভাব নাই। কলিকাতা, মুরসিদাবাদ, সেরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও অনেক অনেক বৈশ্যের সমাগম দেখা যায়, সুতরাং চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা বলিতে পারেন না যে, ইদানীং বৈশ্য জাতির অভাব। সত্য বটে, একটি আদিমবর্ণ বৈশ্য জাতির যত অস্তিত্ব থাকার সম্ভব, তত নাই রাজবিপ্লবে সময়ে সময়ে এই জাতিরও অনেক উৎসাদ হইয়াছে, এবং ইদানীং অনেক বৈশ্য ক্ষত্রিয় জাতিতে লীন হইয়াছে। পশ্চিম দেশীয় অনেক অনভিজ্ঞ লোকেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন যজ্ঞসূত্রধারী ব্যক্তিমাত্রকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকে, সেই অজ্ঞতা জনিত কুসংস্কার বশতঃ অনেক বৈশ্য ক্ষত্রিয় নামে খ্যাতি, পশ্চিম দেশে এইক্ষণে বৈশ্যদিগকে বেণেক্ষত্রিয় বলে। অজ্ঞলোকের ঈদৃশ সংস্কার বিস্ময়কর নহে, এতদ্দেশেও দেখা যায় যজ্ঞসূত্রধারী ক্ষত্রিয় কিংবা বৈদ্যগণকে দেখিলে অপরিচিত অজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করে; ও ব্রাহ্মণ

জ্ঞানে প্রণাম করে। এতদ্দেশে ও পশ্চিম দেশে যাহারা আগরওয়ালা কিংবা মহেস্র বলিয়া পরিচিত তাহারা বৈশ্য।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করি, এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিতান্ত বিরলতা, এমন কি কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বাসস্থান ছিল না বলিলেও হয়। তাহার কারণ এই বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ গৌড় ও তৎপার্শ্বস্থ স্থান-সমূহ যেমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে, পুরাকালে তাদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না, এমন কি অনেকে তীর্থ যাত্রা ব্যতীত বঙ্গ দেশে আসিতে ঘৃণা করিতেন। অদ্যাপি ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতটস্থ দেশ সমূহকে অনেকে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়া ঘৃণা করেন। আজকাল যে কলিকাতা নানাবিধ ধবল সৌধ পরিশোভিতা, নানাদেশীয় বিবিধ বিদ্বজ্জনগণ বিরাজিতা, ভারতবর্ষীয় প্রধান নগরী, প্রধান রাজধানী নামে প্রসিদ্ধা, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইনি অরণ্যময়ী এবং বহু পশুরাশির আবাস ভূমি ছিলেন। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কেহ ইহার নামমাত্রও অবগত ছিল না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্থান যে স্থানে ভগবান্ কপিলের আশ্রম ছিল, সগরের সহস্র সন্তান যে স্থানে ভস্মীভূত হয়, নিম্নতা নিবন্ধন পৌরাণিকেরা ঐ স্থানকে পাতাল কল্প বলিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে গৌড় বঙ্গ প্রভৃতি স্থান অরণ্যময় ছিল। ভূমির তাদৃশী উর্ব্বরতাশক্তি ছিল না, জলবায়ুর স্বাস্থ্যকারিতাশক্তি বা বলবীর্য্যবর্দ্ধিনী শক্তি ছিল না, ঈদৃশী সভ্যতা ছিল না। বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি,

ধন, সুস্থতা, ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল মনুষ্যের প্রয়োজনীয় তাহার নিতান্তই অপ্রতুল ছিল, সুতরাং লোকসংখ্যাও অত্যল্পতমা ছিল, অতএব কোন প্রবলপরাক্রমশালী, রাজা এ দেশে রাজধানীর স্থাপন করেন নাই। রাজধানী, রাজ-দুর্গ, রাজসৈন্য, রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতির অপ্রয়োজন-বশতঃ রাজজাতীয় কোন ক্ষত্রিয় এ দেশে বসতি করে নাই। রাজধানীর অভাব ও জনসংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত এই দেশ বাণিজ্যপ্রধান ছিল না। সুতরাং বৈশ্য জাতিরও অভাব ছিল; এ দেশে শ্রমজীবী শূদ্রাদি এবং তদুপযোগী ব্রাহ্মণের বাস ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কর্ম্মকুশল ছিলেন না। কালক্রমে এ দেশে বল্লালের পূর্ব্ব পুরুষ বৈদ্যবংশীয়দিগের রাজত্ব হয়। তাঁহারা এ দেশে আসিয়া সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। "রাজার বাস হইলেই রাজ্যের উন্নতি" ক্রমে ক্রমে গৌড় রাজ্যের বঙ্গরাজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। যে দেশে যখন যে জাতীয় লোক রাজা হয়, তখন সে দেশে তজ্জাতীয় লোকের বাহুল্য থাকে এবং তদ্দেশে তজ্জাতীয় লোকের উন্নতির ও গৌর-বের বৃদ্ধি হয়। *এ দেশে বৈদ্য জাতির রাজধানী থাকাতে

* কেহ কেহ বলেন, বল্লালসেন কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। কায়-স্থেরা শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয় জাতি এবং তাহাদের যজ্ঞসূত্রধারণের অধিকার আছে ইত্যাদি; বল্লালসেন যদি কায়স্থজাতীয় হইতেন তবে ঐ সেন বংশীয় রাজাদিগের সময় হইতে কায়স্থদিগের অভ্যু-

ক্রমে ক্রমে বৈদ্য জাতির সংখ্যার বৃদ্ধি ও গৌরবের বৃদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এ দেশে বৈদ্য জাতির বাহুল্য দেখা যায়। এ দেশে বৈদ্যবংশীয় সেনরাজাদিগের রাজত্ব এবং তৎপরেও অনেক বৈদ্যের অভ্যুদয় হওয়াতে ইহাকে বৈদ্য প্রধান দেশ বা বৈদ্য দেশ বলা যাইত। এ দেশে সে সময়ে প্রবলপরাক্রম ক্ষত্রিয় ছিল না, অতএব ব্রাহ্মণ জাতির পরেই বৈদ্য জাতি মান, সম্ভ্রম, বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে উৎ-

ন্নত হইতে থাকিত। হিন্দুরাজাদিগের রাজত্ব লোপ অবধি কায়স্থদিগের অভ্যুদয় হইতেছে। কোন হিন্দুরাজার রাজত্ব সময়ে কায়স্থদিগের ঈদৃশ অভ্যুদয় ছিল না। যে যে স্থানে সেন বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল, সেই সেই স্থানে বৈদ্যজাতিরই আধিক্য ও সম্মান বাহুল্য ছিল; সেই সেই স্থানে অদ্য পর্য্যন্তও কায়স্থগণ অত্যাচারী হয় নাই। সেন বংশীয় রাজাদিগের সমকালীন কায়স্থাবস্থা স্মরণ করিলে কোন মতেই ইহাদিগকে আর্য্যজাতি বলিয়া বোধ হয় না।

অপিচ। সেন বংশীয় রাজারা যদি কায়স্থ ছিলেন এবং কায়স্থদিগের যদি যজ্ঞোপবীতের অধিকার থাকিত তবে যে সময়ে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের আনয়ন করেন, সে সময়েই কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত পরিগৃহীত হইত, এবং ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিল তাহাদেরও যজ্ঞসূত্র থাকিত এবং তাহাদের সন্তানগণ মধ্যেও তাহার প্রচার থাকিত।

কৃষ্ট ছিল, ধারাবাহিকক্রমে অদ্য পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া আসিতেছে।*

রাজা বল্লাল সেনের পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন, অতএব এ দেশে বৈদ্য জাতির বাহুল্য হয়, সেই বৈদ্য-দিগের ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল, এবং শূদ্র ভৃত্যের প্রয়োজন ছিল, অতএব কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারা এই ক্ষণে রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত † ঐ ব্রাহ্মণগণের সহিত

---

* বিস্তারিত সেন রাজাদিগের প্রকরণেও বৈদ্য বিবরণ উক্ত হইবে।

† এদেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে লেখা আছে, শ্যামল বর্ম্ম নামক কোন এক রাজার গৃহোপরি শকুন পক্ষী পড়িয়াছিল। রাজা ভারী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহার শান্তির নিমিত্ত শাকুন-সত্র (শকুনমাংসদ্বারা যজ্ঞ) করিতে শুনক, শাণ্ডিল্য বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, এই পঞ্চ গোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত মন্ত্র প্রভাবে শকুন ধৃত করিয়া তন্মাংস দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। রাজা সসন্তোষ হইয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পঞ্চ গ্রাম প্রদান করেন। ব্রাহ্মণেরা দেশে যাইয়া পশ্চাৎ সবন্ধু সভৃত্য সস্ত্রীক এখানে আগমন করেন। সে সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে বাৎস্যগোত্র কাশ্যপ গোত্রের বৈদিকেরাও এখানে আগমন করেন। রাজা ঐ সপ্ত গোত্র সপ্ত বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের বসতির জন্য সপ্ত গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা "অতর্জয়ারি গোড়ারি কোটালিপাড় এবং আখরা প্যানকুণ্ডশ্চ" ইত্যাদি। অতর্জ্জয়ারি গ্রাম মুরসিদাবাদ যাইতে পথিমধ্যে তন্নিকটস্থ ছিল। গোড়ারি গ্রাম বিক্রম পুরের

পঞ্চ জন ভৃত্যেরও সমাগমন হয়, এই ক্ষণে ঐ পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণ ও পঞ্চভৃত্যের বংশবৃদ্ধি হইয়া এতদ্দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। বৈদ্যরাজাদিগের এবং ব্রাহ্মণ ও শূদ্র-দিগের অন্যান্য যে সকল জাতীয় লোকের প্রয়োজন ছিল। যথা—নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক্, পর্ণকার, মালাকার, স্বর্ণকার, রজক ইত্যাদি ঐ সমস্ত জাতিই এ দেশে আছে, এবং ঐ সকল জাতির মধ্যে বল্লালি নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। বৈদ্যরাজাদিগের সময়ে এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না।

অন্তর্গত ভোজেশ্বরের নিকট। কোটালিপাড় বাকরগঞ্জের অধীন বিক্রম পুরের দক্ষিণ। আথরা গ্রাম ফরিদপুরের অধীন, নওয়া বাড়ী কায়নিয়ার পশ্চিম। পান কুণ্ড মাণিকগঞ্জের অধীন, ঝাউ-কান্দার উত্তর। মরীচি গ্রাম সামন্তসার নামে খ্যাত। নবদ্বীপ স্বনাম প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপে ভরদ্বাজ গোত্র বৈদিকদিগের আদিম বাস। তদ্বংশে জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেব। ঐ ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা শকুন ধরিয়াছিলেন, এবং বৈদিক ক্রিয়ার জন্যে এদেশে আসিয়াছিলেন অতএব তাঁহারা বৈদিক নামে প্রসিদ্ধ অদ্য পর্য্যন্তও এদেশে এই প্রথার প্রচলন আছে যে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই বরণীয় হইয়া থাকেন। ইঁহারা বৈদ্য বংশীয় রাজাদিগের সমকালীন আসিয়াছিলেন, কি পূর্ব্বে আসিয়া-ছিলেন, কি পরে আসিয়াছিলেন, ইত্যাদি বিষয়ের সুবিস্তার রূপে পুনঃ সমালোচন এই গ্রন্থেরই অন্যতর খণ্ডে অবসর ক্রমে করিব।

সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির এ দেশে সমাগম হয় নাই, অতএব ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে কোন প্রকারে বল্লাল কৃত নিয়মও দেখা যায় না। বল্লালসেন যদি ক্ষত্রিয় জাতি হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই এদেশে তৎসমকালীন ক্ষত্রিয়জাতির বাহুল্য থাকিত, এবং তাঁহাদের মধ্যে বল্লালকৃত নিয়মেরও প্রচলন থাকিত। এই ক্ষণে এ দেশে যে সকল ক্ষত্রিয় দেখা যায়, ইহারা সেনবংশীয় বৈদ্য-রাজত্বের অনেক পরে এখানে আসিয়াছেন, এবং তোড়ন মল্লকৃত * কৌলীন্য নিয়ম ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

সারস্বত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের পুরোহিত হইতে পারেন নাই, অদ্যাপিও পারেন না। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যেমন কপ্পূর, খান্না, মেহেড়া, টন্নন, সেট, মেহারা, তাড়োয়ার, সেট্‌তাড়োয়ার, বুঁচিয়াতাড়ে ওয়াট, মল, সেহাই বাহেল, মাহেতা, বহোড়া, ধূঁইধা, ধাওন, বুধুয়ান, মৌনি, চোবড়া, কঙ্গড়, সেটঢক্কন ইত্যাদি ‡ সকল উপাধি ও শ্রেণী

*তোড়নমল্লের আদিম নিবাস স্থান মুলতানে ছিল। পরে তিনি কিয়ৎকাল দিল্লীশ্বরের মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

† পূর্ব্বকালে পরমপবিত্র সরস্বতী নদীতটে যাঁহারা তপস্যা হোমাদি করিতেন এবং বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে সারস্বত ব্রাহ্মণ কহে।

‡ কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহাদিগের মধ্যেও অবশ্য এই সকল উপাধি থাকিত এবং ক্ষত্রিয়দিগের যে সকল গোত্র প্রবর

বিভাগ আছে, তেমন তাঁহাদিগের পুরোহিত সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও মিশ্র, তিক্কা, ঝিঙ্গরণ, কালিয়া, মানিয়া, পাধা, কপ্পুর, গোসাঁই ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ ও উপাধি আছে। সেনরাজাদিগের সময়ে ঐ সকল সারস্বত ব্রাহ্মণও এ দেশে ছিলেন না। সেনরাজাদিগের পরে ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে আসিয়াছেন। পরে সারস্বত ব্রাহ্মণগণও এ দেশে আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যেও বল্লালের নিয়ম প্রচলন নাই। যাহা হউক পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ বশতঃ এ দেশে পূর্ব্বকাল অবধি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বাস ছিল না।

"মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্যের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে" এ কথা সত্য। এই ক্ষণে আর মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্য জাতি প্রায় নাই; থাকিলেও তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ রূপে বিভক্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্বর্ণ আদিম মূল জাতি। ঐ চতুর্বর্ণ হইতে সমুদায় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে পরস্পর সমান বর্ণ দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য দ্বারা বৈশ্যাতে, শূদ্র দ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা স্ব স্ব পিতৃ মাতৃজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা পরস্পর অসমান বর্ণদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা পিতৃ মাতৃ জাতি হইতে পৃথক্

আছে, কায়স্থদিগের মধ্যেও সেই সকল গোত্র প্রবর থাকিত। ক্ষত্রিয়দিগের গোত্র প্রবরের সহিত কায়স্থদিগের গোত্র প্রবরের ঐক্য নাই।

অন্য অন্য জাতিবিশেষ হইয়াছে, যথা—ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, শূদ্রাতে পারশব, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে মাহিষ্য, শূদ্রাতে উগ্র, বৈশ্য দ্বারা শূদ্রাতে করণ (কায়স্থ) ইত্যাদি জন্মিয়াছে। ঐ সকল জাতিকে অনুলোমজ জাতি কহে। পরস্পর বিভিন্নজাতি দ্বারা ব্যতিক্রমে অন্য প্রকার জাতি বিশেষেরও উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাদিগকে প্রতিলোমজ জাতি কহে। যথা শূদ্র দ্বারা ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্তা, বৈশ্যাতে আয়োগব, ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্রাহ্মণীতে সূত, বৈশ্য দ্বারা ব্রাহ্মণীতে বৈদেহ, ক্ষত্রিয়াতে মাগধ, এই সকল জাতি জন্মিয়াছে।

এই যে সমান বর্ণজাত ও অসমান বর্ণজাত জাতি সমুদায়ের কথার উল্লেখ হইল, তন্মধ্যে সমান বর্ণজাত জাতি অপেক্ষা অসমান বর্ণজাত জাতির সঙ্খ্যা সম্ভবতঃ অল্পই হইতে পারে। যেহেতু পূর্ব্বতন লোকেরা যদিচ সমান অসমান সমুদায় জাতিতে বিবাহ করিতেন কিন্তু তথাপি এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সমান জাতিতে যত বিবাহ হইত, অসমান জাতিতে তত বিবাহ হইত না। যে হেতু প্রাচীন ধর্ম্মপ্রচারকেরা অসমান জাতি বিবাহ অপেক্ষা সমান জাতি বিবাহের প্রশস্তত্ব পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং অসমান জাতি বিবাহ অপ্রশস্ত বলিয়াছেন। যথা—

"উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।"

মনুঃ।

দ্বিজাতিরা সমানবর্ণা লক্ষণান্বিতা ভার্য্যা বিবাহ করিবেন

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ।"

নারদসংহিতা।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ইহাদের বিবাহে সজাতীয়া ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা. এবং স্ত্রীদিগেরও সজাতীয় পতিই শ্রেষ্ঠ।

"ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মঃ প্রথমকল্পিকঃ।"

ইতি যমবচনম্।

সকল জাতীয় পুরুষেরই সজাতি হইতে ভার্য্যা গ্রহণ প্রথম কল্পিক ধর্ম্ম।

"ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ।"

ইতি পৈঠীনসিবচনম্।

সকলেরই সজাতীয়া ভার্য্যা শ্রেষ্ঠা।

মনু আরও বলিয়াছেন।—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥"

দ্বিজাতিদিগের দারকর্ম্মেতে সবর্ণা ভার্য্যাই প্রশস্তা। যাহারা কামতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ক্রমেতে নীচজাতীয়া কন্যাও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহা অপ্রশস্ত।

ধর্ম্মপ্রণেতারা সকলেই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সবর্ণা ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা, সুতরাং অসবর্ণা ভার্য্যা প্রশস্তা নহে। যাঁহারা অসবর্ণা ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা তৎকার্য্যে কামতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, অসবর্ণ বিবাহ পূর্ব্বকালেও সাধুসমাজে প্রশংসনীয় ছিল না।

পূর্ব্বতন লোকেরা বর্ত্তমান কালের লোকের ন্যায় নিতান্ত লম্পট ছিলেন না, বা প্রায় সচরাচর অপ্রশস্ত কার্য্য করিতেন না। তাঁহারা বিশেষ কোন কারণে বাধ্য হইয়া কদাচিৎ অপ্রশস্ত কার্য্য করিতেন। ইহা দ্বারা নিশ্চয় বোধ হয়, পুরাকালে সজাতীয় বিবাহের যত বাহুল্য ছিল, অসমানজাতি বিবাহের তত বাহুল্য ছিল না। অনেকেই সজাতি বিবাহ করিতেন, কদাচিৎ কেহ কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া অসমানজাতীয় বিবাহ করিতেন সুতরাং সজাতি জাত সন্তানই অধিক পরিমাণে হইত, অসমানজাতি জাত সন্তান অল্প হইত। এতাবতা এই স্থির হইতেছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই আদিম মূল জাতীয় লোক সংখ্যার যত বৃদ্ধি হইয়াছে, মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ মাহিষ্য প্রভৃতি অনাদি জাতীয় লোক সংখ্যার তত বৃদ্ধি হইতে পারে নাই।

পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়ের লোক সংখ্যা অপেক্ষা মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, করণ প্রভৃতি জাতির সংখ্যা স্বভাবতই লঘীয়সী ছিল,। মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতিরা স্বস্ব মাতৃজাতিতে লীন হওয়াতে তত্তজ্জাতিতে ব্যপদিষ্ট হইয়াছে।

উশনঃসংহিতাতে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে সুবর্ণ ১ ভিষক্ ২ নৃপ ৩ এই তিন প্রকার পুত্র জন্মিয়াছিল।

তদ্ যথা।

"বিধিনা ব্রাহ্মণাৎ প্রাপ্ত-নৃপায়ান্তু সমন্ত্রকঃ।
জাতঃ সুবর্ণ ইত্যুক্তঃ সোঽনুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ॥
ক্ষত্রবর্ণক্রিয়াং কুর্ব্বন্ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্।

অশ্বং রথং হস্তিনং বা বাহয়েদ্বা নৃপাজ্ঞয়া ॥
সৈনাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুর্য্যাজ্জীবেত্তু বৃত্তিষু ॥
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ যো জাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ ॥
অভিষিক্তনৃপস্যাজ্ঞাং পরিপাল্য তু বৈদ্যকম্।
আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ ॥
জ্যোতিষং গণিতং বাপি কায়িকীং বৃত্তিমাচরেৎ।
নৃপায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নৃপ ইতি স্মৃতঃ ॥”

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়াতে সমন্ত্রক যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম সুবর্ণ। ইহার ক্ষত্র বর্ণোচিত কর্ম্ম, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার। সুবর্ণ জাতি রাজার আজ্ঞাক্রমে অশ্ব রথ হস্তির বহন করাইবে এবং সেনাপতিত্ব ভৈষজ্য ইহার বৃত্তি। ইহাদের ক্ষত্রবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত ইহাদিগকে সুবর্ণক্ষত্রিয় বলে। সুবর্ণ-ক্ষত্রিয়ের অপভ্রংশ শব্দ সোণ ক্ষত্রিয়, অদ্যাপি সোণ ক্ষত্রিয় নামক এক প্রকার ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ পশ্চিম দেশে বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে চৌর্য্যক্রমে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার নাম ভিষক্। ইহারও ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার। অভিষিক্ত রাজার আজ্ঞা প্রতি-পালন করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, এবং কায়িক বৃত্তির অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রি-য়াতে বিধিপূর্ব্বক অমন্ত্রক যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার নাম নৃপ। ইহারও ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত উক্ত তিন প্রকার পুত্রকেই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় মূর্দ্ধাবসিক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তদ্ যথা।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, শূদ্রাতে নিষাদ জাতি জন্মিয়াছে।

উল্লিখিত অনুলোমজ সন্তানগণের মাতৃবৎ ব্যবহার হেতু মিতাক্ষরাকার উহাদিগকে মাতৃবর্ণে ব্যপদিষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। যথা—

"তত্র ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, বৈশ্যায়াং
জাতো বৈশ্য এব, শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্রএব ভবতি॥"

দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তানগণের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা ক্ষত্রিয়ই হইবে। যাহারা বৈশ্যা গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা বৈশ্যই হইবে। যাহারা শূদ্রা গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা শূদ্রই হইবে।

ব্যাস বলিয়াছেন।

"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যাবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রেভ্যঃ শূদ্রবিন্নাসু শূদ্রবৎ॥"

ব্রাহ্মণদ্বারা বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে যাহার জন্ম, তাহার ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহার। ব্রাহ্মণদ্বারা বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে যাহার জন্ম, তাহার ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দ্বারা বিবাহিতা বৈশ্যাতে যাহার জন্ম, তাহার বৈশ্যবৎ ব্যবহার। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যাহার জন্ম,

তাহার শূদ্রবৎ ব্যবহার। ধর্ম্মপ্রণেতৃগণ কর্ত্তৃক এই সকল ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ব্ভজাত স্থবর্ণ ভিষক্ নৃপ, এই পৃথক্ পৃথক্ নামধেয় এক মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন আচার ব্যবহার করিয়া ক্ষত্রিয় মধ্যেই অতিদিষ্ট হইয়াছে, অতএব মহামহোপাধ্যায় অমরসিংহ স্বকৃত কোষে মূর্দ্ধাবসিক্ত ক্ষত্রিয় নৃপ ইত্যাদি এক পর্য্যায়ক শব্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা—

"মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট।
রাজ্ঞি রাট্ পার্থিবক্ষ্মাভৃংনৃপভূপমহীক্ষিতঃ॥"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ যুদ্ধদ্বারা ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়াছে, মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতিও পুনঃপুনঃ তৎসহচর হইয়াছিলেন। হস্তি অশ্ব রথ রক্ষা অস্ত্রধারণ সৈনাপত্য চিকিৎসা, এই সকল মূর্দ্ধাবসিক্তের ধর্ম্ম, সুতরাং যুদ্ধ সময়েই ইহাদের নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব অনুমিত হয়, প্রত্যেক যুদ্ধে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও অধিক মূর্দ্ধাভিষিক্তের বিনাশ হইয়াছে। পরস্পর ভিন্ন বর্ণদ্বয় দ্বারা উৎপত্তিহেতু আদিম মূলজাতি অপেক্ষা স্বভাবতই মূর্দ্ধাভিষিক্ত অল্পসংখ্যক। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহারাই কালকবলিত হইয়াছে, সুতরাং মূর্দ্ধাবসিক্তের সংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে: অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা এইক্ষণে ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিলীন হইয়াছে। এই নিমিত্তই ইদানীং মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতির নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির ন্যায় মাহিষ্যজাতিও জাত্যন্তরে পরিণত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয় আদিম

মূলজাতি। অনুলোমজ প্রতিলোমজ জাতি সংখ্যা অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা স্বভাবতই অধিকতমা থাকিবে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রাহ্মণের সংখ্যাবাহুল্য থাকা সম্ভব, যেহেতু পূজ্যতম ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজাতিদ্বারা রক্ষণীয়। যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণের ধ্বংস হয় নাই। বিশেষ ব্রাহ্মণেরা মিতাহারী মিতাচারী তপস্বী ছিলেন, তদ্বশতঃ ইহাদের প্রায় অকালমৃত্যু হয় নাই। প্রত্যুত আয়ুর বৃদ্ধিই হইয়াছে, অতএব নিশ্চয়ই সকলজাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণজাতির বাহুল্য থাকে।

ক্ষত্রিয়জাতি আদিমমূল জাতি হইলেও যুদ্ধবিগ্রহ বিলাসিতা প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস হইয়াছে। ক্ষত্রিয়জাতিতে যত অত্যাচার হইয়াছে, তদ্দ্বারা ক্ষত্রিয়সংখ্যা অত্যল্পমাত্র হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ বহুবিবাহরুচি ছিলেন, এবং ইঁহাদের মধ্যে রাক্ষস বিবাহের * প্রচলন ছিল। ক্ষত্রিয়জাতি অনেক ভিন্ন জাতীয় কন্যা বিবাহ করিতেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়দিগের বহুসন্তান জন্মিয়াছে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয়জাতিতে লীন হইয়াছে। অজ্ঞানতা বশতঃ বা কুসংস্কার বশতঃ অনেক বৈশ্যও ক্ষত্রিয়সংখ্যার পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছে †। এই সকল কারণ বশতঃ ক্ষত্রিয় সংখ্যা নিতান্ত লঘীয়সী হইতে পারে নাই।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র অপেক্ষা পূর্ব্বকালাবধি স্বভাবতই বৈশ্য

* বলপূর্ব্বক কন্যা অপহরণ করিয়া বিবাহ।

† ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বৈশ্যদিগকে বেণে ক্ষত্রিয় কহে।

অল্প ছিল। * বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তাদৃশ বহু বিবাহ-রুচি ছিল না বিশেষতঃ কতকগুলি লোকের অনভিজ্ঞতা বশতঃ কতকগুলি বৈশ্য ক্ষত্রিয়জাতিতে অতিদিষ্ট হইতেছে সুতরাং বৈশ্যের সংখ্যা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষা অল্প।

শূদ্রজাতিও আদিম মূলজাতি। ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা শূদ্র সংখ্যার আধিক্য থাকার সম্ভব †। শূদ্রেরা এইক্ষণে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন। মুটে, মজুর, দাঁড়ি, মাঝি, ভাণ্ডারি প্যাদা, প্রভৃতি সকলেই এইক্ষণে কায়স্থ হইয়াছে, কিন্তু অনেক রায়, সিংহ, মজুমদার সরকার চৌধুরি, মুনসী, জমিদার, বাবু প্রভৃতিরও পিতা পিতামহাদি শূদ্র ছিলেন। এমন কি কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, এই যে পাঁচ জন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও তৎকালীন এ দেশে আসিয়া শূদ্র বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকালিক গ্রন্থে এবং কুলজী গ্রন্থে ‡ তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া উক্ত করিয়াছে, তদ্বংশীয়েরা কিছুকাল শূদ্র থাকিয়া পরে কায়স্থ হইয়াছিলেন, এইক্ষণে অনেকে ক্ষত্রিয় হইতেছেন।

---

* পূর্ব্ব কালে সত্ত্বাদিগুণের অন্যতম সংমিশ্র গুণদ্বয়াবলম্বী মনুষ্যগণ বৈশ্য হইয়া ছিলেন, অতএব বৈশ্যসংখ্যা অল্প ছিল।

† শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি সকলের সেবক ছিল, অতএব অনেক শূদ্রের প্রয়োজনহেতু স্বভাবতই শূদ্রসংখ্যার বাহুল্য ছিল।

‡ এই পুস্তকের অন্যতম খণ্ডে প্রমাণের সহিত ইহার সুবিস্তার সমালোচন হইবে।

অনেকের সংস্কার আছে, শূদ্র ও কায়স্থ অভিন্নজাতি, অতএব তাহারা কদাচিৎ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, কদাচিৎ শূদ্র বলিয়াও পরিচয় দেয়। তাদৃশ সংস্কার কায়স্থ শূদ্রদিগের স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশেষরূপে বদ্ধমূল আছে। তাহারা নিঃসন্দেহ চিত্তে মুক্তকণ্ঠে "শূদ্রাণী, (শূদ্রা) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। শূদ্রেরা এইক্ষণে কায়স্থ হওয়াতে ক্রমে শূদ্রের সংখ্যা অল্পা হইতেছে। অনেকে বলেন ' নবশাখ জাতিরা শূদ্র, আর সকলে কায়স্থ। এই কাল্পনিক কথা যে ভ্রম-পরিপূর্ণা তাহা দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ হইবে।

আদিম মূলজাতি অপেক্ষা অনুলোমজ প্রতিলোমজ-জাতির সংখ্যা হীনা। তন্মধ্যে অনুলোমজ জাতি অপেক্ষাও প্রতিলোমজ জাতির সংখ্যা হীনতরা। তাহার কারণ এই, কামতঃ প্রবৃত্তদিগের অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহের বিধান অপ্রশস্তরূপে শাস্ত্রে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহের বিধান কোন শাস্ত্রে নাই বরং অনেক স্থানে প্রতিলোম বিবাহের নিষেধ বা নিন্দাই শুনা যায়। যথা—

" ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।" ব্যাসঃ।

কোন দ্বিজ শূদ্রা বিবাহ করিবে না এবং নীচ জাতীয় পুরুষেরা উচ্চজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিবে না।

অতএব মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥"

শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক, বৈশ্যের শূদ্রা ও বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণের শূদ্রা বৈশ্যা

ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ভার্য্যা হইতে পারিবেক। ইহার তাৎপর্য্য এই, উত্তম বর্ণেরা অধম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, অধমেরা উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না।

"ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু।"

নারদসংহিতা।

ব্রাহ্মণের অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা, এই তিন স্ত্রী হইতে পারে।

"দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা।
বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী জ্ঞেয়াবেকোঽন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ॥"

নারদ সংহিতা।

ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা শূদ্রা এই অন্যা দুই ভার্য্যা হইতে পারে। বৈশ্যের শূদ্রা, এই অন্যা এক ভার্য্যা হইতে পারে। বৈশ্যার ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই অন্য দুই পতি হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ার ব্রাহ্মণ, এই একমাত্র অন্য পতি হইতে পারে।

প্রতিলোম বিবাহ নিষেধ হেতু শাস্ত্রকারেরা প্রতিলোমজ সন্তানগণকে আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়াছেন। যথা—

"অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগর্হিতাঃ।"

বিষ্ণু সংহিতা।

অনুলোমজ সন্তানেরা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে, প্রতিলোমজ সন্তানেরা আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত হইবে।

অনুলোমজ সন্তান অপেক্ষা প্রতিলোমজ সন্তান নিন্দনীয়, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুলোমজ সন্তানের বর্ণসংকরত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল প্রতিলোমজ সন্তানের বর্ণসঙ্করত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যথা

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্ জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রতিলোম্যেন যজ্ জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥"

নারদসংহিতা।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অনুলোম ক্রমে যে জন্ম হয়, তাহাই বিধি বলিয়া পরিগণিত, প্রতিলোম ক্রমে যে জন্ম তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে। এই প্রমাণানুসারে মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনুলোমজ সন্তানগণের বর্ণসঙ্করতা নাই। যাহারা প্রতিলোমজ সন্তান তাহারাই বর্ণসঙ্কর।

"অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধম স্মৃতঃ।"

ব্যাসসংহিতা।

নীচ জাতীয় পুরুষ হইতে উত্তম জাতীয়া স্ত্রীতে যাহাদের জন্ম হয়, তাহারা শূদ্রেরও অধম। এই সকল নিন্দা শ্রুতি দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত নহে। অতএব অনুলোমজ জাতি অপেক্ষা প্রতিলোমজ জাতির সংখ্যা অল্পতরা, সুতরাং সূত মাগধ বৈদেহ প্রভৃতি জাতির বাহুল্য ছিল না। এইক্ষণে ঐ সকল প্রতিলোমজ জাতির অনেকগুলির লোপ হইয়াছে, কতকগুলি ভিন্ন জাতিতে লীন হইয়াছে।

অনুলোমজ জাতির মধ্যে ইদানীং কায়স্থ জাতির অতিবিস্তীর্ণতা দেখা যায়, এমন কি ব্রাহ্মণ সংখ্যা অপেক্ষাও কায়স্থ সংখ্যা ভূয়িষ্ঠা। কিন্তু সম্ভবতঃ আদিম মূল জাতি অপেক্ষা বিশেষ ব্রাহ্মণ জাতি অপেক্ষা অনুলোমজ জাতির সংখ্যা কোন ক্রমেই অধিক হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষ কায়স্থজাতি বৈশ্য হইতে

শূদ্রাগর্ভসমুৎপন্না, দ্বিজাতিদিগের শূদ্রা বিবাহ নিতান্ত গর্হিত। যথা—

ব্যাসসংহিতায়াম্।

ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।”

দ্বিজাতিরা শূদ্রা বিবাহ করিবে না এবং অধম বর্ণ উত্তম বর্ণজা কন্যা বিবাহ করিবে না।'

“আপদ্যপি ন কর্ত্তব্যা শূদ্রা ভার্য্যা দ্বিজাতিনা।”

ইতি শঙ্খঃ।

দ্বিজাতিরা আপৎকালেও শূদ্রা ভার্য্যা করিবেন না।

“তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শূদ্রভার্য্যাং বিবর্জ্জয়েৎ।”

শঙ্খসংহিতা।

দ্বিজাতিরা যত্নপূর্ব্বক শূদ্রভার্য্যা পরিত্যাগ করিবে। এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে অনুমিত হয়, দ্বিজাতিদিগের মধ্যে অনুলোম দ্বিজাতি বিবাহের যত বাহুল্য ছিল, শূদ্রা বিবাহের তত বাহুল্য ছিল না, অতএব দ্বিজাতি হইতে শূদ্রাগর্ভজাত পারশব, উগ্র, করণ (কায়স্থ) জাতিরও বাহুল্য ছিল না। অদ্যাপি দেখা যায়, পারশব ও উগ্রজাতির অল্পতা রহিয়াছে। সাহায্য বশতঃ কায়স্থ জাতিরও অল্পতাই সম্ভবনীয়া। কিন্তু এই ক্ষণে তাহার বিপরীত দেখা যায়। এদেশে কায়স্থের সংখ্যা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাও অধিকতরা। ইহার কারণ এই, ইদানীং অনেক জাতি কায়স্থ জাতিতে পরিণতা হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই ক্ষণে শূদ্র সংখ্যার ক্রমে লাঘব হইতেছে। সকলেই কায়স্থ হইয়াছে। পিতা পিতামহ প্রভৃতি শূদ্র ছিলেন,

পুত্র কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া চর্ম্মপাছুকা পদলগ্ন করিতে পারিলেই প্রধান এক কায়স্থ হইলেন। তাঁহার আর ছোট শূদ্রের সহিত আহার ব্যবহার থাকিল না; এমন কি দ্বিজাতি অম্বষ্ঠের অন্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন; অর্থের বলাবল অনুসারে প্রথম দাস, পরে সরকার, পরে ঘোষ বা বসু হইলেন। এই প্রকারে কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কায়স্থ ও শূদ্র ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণ হওয়াতে এই ক্ষণে কে কায়স্থ, কে শূদ্র, ইহার নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা যায় না। এই ক্ষণে যদি কোন কোন কায়স্থকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি যথার্থ কায়স্থ কি শূদ্র? তবে অনেকে নিঃসন্দেহরূপে স্বীয়জাতির নিরূপণ পূর্ব্বক উত্তর দিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান কালে কায়স্থ ও শূদ্রের পরস্পর বিভাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। দেখা যায়, কোন ব্যক্তি থানাতে বা কোন আদালতে প্যাদা গিরি চাকরি করিতেন, অতএব লোকে তাঁহাকে সিংহ বলিত। এই ক্ষণে তাহার সন্তানেরা সিংহ উপাধি মৌলিক কায়েত হইয়াছেন। অনেক সিকদার সরকার হইয়াছেন। অনেক মাঝি, ছৈয়াল (ঘরামি) সরকার হইতেছেন। পল্লীগ্রামে স্বদেশে অনেকে ব্রাহ্মণের বা বৈদ্যের অথবা কায়স্থের ভৃত্য (নফর) বিদেশে তাহাদের পুত্রেরা গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে অথবা কোন ধনিব্যক্তির সমীপে কর্ম্ম করিয়া ভদ্র কায়স্থগণের সংসর্গদ্বারা কায়স্থ হইতেছেন। এই প্রকারে প্রকৃত শূদ্রের সংখ্যার ন্যূন হইয়া কায়স্থের সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে।

কায়স্থ সংখ্যার বৃদ্ধির আরও কারণ দেখা যায়। লোকে কথায় বলে 'জাত হারালে কায়েত" অনেক ভিন্ন জাতীয় লোক আসিয়া কায়স্থ শ্রেণী ভুক্ত হইতেছে। অনেক তাঁতি ধনী হইয়া কায়স্থ হইয়াছেন। অনেক কৈবর্ত্ত দাস হালুয়া দাস কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। অনেক দাসীপুত্র (চাকরাণীর পুত্র) প্রভুর অনুগ্রহে কায়েত। পশ্চিম দেশ হইতে অনেক তামলী প্রভৃতি এদেশে আসিয়া কায়স্থ হইয়াছে। সদ্‌গোপ চাসা ধোপা প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক স্বদেশ ও স্বীয় সমাজ হইতে বহির্গত হইয়া কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। যাহার বংশের আদি অন্ত বা কোন প্রকার নিশ্চয়াবধারণ না হয়, অগত্যা তাহারা পরিশেষে কায়স্থ হইয়া পড়ে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অনেক কায়স্থের আদি বাস স্থানের নিরূপণ অথবা পূর্ব্ব পুরুষের নিরূপণ পাওয়া যায় না। অনেক কায়স্থের জ্ঞাতি বা পূর্ব্ব পুরুষীয় কুটুম্ব দেখা যায় না। ইদানীং "জাত বৈষ্ণব" ও "কায়স্থ" এই দুটি শব্দ পতিতপাবন। যাহাদের কোন প্রকারে জাতির নিশ্চয় হইল না, তাহাদের হীনাবস্থা থাকিলে জাত বৈষ্ণব, উন্নতাবস্থা থাকিলে কায়স্থ আখ্যান হয়। এই সকল কারণে কায়স্থ সংখ্যার অতিশয় বৃদ্ধি দেখা যায়। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, এদেশে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় দ্বাদশ লক্ষ, ব্রাহ্মণের সংখ্যা কায়স্থ সংখ্যা অপেক্ষা ৬০৩৭৩ ন্যূন হইয়াছে।

বেহার প্রদেশে গোয়ালার সংখ্যাধিক্য। এদেশে যেমন "জাত হারালে কায়েত" বেহার অঞ্চলে তেমন "জাত

হারালে গোয়ালা" সেই দেশে নীচ শ্রেণীর মধ্যে গোয়ালাজাতি আদরণীয়, অতএব নিকৃষ্ট জাতীয় লোকেরাও গোয়ালা বলিয়া পরিচয় দেয়। তদ্দেশে গোয়ালার সংখ্যা ২৩০৭৪০৬ কিন্তু আদিম মূল জাতি ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১০১৩৬৭৬ ইহার অধিক হইবে না।

বর্ণসঙ্কর কৈবর্ত্ত দাস ও চণ্ডালের সংখ্যাও অধিক দেখা যায়। কৈবর্ত্তের সংখ্যা ২০,৬৪,৩৯৪ চণ্ডালের সংখ্যা ১৬২০৫৪৫ বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতীয় লোক ঐ সকল জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়াতে সংখ্যার বাহুল্য হইয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর নিষাদজাতি প্রভৃতির বিরল প্রচার দেখা যায়।

"এখানে বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা প্রকৃত অম্বষ্ঠ কি না, তাহার সন্দেহভঞ্জক বিশিষ্ট প্রমাণ কিছু নাই "ইত্যাদি উক্তি সকল নিতান্ত হাস্য জনক। গগনমণ্ডলে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশক সহস্রকিরণ উদিত হন। তিনি প্রকৃত সূর্য্য কি না, এই সন্দেহ করিয়া যিনি বিশিষ্ট প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে পারেন, তিনিই বৈদ্যেরা প্রকৃত অম্বষ্ঠ কি না, এই সন্দেহ করিয়া বিশিষ্ট প্রমাণের অনুসন্ধিৎসু হইতে পারেন।

মনু লিখিয়াছেন, "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" উশনা লিখিয়াছেন। "চিকিৎসাশস্ত্রজীবকঃ" অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা বৃত্তি। চিকিৎসক জাতিকেই বৈদ্য জাতি কহে। অতএব অমর সিংহ লিখিয়াছেন "ভিষগ্ বৈদ্যৌ চিকিৎসকে" বৈদ্য জাতিই অম্বষ্ঠজাতি, এতদ্বিষয়ক নানাশাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল

রাধাকান্তদেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"জননীতো জন্মুলব্ধা যজ্ জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
অথ রুক্‌প্রতিকারিত্বাদ্ ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ ॥
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ।"

জননী হইতে জন্ম লাভ করিয়া তাহাদের বেদ সংস্কার হইয়াছিল, অতএব তাহারা অম্বষ্ঠ, দ্বিজ, এবং বৈদ্য নামে খ্যাত। তাহারা রোগের প্রতিকার করিত, অতএব তাহাদের নাম ভিষক্। সত্যকালে এবং ত্রেতাকালে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের তুল্য ছিল, দ্বাপরকালে ক্ষত্রিয়ের তুল্য ছিল, "কলিতে তাহারা বৈশ্যের তুল্য।

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা হ্যম্বষ্ঠা মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥

পরাশরঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম, ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত মুনিরা ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

"বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।"

অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের পুত্র, ইঁহাদের বেদ সংস্কারে জন্ম অতএব বৈদ্য কহে।

"ব্রহ্মা মুর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্ ॥'

হারীতঃ।

ব্রাহ্মণ, মুর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পাঁচ

দ্বিজশব্দবাচ্য। ইহাদের যথাপূর্ব্ব গৌরব জানিবে।

"তস্মাৎ ক্ষত্রবিশোস্তুল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ।

কুলপঞ্জিকা।

ক্ষত্রিয় বৈশ্যের তুল্য বৈদ্যেরাও শূদ্রদিগের পূজিতঃ।

"অম্বষ্ঠেষ্বমৃতাচার্য্যঃ খ্যাতোহভূদ্ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধবিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং স বৈদ্যস্য তু মানসীম্॥
উপযেমে মহৌজাশ্চ চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ।
অথ তস্য বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ॥
সেনোদাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজসোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
সন্তানা বহবস্তেষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকাঃ।
কুলানুরূপতস্তেষাং জাতাঃ পদ্ধতয়োহপ্যমূঃ॥
তেষাং প্রশংসা নিন্দা চ বভূব স্বেন কর্ম্মণা॥"

কুলপঞ্জিকোদ্ধৃতব্যাসবচনম্।

অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে অমৃতাচার্য্য নামক একজন ত্রিভুবন-বিখ্যাত ছিলেন। তিনি চিকিৎসক বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন। সেই মহৌজা পুরুষ স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সিদ্ধবিদ্যা-নাম্নী মানসী কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার বর প্রভাবে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র, রক্ষিত, এই সকল সন্তানেরা সুচিকিৎসক হইয়া বৈদ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল। ইহাদের কুলানুরূপ পদ্ধতি এবং স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা প্রশংসা ও নিন্দা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বৈদ্যজাতির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত

হওয়া যাইতেছে * এবং বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ কি না, সন্দেহ ভঞ্জন হইতেছে।

"পশ্চিমদেশে শাকলদীপী ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্য কহে" তাহাদিগের উৎপত্তি বিবরণ এবং চিকিৎসা বৃত্তির কারণ এই গ্রন্থের অন্যতম খণ্ডে কথিত হইবে। এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, তাহারা বৈদ্য জাতীয় নহে। পশ্চিমদেশে কতকগুলি অম্বষ্ঠ কায়েত আছে, তাহারা শাস্ত্রানুমোদিত অম্বষ্ঠ শব্দবাচ্য কি না, তাহাও কায়স্থ প্রকরণে কথিত হইবে।

"বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ ভিন্ন অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত বৈদ্যজাতি আর কোথাও নাই" এ কথা অদূরদর্শীরা বলিতে পারেন। কিন্তু বঙ্গদেশ ভিন্ন অনেক দেশেই বৈদ্যজাতি আছেন। যথা—

"দত্তানামাদ্যগোত্রাণাং দেশভেদেঽস্তি সন্ততিঃ।"

আদ্যগোত্র দত্তদিগের দেশ ভেদে সন্ততি আছে।

"এবমাত্রেয় গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ।"

আত্রেয় গোত্র দত্তও দেশান্তরে শ্রুত আছে।

"দেশ ভেদে হি বিদ্যন্তে তৎকরঃ সপ্তগোত্রকঃ।"

দেশ ভেদে করেরও সপ্ত গোত্র আছে।

"শ্রূয়ন্তে চ জামদগ্ন্যগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ।"

দেশান্তরে জামদগ্ন্য গোত্র ধর আছে, ইহা শ্রুত হওয়া যায়।

* বিস্তারিত বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণে কথিত হইবে

"কাঞ্চীশাদ্ বুয়িসেনস্য গোত্রাণ্যষ্টৌ ভবন্তি চ।"

কাঞ্চীশ দেশ হইতে বুয়িসেনের অষ্ট গোত্র হইয়াছে।

"নন্দ্যাদীনাং বরেন্দ্রেষু চতুর্ণাং প্রবরাশ্চ যে।'

বরেন্দ্র ভূমিতে নন্দি প্রভৃতির চারি প্রবর আছে।

"অষ্টৌ সেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেষ্বপি বসন্ত্যমী।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধ তয়োঽপি চ॥
কেচিজ্ জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টা দেশান্তরেষ্বপি॥"

সেন আদি অষ্ট রাঢ়ে এবং বঙ্গে আছে, নন্দি প্রভৃতিরা মহারাষ্ট্রে আছে, এবং কেহ কেহ লুপ্তপদ্ধতি হইয়া দেশান্তরে বাস করেন। তাঁহারা কেবল বৈদ্যজাতি বলিয়া পরিখ্যাত।

"রাজা বিমলসেনোঽভূৎ সেনভূমিকৃতাশ্রয়ঃ।
স সেনভূমৌ বিখ্যাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥"

রাজা বিমলসেন সেনভূমিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিমল বংশীয় সেনদিগের সেই স্থান, অন্য স্থান নহে।

"পাত্রো দামোদরঃ সেনঃ পাত্রঃ শিখরভূপতেঃ।
অসৌ শিখরভূজাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥"

শিখর নামক ভূপতির দামোদর নামক পাত্র ছিল। সেই পাত্র দামোদর, সেন বংশীয়দিগের শিখর ভূমিই স্থান। কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদ্যদিগের নানাস্থলে স্থায়িত্বের কথার উল্লেখ আছে। এ স্থলে বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা গেল না, অম্বষ্ঠ প্রকরণে বিস্তারিত রূপে কথিত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যখন যে দেশে যজ্জাতীয় লোকের

রাজত্ব হয়, তখন সে দেশে তজ্জাতীয় লোকের বাহুল্য থাকে, গৌরবের বৃদ্ধি হয়, এবং প্রভুত্ব থাকে। এতদ্দেশে বৈদ্যজাতীয় বল্লালাদি সেন রাজাদিগের রাজত্ব হওয়াতে বৈদ্যজাতির বিশেষ গৌরব ছিল, প্রভুত্ব ছিল, সুতরাং বৈদ্যের বাহুল্য ছিল। অন্য অন্য দেশে বৈদ্যজাতীয় কেহ রাজা হন নাই, সুতরাং তত্তদ্দেশে বৈদ্যজাতির বিশেষ প্রভুত্ব ছিল না, বিধায় বৈদ্যজাতি বিখ্যাতা হইতে পারে নাই। যেমন কায়স্থজাতির শূদ্রবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত কায়স্থ শূদ্র একজাতি বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে, মুর্দ্ধাবসিক্ত জাতির ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার প্রযুক্ত তাহারা ক্ষত্রিয়জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তেমন ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রধান পশ্চিমদেশে বৈদ্যজাতির বৈশ্যবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত অনেকে বৈদ্যজাতিকে বৈশ্যজাতি মধ্যেই গণনা করিয়াছে। কিন্তু তত্তদ্দেশে বৈদ্যজাতির অভাব ছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কথিত আছে উজ্জয়নীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের সভায় ধন্বন্তরি নামক একজন বৈদ্য ছিলেন। যথা—

> "ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহ-শঙ্কু-
> বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
> খ্যাতো বরাহমিহরো নৃপতেঃ সভায়াং
> রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়জন রত্ন ছিলেন, যথা ধন্বন্তরি ১ ক্ষপণক ২ অমরসিংহ ৩ শঙ্কু ৪ বেতালভট্ট ৫ ঘটকর্পর ৬ কালিদাস ৭ বরাহমিহির ৮ বররুচি ৯।

পশ্চিম দেশে বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাখ্যা মধুকোষে বৈদ্যজাতীয় গ্রন্থকারগণের নাম উল্লেখ আছে। যথা—

"ভট্টার-জেজ্জড়-গদাধর-বাপ্পচন্দ্র-
শ্রীচক্রপাণি-বকুলেশ্বর-সেনভর্ব্বৈঃ।
ঈশান-কার্ত্তিক-সুকীর-সুধীর-বৈদ্যৈ
মৈত্রেয়-মাধবমুখৈর্লিখিতং বিচিন্ত্য॥"

ভট্টার, জেজ্জড়, গদাধর, বাপ্পচন্দ্র, চক্রপাণি, বকুল, ঈশ্বরসেন, ঈশান, কার্ত্তিক, সুকীর, সুধীর, মৈত্রেয়, মাধব প্রভৃতি বৈদ্যেরা চিন্তা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উপরে যে সকল গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম উল্লেখ করা গেল, তন্মধ্যে ভট্টার জেজ্জড় বাপ্পচন্দ্র সুকীর মৈত্রেয় পশ্চিমদেশীয় লোক ছিলেন, যে হেতু ভট্টার জেজ্জড় প্রভৃতি নাম এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত নাই।

"বৈদ্যজাতি বলিয়া কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই" একথা শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিরা বলিতে পারেন না। অনেক শাস্ত্রে বৈদ্য-জাতি বলিয়া উক্ত আছে। তদ্বিষয়ে আমরা প্রথম অন্য প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া বিপক্ষ পক্ষীয়েরা যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, আদৌ তাহারই উল্লেখ করিতেছি। যথা

"তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যাস্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ।
বিপ্রাৎ ক্ষত্রাদ্ যতোঽন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ স্মৃতাঃ॥
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥"

তপস্যা প্রভাবে পূর্ব্বকালীয় বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের সদৃশ

ছিলেন; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে ন্যূন হইয়া পরে ক্রিয়া দ্বারা বৈশ্য সদৃশ হইয়াছিলেন। দেশ বিশেষে জাত ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায় পুনঃপুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু দেশবিশেষ জাত বৈদ্য-জাতিও কলিতে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

উক্তবচনে "বৈদ্যজাতয়ঃ" (বৈদ্য জাতি) বলিয়া উক্ত আছে।

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥"
হারীতঃ।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পঞ্চ জাতিকে দ্বিজ কহে। ইহাদিগের যথাপূর্ব্ব গৌরব জানিবে। এ স্থলে বৈদ্যশব্দের অর্থ বৈদ্য জাতি, চিকিৎসক ব্যক্তি-মাত্র বৈদ্যশব্দ বাচ্য নহে।

"তস্মাৎ ক্ষত্রবিশোস্তুল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ।"

ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় বৈদ্যেরাও শূদ্রদিগের পূজিত। এ স্থলেও বৈদ্য শব্দের অর্থ বৈদ্য জাতি, চিকিৎসক ব্যক্তি-মাত্র নহে। যদি বৈদ্যশব্দের চিকিৎসক ব্যক্তিমাত্র অর্থ করা যায়, তবে যে সকল নীচ জাতীয় লোক ইদানীং চিকিৎসক হইয়াছে, তাহাদিগকেও শূদ্রেরা পূজা করিতে পারে।

সত্য বটে "এ দেশে যাহারা চিকিৎসা করে, তাহা-দিগকেই বৈদ্য কহে। কিন্তু তাহারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বৈদ্যবৃত্তি (চিকিৎসাবৃত্তি) অবলম্বন করি-য়াছে। শাস্ত্রানুসারে তাহারা বৈদ্য নহে। তাদৃশ বৈদ্য-

দিগের ঔষধ ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ইদানীং অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থবৃত্তি রাজসেবা অবলম্বন করিয়া খাসনবীশ, তহশিলদার, ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত কি তাঁহাদিগকে কায়স্থজাতি বলা যাইতে পারে?

অশ্বিনীকুমার হইতে বৈদ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে লিখিয়াছেন। তদ্বংশজাত সাপুড়িয়ারা (মালবৈদ্যেরা) বৈদ্য কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়, একথা যথার্থ কিন্তু উহারা অম্বষ্ঠ শব্দবাচ্য বৈদ্য নহে, বৈদ্য শব্দের অনেক অর্থ হইতে পারে, যথা বৈদ্য শব্দার্থ বাসকবৃক্ষ, বৈদ্য শব্দার্থ পণ্ডিত, বৈদ্য শব্দার্থ বেদজ্ঞ, বৈদ্য শব্দার্থ প্রধান বেদ, বৈদ্য শব্দার্থ অম্বষ্ঠ, বৈদ্যশব্দার্থ দৈবজ্ঞ, বৈদ্যশব্দার্থ ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া)। শব্দকল্পদ্রুমে অশ্বিনীকুমারদ্বারা যে বৈদ্যের উৎপত্তির কথা লেখা আছে, বোধ হয় তাঁহারাই পশ্চিম দেশে বৈদ্য শব্দ বাচ্য শাকল দীপী ব্রাহ্মণ *।

"এদেশে যাঁহারা বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠবৎ ব্যবহার কিছুই নাই" ইত্যাদি উক্তিও বহুদর্শিতার পরিচায়িকা নহে, মানকুড়, কড়ইধা, সাতসইকা, শ্রীখণ্ড, সপ্তগ্রাম, গৈরফা, কালনা, শান্তিপুর প্রদেশ, কাঁচড়াপাড়া, রাজনগর, জপ্সা, সোমড়া, সুয়াপুর, সাওগাও, ফুল্লশালী প্রভৃতি বৈদ্যপ্রধান অনেক স্থান

* এই পুস্তকের অন্যতম খণ্ডে তদ্বিবরণ বিস্তারিতরূপে কথিত হইবে।

আছে। তত্তদ্দেশায় বৈদ্যেরা শাস্ত্র সিদ্ধ অম্বষ্ঠবদ্ব্যবহারই করিতেছেন। বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লাল সেনের সহিত তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের কোন কারণ বশতঃ বিবাদ হইয়াছিল। সেই ঘটনাক্রমে পিতা পুত্র পরস্পর পৃথক্ হন। লক্ষ্মণ সেন রাঢ় দেশে আসিয়া বাস্তব্য করেন। বল্লাল সেন বঙ্গদেশে রামপাল নামক স্থানে অধিবাস করেন। অদ্যাপি তথায় বল্লাল সেনের বাটী বিখ্যাত আছে। ঐ বিবাদ উপলক্ষে বল্লাল সেনীয় সম্প্রদায় ও লক্ষ্মণ সেনীয় সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। তদবধি অদ্য পর্য্যন্তও রাঢ়দেশীয় বৈদ্যদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যদিগের বিবাহাদি হয় না। বল্লালসেনের মৃত্যুর পরে লক্ষ্মণসেন পূর্ব্বজাত ক্রোধ বশতঃ বল্লালপক্ষীয় কতকগুলি বৈদ্যের অপমান করেন এবং যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করেন। তৎকালীন রাজভয়ে চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ প্রভৃতি বারেন্দ্র ভূমি পার্শ্বেও অনেক বৈদ্য পলায়ন করেন। তৎপরে মহারাজ রাজবল্লভ কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় কান্যকুব্জ মিথিলা প্রভৃতি দেশ হইতে পণ্ডিতগণ আনয়ন করিয়া রাজা লক্ষ্মণসেন বিড়ম্বিত কতকগুলি বৈদ্যের পুনঃ সংস্কার করাইয়াছেন। এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকের শেষ খণ্ডে কথিত হইবে।

"লোকে প্রায় সচরাচরই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা কায়স্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে" "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ বলিলে প্রচলিত প্রথানুসারে আমাদের বঙ্গদেশে নূতন কথার ন্যায় শুনা যায়" ইত্যাদি সকল উক্তি কেবল কায়স্থ প্রধান দেশে সমুচিতা হইতে পারে, অন্য দেশে নহে।

যে দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন উৎকৃষ্ট জাতি নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? কিন্তু যে দেশে ক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতি আছে, সে দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈদ্য ভিন্ন কেহই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বলে না। বৈদ্য প্রধান দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্যই বলিয়া থাকে। সেই সকল দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বলিলে নূতন কথার ন্যায় শুনা যায়। অনেকের সংস্কার আছে, কায়স্থ ও শূদ্র একজাতীয়। ইহারা যে পরস্পর পৃথক্ জাতীয় লোক, ইহা অনেকে বিশ্বাস করে না অতএব যে দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এই তিন জাতিই বাস করে, সে দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য শূদ্র, এরূপ বলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণজাতির পরেই যে এদেশে কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা, ইহা কেবল ধনদ্বারা ও জনসংখ্যাদ্বারা হইতে পারে। শাস্ত্রদ্বারা ধর্ম্মদ্বারা ব্যবহারদ্বারা কিংবা সম্ভ্রমদ্বারা হইতে পারে না।

"পশ্চিম দেশীয় লালাদিগের মধ্যে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ব্যবহারের অনেক প্রচলন আছে" লালাদিগের তাদৃশ ব্যবহার আধুনিক কি প্রাচীন এবং উহা শাস্ত্রসঙ্গত কি না, তাহার মীমাংসা ৺কাশীধামে ও এলাহাবাদে নানাবিধ পণ্ডিতদ্বারা হইতেছে। আমরা এই পুস্তকের শেষ খণ্ডে তাহা প্রকাশ করিব। এইস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, পশ্চিম দেশীয় লালারা এদেশীয় কায়স্থদিগকে যথার্থ কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা এদেশীয়দিগকে শূদ্র কহে।

"বর্ত্তমান কায়স্থেরাই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন" একথা

শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ক নৈশ্চিত্য প্রতিপাদনের নিমিত্তই নানাবিধ শাস্ত্র ও যুক্তির আশ্রয় লইয়া ঈদৃশ গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গ্রন্থের এই প্রথম খণ্ডে আদৌ শ্রুতির তৎপরে নানাবিধ স্মৃতির সমালোচন হইল। কোন প্রকারেও শ্রুতি স্মৃতিদ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইল না। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারা এইমাত্র স্থির হইল যে, বৈশ্য পুরুষদ্বারা বিবাহিতা শূদ্রার গর্ভে করণজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, করণেরাই কায়স্থ। কায়স্থেরা যদিচ শূদ্রাগর্ব্ভসম্ভূত হউক তথাপি তাহারা আর্য্যসন্তান। কায়স্থেরা যদিচ শূদ্রাচারী হউক তথাপি উহারা শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহারা ক্ষত্রিয় নহে এবং যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারীও নহে। কেবল শ্রুতি স্মৃতির সমালোচন দ্বারাই এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সমাপন হইল, পর পর খণ্ডে পুরাণাদির সমালোচন হইবে।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, অবিবেকমত্ত যুবকেরা শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পূর্ব্ব পুরুষোচিত এবং জাত্যুচিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ এবং ক্রিয়াকলাপাদির লোপ করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ ও স্বাহাপ্রণবাদির উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইতেছেন, হউন এখন কোন রাজকীয় দণ্ডবিধি নাই যে, তদ্‌দ্বারা নিবারিত হইবেন, কিন্তু ইহা নিশ্চিতই যে, শাস্ত্রানুগত ধর্ম্মভীত বিজ্ঞ পুরুষেরা তাদৃশ কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। তথাপি তাঁহাদের পুনঃ স্মরণার্থ দুইটি শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধ প্রমাণের উল্লেখ করিয়া প্রথম খণ্ডের উপসংহার করিলাম।

তৎপ্রমাণং যথা—

"প্রণবোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চাপি শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥"

ইতি তন্ত্রসারে—

প্রণবোচ্চারণ, হোম, শালগ্রাম পূজা, ব্রাহ্মণী গমন, এই সকল কর্ম্মদ্বারা শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

"সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি,
যদি জানীয়াৎ সোঽধিগচ্ছেৎ।"

ইতি শ্রুতিঃ।

গায়ত্রী প্রণব বেদ লক্ষ্মীবীজ, ইহাতে স্ত্রীর ও শূদ্রের অধিকার নাই। যদি স্ত্রী ও শূদ্রে তাহা পাঠ করে তবে মৃত্যুর পর অধোগতি হয়।

অলমতিবিস্তরতঃ

সমাপ্তোঽয়ং প্রথমঃ খণ্ডঃ

—০✱০—

সপ্তাঙ্কসপ্তশুভ্রাংশু-মে শাকে মাসি চাশ্বিনে।
গ্রন্থং প্রকাশয়ামাস কশ্চিৎ শ্রীকবিরঞ্জনঃ॥
বল্লালবাসদেশস্থো বল্লালসমজাতিকঃ।
দ্বিজোঽহং ব্রাহ্মণাদন্যো জাতিমিত্রপ্রকাশকঃ॥

বিজ্ঞাপন।

— ০*০ —

জাতিমিত্র পুস্তকের প্রথমখণ্ড প্রচারিত হইল। চতুর্থখণ্ডে পুস্তকের সমাপ্তি হইবে। দ্বিতীয়খণ্ড শীঘ্রই প্রচারিত হওয়ার সম্ভব। পুস্তক গ্রহণেচ্ছুগণ কলিকাতা সিমুলিয়া হেদুয়া দীঘীর পূর্ব্ব পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে এবং ঢাকা মোগলটুলী স্থলভযন্ত্রালয়ে কিম্বা হাইকোর্টের কাছারিতে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমারসেনের নিকট কিম্বা শ্রীযুক্ত বাবু রামমণি দত্তের নিকটে অনুসন্ধান করিলে অথবা পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাঁহাদের সাহয্যদ্বারা পুস্তক মুদ্রিত হইল তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সম্ভবতঃ পুস্তক দান করিতে পারিবেন। পুস্তকের সাহায্যকারিগণ ভিন্ন এবং দানের বিশেষ উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন অন্য সাধারণ ব্যক্তির নিমিত্ত প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা অবধারিত করা গেল। বিদেশে ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইলে তাহার মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

কেষাঞ্চিৎ।

ওঁসত্যং

জয়তি।

জাতিমিত্রং।

—০*০—

দ্বিতীয়ভাগঃ।

পুরাণাদি-বচন-নিচয়ৈঃ

কেনচিৎ কবিরঞ্জনেন প্রণীতঃ।

ভবানীপুর;

সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৮৩

বিজ্ঞাপন।

আমি কোন কার্য্যবশতঃ অনেক দিন স্থানান্তরে ছিলাম, তন্নিবন্ধন দ্বিতীয় ভাগের মুদ্রাঙ্কন করিয়া প্রচার করিতে বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়ভাগের ও তৃতীয়ভাগের হস্তলিপি সমাপন হইয়া অনেক দিন যাবৎ রহিয়াছে। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, আমি এই পুস্তক লিখিবার সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম অভিধান হইতে এবং কৃষ্ণনগর নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত সম্বন্ধনির্ণয় পুস্তক হইতে স্থানে স্থানে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

কশ্চিৎ
কবিরঞ্জনঃ।

জাতিমিত্র।

—:0:—

দ্বিতীয় ভাগ।

জাতিমিত্র নামক পুস্তকের প্রথম ভাগে শ্রুতির ও স্মৃতির সমালোচনা করা গিয়াছে। শ্রুতি দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শরীর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, স্মৃতিদ্বারাও তাহারই প্রমাণ হইয়াছে। তদতিরিক্ত কোন বর্ণের উৎপত্তির বিবরণ শ্রুতি স্মৃতিতে নাই। অন্য সমুদায় জাতি আদিম জাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় হইতে উৎপন্ন। তন্মধ্যে যাহারা অনুলোমজাত (উত্তমবর্ণ হইতে অধম বর্ণে জাত) তাহারা মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা প্রতিলোমজাত (অধম বর্ণ হইতে উত্তম বর্ণে জাত) তাহারা মাতৃজাতি বা পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া নিকৃষ্ট জাতি হইয়াছে। অনুলোমজ সন্তানগণ মধ্যে মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) মাহিষ্য ইহারা দ্বিজশব্দ বাচ্য এবং উপনয়ন সংস্কারযোগ্য। ইহারা আদিম জাতি শূদ্র অপেক্ষা এবং অনুলোমজ জাতি পারশব, উগ্র (আগুরি) করণ (কায়স্থ) ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহাদের নমস্য।

পারশব, উগ্র, করণ, এই তিন জাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি হইতে শূদ্রা গর্ভে সমুৎপন্ন; ইহারা দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তান হইলেও উহাদের মাতৃবৎ (শূদ্রবৎ) ব্যবহার; যজ্ঞসূত্র ধারণ ও স্বাহা প্রণবাদির উচ্চারণে ইহাদের অধিকার নাই।

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান এক প্রকার করণ জাতি আছে, স্মৃতিশাস্ত্র কর্ত্তারা তাহাদিগকে ঝল্ল, মল্ল, খস, দ্রবিড়, প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতি পুরাণ অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য। স্মৃতি পুরাণের বিরোধ হইলে পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতির প্রাধান্য। স্মৃতির মধ্যেও সর্ব্বাপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রাধান্য।

ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥ পরাশরঃ।

বেদের কর্ত্তা কেহ নাই। ব্রহ্মা বেদের স্মরণ করিয়াছেন, ভগবান্ মনু সেই বেদ হইতে প্রতি কল্পান্তরেই ধর্ম্মের অনুস্মরণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে।

চতুর্যুগান্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লবঃ।
প্রবর্ত্তয়ন্তি তানেত্য ভুবি সপ্তর্ষয়ো দিবঃ।
কৃতে কৃতে স্মৃতের্বিপ্র প্রণেতা জায়তে মনুঃ॥

প্রত্যেক চতুর্যুগাবসানে বেদ বিপ্লব হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক কলিযুগে বেদের লোপ হয়। পরে সত্য যুগ প্রারম্ভে সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বেদের প্রচার করেন। মনুও সেই প্রকার প্রত্যেক সত্যযুগে বেদ হইতে স্মৃতির প্রণয়ন করেন।

অনেক পুরাণ ও তন্ত্রে দেখা যায় "ইত্যাহ ভগবান্মনুঃ" "ভগবান্মনুরব্রবীৎ" ভগবান্ মনু ইহা বলিয়াছেন, ইত্যাদি সকল মনুর প্রাধান্য সূচক ধ্বনি রহিয়াছে। এতাবতা এই স্থির হইতেছে, বেদের পরেই সর্ব্বাপেক্ষা মনুর প্রাধান্য। বেদ দ্বারা ও মন্বাদি স্মৃতি দ্বারা যাহা প্রমাণিত হইবে, তৎপ্রতিকূলে পৌরাণিক প্রমাণ গ্রাহ্য হইবেনা।*

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে শ্রুতি স্মৃতি দ্বারা, বিশেষ মনু স্মৃতি দ্বারা প্রমান হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম আর বর্ণ নাই। করণ জাতি বৈশ্য ও শূদ্রা হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং তাহাদের শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার ইত্যাদি। তাহাদের প্রাথমিক প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত এইক্ষণে পুরাণাদি শাস্ত্রের বিশেষ সমালোচনার

---

* এই স্থানে কেহ কেহ এই তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন, বেদ, স্মৃতির বিরুদ্ধেও কোন কোন স্থানে পৌরাণিক প্রমাণ ও পৌরাণিক ব্যবহার বলবান দেখা যায়, যথা দেবযানী ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয় পুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল এবং তদ্গর্ভে বিলোম জাত সন্তান ক্ষত্রিয়ই হইলেন। বেদব্যাস বর্ণসঙ্কর হইয়াও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইলেন। শান্তনু রাজা ক্ষত্রিয় হইয়া দাসরাজ কন্যাকে বিবাহ করিলেন, এবং তদ্গর্ভজাত সন্তানগণ ক্ষত্রিয় হইল। দ্রুপদরাজকন্যাকে পাণ্ডবেরা পাঁচ জনে একত্র হইয়া বিবাহ করিল ইত্যাদি।

উত্তর। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, অনুজ্ঞা, অভিসম্পাত, বর, যোগবল কিম্বা অন্য কোন দৈব ঘটনাবশতঃ যে সকল অসাধারণ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়, সাধারন লৌকিক ব্যাপারকে তাহার তুল্য স্থলে গণ্য করা যাইতে পারে না, এবং অসাধারণ অলৌকিক ব্যাপারকে আদর্শ করিয়া সাধারন লৌকিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মন কন্যা দেবযানীর ক্ষত্রিয় পুরুষে বিবাহ, বেদব্যাসের অসাধারণ ব্রাহ্মণ্য; দাসরাজের পালিত কন্যা সত্যবতীর জন্ম বিবরণ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পাণ্ডবে বিবাহ প্রভৃতি অসাধারণ অলৌকিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরন মহাভারতে বর্ণিত আছে। আদিপর্ব্বে, সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়ে, সপ্ত সপ্ততি অধ্যায় প্রভৃতি পাঠ করিলে নিঃসংশয় সন্দেহ দূর হইবে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সেই সকল প্রস্তাব উদ্ধৃত হইল না।

প্রয়োজন নাই, যেহেতু পুরাণাদি শাস্ত্র বেদ স্মৃতির মতেরই অনুমোদন করিবে। যদিচ কেহ কোন বৃহৎ পুরাণের ধ্বনি করিয়া কদাচিৎ কোন বিপরীত প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহা বেদ-স্মৃতির বিরুদ্ধ হেতু শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে আদরণীয় হইবে না। অতএব পুরাণাদি শাস্ত্রের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন, ইহা কৃতনিশ্চিত সত্ত্বেও আমরা পুরাণাদির সমালোচনা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ১২ পৃষ্ঠায় আমাদের প্রতিজ্ঞা আছে, আমরা আদৌ শ্রুতির তৎপরে স্মৃতির তৎপরে পুরাণাদির সমালোচন করিব। তৎ প্রতিজ্ঞা পালনার্থ এবং শাস্ত্রানভিজ্ঞ বিপরীত-সংস্কার-বিশিষ্ট জনগণের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ও পৌরাণিক বচনেরও যথার্থ তাৎপর্য্য পরিগ্রহার্থ শ্রুতির স্মৃতির সমালোচনের পরে ইদানীং পুরাণাদি শাস্ত্রের সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

পুরাণ শাস্ত্র অতিবিস্তীর্ণ। প্রবাদ আছে, ভগবান বাদরায়ণ প্রথম বেদের বিভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে বেদের অধ্যয়ন করান। পৌল নামক শিষ্যকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, সুমন্তকে অথর্ব্ব বেদের অধ্যয়ন করাইয়া তৎপরে পুরাণসংহিতার প্রণয়ন করেন।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাঞ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥

আখ্যান অর্থাৎ প্রধান বর্ণনীয় রাজাদিগের চরিত্র, উপাখ্যান অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত ব্যক্তিবিশেষের বিবরণ, গাথা অর্থাৎ যমগীতা, পিতৃগীতা, পৃথ্বীগীতা প্রভৃতি, কল্পসিদ্ধি অর্থাৎ বারাহাদি কল্পনির্ণয়, এই সকলের সহিত পুরাণার্থবিশারদ বেদব্যাস পুরাণসংহিতার প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥

তদনন্তর সুবিখ্যাত সূতজাতীয় রোমহর্ষণ বেদব্যাসের শিষ্য হইয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে পুরাণসংহিতা দান করেন।

সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্॥
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা॥

রোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য ছিল। তাহাদের নাম ১ সুমতি, ২ অগ্নিবর্চ্চা, ৩ মিত্রায়ু, ৪ শাংশপায়ন, ৫ অকৃতব্রণ (কাশ্যপ), ৬ সাবর্ণি। অকৃতব্রণ (কাশ্যপ), সাবর্ণি ও শাংশপায়ন ইহারা রোমহর্ষণের নিকট প্রাপ্ত মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পুরাণসংহিতার অবলম্বন পূর্ব্বক প্রত্যেকে এক এক খানি পুরাণসংহিতার প্রণয়ন করেন। ঐ তিন খানি পুরাণসংহিতার নাম অকৃতব্রণ সংহিতা, সাবর্ণি সংহিতা, শাংশপায়ন সংহিতা। সমুদায়ে এই চারি খানি মূল পুরাণসংহিতা এইক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণে যে সকল পুরাণ, উপপুরাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা এই পুরাণসংহিতা চতুষ্টয়ের সংগ্রহ। বেদব্যাসের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ সময়ে সময়ে ঐ সংহিতাচতুষ্টয়ের অবলম্বন করিয়া নানাবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। ঋষিগণের ঈদৃশী গুরুভক্তি ছিল যে, তাঁহারা নিজ নাম প্রকাশ না করিয়া আদিগুরু বেদব্যাসের নামেই ঐ সমুদায় পুরাণ প্রচার করিয়াছেন। এইক্ষনকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণেই বেদব্যাস প্রণীত মহাপুরাণসংহিতার পঞ্চ লক্ষণ * প্রায় বিদ্যমান্ আছে।

পুরাণ সমুদায়ের পরস্পর বিশেষ এই যে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত আছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান পরিত্যক্ত বা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে, কোন কোন অংশে সমুদায় পুরাণেই আদি পুরাণসংহিতার শ্লোক অবিকল আছে। পরন্তু পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ ইদানীং অব্যাহত রূপে বিষ্ণুপুরাণে যেমন্ লক্ষিত হয়, অন্য কোন পুরাণে তদ্রূপ লক্ষিত হয় না; অতএব কেহ কেহ অনুমান করেন, বিষ্ণু পুরাণ ব্যতীত অন্য পুরাণের কোন কোন অংশ কাল সহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে।

কতকাল হইল বেদব্যাস আদি পুরাণসংহিতার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যদিচ তাহার নিরূপণ দুঃসাধ্য, কিন্তু বেদব্যাস কোন্ সময়ের লোক ছিলেন, তাহা অনায়াসে স্থির করা যাইতে পারে। বরাহসংহিতা ও জ্যোতির্বিদাভরনে উক্ত আছে—

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ।

সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি। প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়। বংশ অর্থাৎ সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ প্রভৃতি। মন্বন্তর অর্থাৎ মনুদিগের অধিকার। বংশানুচরিত অর্থাৎ নানাবংশীয় ব্যক্তিদিগের চরিত্র বর্ণন। পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ।

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিক পঞ্চ দ্বিযুতঃ শককাল স্তস্য রাজ্যস্য।

বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বরাহ মিহির বরাহসংহিতা নামক গ্রন্থে এবং মহাকবি কালিদাস জ্যোতির্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল একশত বৎসর অন্তর এক এক নক্ষত্রে গমন করেন; যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। তদনুসারে জ্যোতির্গণনায় উক্ত বরাহ মিহির ও কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভায় যাহা স্থির করেন, তাহার সহিত তৎকাল প্রচলিত যুধিষ্ঠিরাব্দের কোন বিরোধ ঘটে নাই। সে সময়ে অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ হইয়াছিল।

শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষুচ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ। রাজতরঙ্গিনী।

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অধুনা কলির ৪৯৭৭ বৎসর অতীত হইতেছে। বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরাদির পিতামহ ছিলেন। ইহাদ্বারা জানাযাইতেছে, বেদব্যাস বর্ত্তমান সময়ের পঞ্চ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের লোক ছিলেন।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কোন্ পুরাণ কোন্ সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। শাস্ত্রে কেবল অষ্টাদশ পুরাণের নাম মাত্র উক্ত আছে। যথা—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমং॥
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতং।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশং।
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতং।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরং॥

প্রথম ব্রহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ,* পঞ্চম ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্যপুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দপুরাণ, চতুর্দ্দশ বামনপুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্মপুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড় পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

* বায়ুপুরাণ ইতি পাঠান্তরং।

নারদীয় পুরাণে উক্ত আছে, পূর্ব্বকালে শত কোটি শ্লোকাত্মক এক মাত্র পুরাণ ছিল। পরে ভগবান বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্লক্ষ শ্লোকে পুরাণ সংহিতার প্রণয়ন করেন। সেই বেদব্যাস প্রণীত মহাপুরাণসংহিতা অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত হইয়া মর্ত্ত্য লোকে প্রতিষ্ঠিত আছে। অষ্টাদশ পুরাণ ব্যতীত আরও কতকগুলি উপপুরাণ আছে।

পুরাণ গ্রন্থগুলি অতি বৃহৎ, অতএব হস্ত লিপিদ্বারা পুরাণ সমুদায় সংগ্রহ করিয়া রাখা সচরাচর সাধারণের পক্ষে সহজ ছিল না। বর্ত্তমান কালের ন্যায় পূর্ব্বকালে মুদ্রাযন্ত্রেরও সৌলভ্য এবং প্রাচুর্য্য ছিল না। কোন কোন ধনী বা জমিদার অর্থব্যয় করিয়া লেখকদ্বারা কোন কোন পুরাণ লিখাইয়া স্ব স্ব গৃহে রাখিতেন, কিন্তু সমুদায় পুরাণ সংগ্রহ প্রায় কেহই করেন নাই। সুতরাং ক্রমে ক্রমে পুরাণ সকল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এদেশে ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ শাস্ত্রের যেমন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হইয়া থাকে, পুরাণ শাস্ত্রের তেমন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হয় না। ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ টোল করিয়া ছাত্রদিগকে বিদ্যা দান করেন, অতএব দেশীয় ধনিগণ ঐ সকল অধ্যাপকগণকে সময়ে সময়ে বিবাহ শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসব ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্মোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া সদাচারানুসারে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকেন, পুরাণাদি শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা তাদৃশ সমাদরের সহিত দেশীয় লোকের নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হন না, তন্নিবন্ধন, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের ক্রমশঃ লোপ হইয়া আসিতেছে। পাঠকতা বা কথকতার নিমিত্ত যাহারা পুরাণ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদেরও মূলগ্রন্থ পাঠের প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকে না; সভাস্থ নানা শ্রেণীর শ্রোতৃগণের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত হাস্যরস, করুণারস, বীররস পরিপূর্ণ কতকগুলি কাল্পনিক গল্প ও বাক্‌পল্লবতার অভ্যাস করিয়া রাখেন, এবং কতকগুলি রাগরাগিণী গীত ও নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী অভ্যাস করিয়া থাকেন। বিশেষ ইদানীং রামায়ণ শ্রীমদ্ভাগবত এবং কদাচিৎ কোন স্থানে মহাভারতের পাঠ ও কথকতা ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের পাঠ প্রায় হয় না, কেবল কাশীধামে কাশীখণ্ড পাঠের বাহুল্য দেখা যায়। অধুনা পুরাণব্যবসায়ী বলিয়া যাঁহারা বিখ্যাত, এক মাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই তাঁহাদের অধ্যয়নের পর্য্যাপ্তি। বায়ুপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বামন পুরাণ প্রভৃতি অনেকের চক্ষুর্গোচর হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই সকল কারণবশতঃ পুরাণ শাস্ত্র প্রায় লোপ হইয়া যাইতেছে। অনুসন্ধান করিলে কয়েক খান পুরাণ গ্রন্থ ভিন্ন সমু-

দায় পুরাণের সমগ্র গ্রন্থ প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। যদিও কোন কোন পুরাণের কোন কোন অংশ অনেক চেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেও এক পুরাণেরই দুইখানি গ্রন্থ একত্র করিয়া দেখা গিয়াছে, পরস্পর পাঠের ঐক্য নাই, অনেক স্থানে পাঠের রূপান্তর ও ভাবান্তর হইয়াছে। এই প্রকার পাঠ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? এবং কোন পুস্তকে দেখা যায়, কোন প্রস্তাব অধিক আছে, কোন পুস্তকে তাহার নাম গন্ধও নাই, ইহারই বা কারণ কি? ইহাতে অনেকেই অনুমান করেন, প্রয়োজনানুসারে অনেকে শঠতা করিয়া পুরাণের পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছে; কেহ বা নূতন শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছে; কেহ বা প্রাচীন শ্লোকের লোপ করিয়াছে, ইত্যাদি কারণবশতই পুরাণ সকলের নানাপ্রকার অঙ্গ ভঙ্গ ও বিকৃত হইয়াছে। কোন্ সময় হইতে পুরাণাদি সকল ঈদৃশ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া আসিতেছে, নিশ্চয় বলা যায় না। চিকিৎসা শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা চক্রপাণি দত্ত স্বকৃত গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন—

যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগান্ অত্রৈব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্বা।
ভট্টত্রয়ত্রিপথবেদবিদা জনেন দত্তঃ পতেৎ সপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ॥

আমি এই গ্রন্থে সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহ গ্রন্থের অতিরিক্ত যে সমস্ত দৃষ্টফল ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছি, যদি কোন ব্যক্তি ইহার কোন যোগ উক্ত গ্রন্থে প্রক্ষেপ করে কিম্বা আমার এই গ্রন্থ হইতে একেবারেই তুলিয়া ফেলে, তবে ভট্টত্রয় (কারিকা, তন্ত্রটীকা, বৃহৎকারিকা) ও ত্রিপথবেদবিৎ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিশাপ তাঁহার মস্তকে পড়িবে।

ইহাদ্বারা অনুমিত হয়, চক্রপাণিদত্তের সমকালীন কিম্বা তাঁহার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্ব হইতে পুস্তকে পাঠের পরিবর্ত্তন বা নূতন সন্নিবেশিত কিম্বা কোন কোন অংশের লোপ করিতে মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তির আরম্ভ হইয়াছে। চক্রপাণিদত্তের পূর্ব্ব পুরুষ বৈদ্যকুলোদ্ভব সেনবংশীয় কোন এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। বোধ হয় চক্রপাণি দত্ত হিন্দু রাজত্বের অবসানাবস্থায় গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ শাস্ত্রের ন্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীতে পুরাণাদি শাস্ত্রের সমালোচনা নাই। কোন্ পুরাণের কোন্ স্থানে কোন্ প্রমাণ বা কোন্ প্রস্তাব আছে, অনেকেই তাহা বলিতে পারেন না। বিশেষ, পুরাণ সকল ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বহু চেষ্টায় কোন পুরাণ প্রাপ্ত হইলেও তাহার কোন্ স্থানে কোন্ প্রমাণ আছে, বাহুল্য প্রযুক্ত তাহার অনুসন্ধান করিতে বহু সময়ের ও

বহু পরিশ্রমের অপেক্ষা করে; সুতরাং কোন একটি কাল্পনিক বচন রচনা করিয়া বৃহদ্ ধর্ম্ম পুরাণের বচন অথবা গরুড় পুরাণের বচন কিম্বা ভবিষ্য পুরাণের বচন বলিলে তৎপ্রতিকূলে সহসা কাহারও কোন প্রকার বাঙ্নিষ্পত্তির সাধ্য নাই; এই সুযোগ বুঝিয়া চতুরেরা স্বীয় স্বীয়প্রয়োজনানুরূপ নূতন নূতন বচন রচনা করিয়া পৌরাণিক প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে ক্রমে২ অনেক সত্যের অপলাপ হইয়া মনুষ্যের অভীষ্টানুরূপ অনেক পৌরাণিক বচন সুলভ হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে সকল পুরাণের নামোল্লেখ করা গিয়াছে তন্মধ্যে ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমাজে ভবিষ্যপুরাণের বচন প্রমাণের ত্রুটি নাই। ভবিষ্যপুরাণের বচন বলিয়া অনেকেই অনেক প্রমাণ দেন, অনেকে গ্রন্থ লিখেন, অনেকে নূতন২ মত প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হন। যদি ঐ সকল গ্রন্থকর্ত্তা বা মত প্রকাশয়িতাদিগের নিকটে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি ভবিষ্যপুরাণ দেখিয়াছেন কি না? কিম্বা আপনার নিকটে বা আপনার কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকটে ভবিষ্যপুরাণ আছে কি না? তবেই তাঁহার চক্ষু স্থির; তিনি অন্যোরংমস্তকে ভারন্যস্ত করিয়া অবসর হন। এই সকল কারণবশতঃ ভবিষ্য পুরাণের কোন একটী নূতন (অশ্রুতপূর্ব্ব) বচন শুনিলে অনেকে তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করেন না। অনেকে অনুমান করেন ভবিষ্যপুরাণের বচন বলিয়া যতগুলি বচনপ্রমাণ বর্ত্তমান সমাজে উপস্থিত হইতেছে, তন্মধ্যে কতকগুলি অনেকের স্বীয়২ গৃহজাত এবং সদ্যপ্রসূযন্ত্রোদ্ধৃত।

আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, এইক্ষণে সম্পূর্ণ ভবিষ্যপুরাণ প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, পুরাণ প্রকাশ যন্ত্রের অধ্যক্ষগণ বহুকাল যাবৎ ভবিষ্যপুরাণের সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতেছেন, অদ্য পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যদিও ভবিষ্যপুরাণের কিয়দংশের কএক খানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতেও দেখা গিয়াছে এক পুস্তকের সহিত অন্য পুস্তকের পাঠের ঐক্য নাই, বিভাগের ঐক্য নাই, প্রস্তাবের ঐক্য নাই। অতএব তাঁহারা ভবিষ্যপুরাণের প্রথম কয়েক অধ্যায় মুদ্রিত করিয়া ক্ষান্ত হইয়া বসিয়াছেন।

পুরাণের বচনে যে প্রয়োজনানুসারে পাঠের পরিবর্ত্তন হয়, তাহার একটী মাত্র উদাহরণ এখানে দেখাইতেছি। রাজা রাধাকান্ত দেব

বাহাদুরকৃত শব্দকল্পদ্রুম অভিধান পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে কায়স্থ শব্দ প্রকরণে নিম্নভাগে ক্ষুদ্রাক্ষরে যে পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে একস্থানে লিখা আছে—"ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে," কিন্তু রাধাকান্ত দেবের পূর্ব্ব মুদ্রিত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে ষষ্ঠকাণ্ডে শূদ্র শব্দ প্রকরণে ৫৪৬৬ পৃষ্ঠাতে ঐ বচন উদ্ধৃত আছে, তাহাতে দেখা যায়, "কায়স্থজাতিরুচ্যতে" এরূপ লিখা আছে। অভিনব মুদ্রাঙ্কণ কর্ত্তারা জাতিশব্দ স্থানে বর্ণ শব্দ বিন্যস্ত করিয়াছেন। বোধ হয়, ইহার প্রয়োজন এই, কায়স্থ বর্ণ বলিলে ইহা-দিগকে বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই আদিম বর্ণ চতুষ্টয়ের ন্যায় কায়স্থদিগকেও পঞ্চম বর্ণ বলা যাইতে পারে। কায়স্থ জাতি বলিলে, ইহারা বর্ণসঙ্কর কি না, এই আশঙ্কা হইতে পারে; সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই জাতি শব্দের লোপ করিয়া বর্ণশব্দের নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা কায়স্থ জাতির গৌরব বৃদ্ধি হইবে, এই মুখ্য প্রয়োজন। এই প্রকারে প্রয়োজনবশতঃ অনেকেই পৌরাণিক বচনের অনেক স্থানে পাঠান্তর ও ভাবান্তর করিয়া থাকেন।

অনেকে শঠতাপূর্ব্বক নূতন২ বচন রচনা করিয়াও পৌরাণিক বচন বলিয়া অনেক লোককে মুগ্ধ করেন সত্য, কিন্তু কতকগুলি কাল্পনিক বচন ভাষাবিৎ পণ্ডিতদিগের নিকটে আধুনিক অলীক বলিয়াই প্রতি-পন্ন হয়। ভাষা বিষয়ে এবং গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্যাদি বিষয়ে যাঁহাদিগের বিশেষ অনুসন্ধান আছে, তাঁহারা কোন নূতন বচন দেখিলে বেদব্যাসের সমকালীয় ভাষা কি আধুনিক ভাষা তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, এবং প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের রচিত বচন, কি আধুনিক পণ্ডিত-দিগের বচন, তাহারও সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। পুনর্মুদ্রিত শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থোৎপত্তিবিবরণে নিম্নে ক্ষুদ্রাক্ষরে যে ভবিষ্যপুরাণের বচন লিখা হইয়াছে যথা—"দত্তাত্রেয়উবাচ। ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যমুনিপুঙ্গবং" ইত্যাদি, এই পুস্তকের কায়স্থ প্রকরণে ঐ বচনের সমালোচন হইবে, তাহাতে পূর্ব্বাপর অনৈক্য, ব্যাকরণাশুদ্ধ, অন্য শাস্ত্র ও পরস্পর পুরাণ বিরুদ্ধ, তাৎপর্য্য ও ভাব অতি জটিল ইত্যাদি দোষ সকল দেখিলেই পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, ঐ বচনগুলি অসাধারণ জ্ঞানশালী মুনিপ্রণীত কি আধুনিক কাল্পনিক রচিত।

স্বাভীষ্টানুমোদক পৌরাণিক বচন রচনা করিতে যদিচ নূতন নূতন অনেক কৃত্রিম বেদব্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু একথাও বলা

যাইতে পারে যে অদ্য পর্য্যন্তও প্রকৃত বেদব্যাসোক্ত পুরাণ সত্যের একেবারে অপলাপ হয় নাই। মন্বাদি শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ এবং পরস্পর পুরাণ সমূহের অবিরুদ্ধ বচননিচয় দ্বারা অনেক বিষয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সত্যোক্তির উপলব্ধি করা যায়। অতএব যে সকল পৌরাণিক বচন সাধুমানিত ও চিরপ্রচলিত, এইক্ষণে তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে প্রসঙ্গক্রমে যদি কোন অঙ্গ পরিবর্ত্তিত বা আধুনিক বচনের অলীকতার প্রতিপাদন করিতে হয়, স্থল বিশেষে তাহাও করিব।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের প্রথমেই স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে বর্ণ চতুষ্টয় বিবৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগের প্রথমেও পুরাণানুসারে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

> সত্যাভিধায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণো জগৎ।
> অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ॥
> বক্ষসো রজসোদ্রিক্তা স্তথা বৈ ব্রহ্মণোঽভবৎ।
> রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিক্তা স্তথোরুজাঃ॥
> পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সসর্জ দ্বিজসত্তম।
> তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্বর্ণ্যমিদং ততঃ॥
>
> বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ষষ্ঠাধ্যায়ে।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলে, তাঁহার মুখ হইতে সমধিক সত্ত্বগুণাবলম্বী প্রজা, বক্ষস্থল হইতে সমধিক রজোগুণাবলম্বী প্রজা, ঊরুদেশ হইতে রজ ও তমোগুণোদ্রিক্ত প্রজা, এবং পাদ হইতে তমোগুণাবলম্বী প্রজা উদ্ভূত হইল। এই কারণেই তদবধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় হইয়াছে।

> ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
> পাদোরুবক্ষস্থলতঃ মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥ বিষ্ণুপুরাণং।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্বর্ণ ব্রহ্মার মুখ বক্ষ ঊরু পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

> যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্ব্রহ্মা চকার বৈ।
> চাতুর্বর্ণ্যং মহাভাগ যজ্ঞসাধনমুত্তমং॥ বিষ্ণুপুরাণং।

হে মহাভাগ! ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্তই উত্তম যজ্ঞসাধন এই সমুদায় বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা ঊর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে।
পাদাচ্ছূদ্রাশ্চ সংভূতা স্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ॥ অগ্নিপুরাণং।

প্রজাপতির মুখ হইতে আদৌ সস্ত্রীক ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, বাহু হইতে সস্ত্রীক ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি, ঊরু হইতে সস্ত্রীক বৈশ্যের উৎপত্তি, পাদ হইতে সস্ত্রীক শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

বভূবুর্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥
ঊরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ।
তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্বর্ণসঙ্করাঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ অধ্যায়ে।

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম, ঊরু হইতে বৈশ্যের জন্ম, পাদ হইতে শূদ্রের জন্ম; এই চতুর্বর্ণ হইতে বর্ণসঙ্করজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

দেবদানবগন্ধর্ব্বা দৈত্যাসুরমহোরগাঃ।
যক্ষরাক্ষসনাগাশ্চ পিশাচা মনুজাস্তথা।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নৃপসত্তম॥ পাদ্মে।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রজাপতি ব্রহ্মা দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, সর্পবিশেষ, যক্ষ, রাক্ষস, তক্ষকাদিনাগ, পিশাচ, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুর্ব্বর্ণ মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যস্য পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥

ব্রাহ্মণদিগের শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়দিগের রক্তবর্ণ, বৈশ্যদিগের পীতবর্ণ, শূদ্রদিগের কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতাঃ॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যনুজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।

পূর্ব্বে বর্ণের কোন বিশেষ ছিল না। সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময় ছিল, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রথম সকলের সৃষ্টি হয়, সকলেই এক বর্ণ ছিল। পরে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধনস্বভাব, সাহসী, সেই স্বধর্ম্মত্যক্ত (ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ত্যক্ত) রক্তবর্ণ দ্বিজেরা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা গোবৃত্তি (গোপালন) অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং কৃষিজীবী ছিলেন, সেই স্বধর্ম্মত্যক্ত (ব্রাহ্মণের ধর্ম্মত্যক্ত) পীতবর্ণ দ্বিজেরা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা হিংসা ও অসত্য আচরণে রত ও লুব্ধ ছিলেন এবং সকল কর্ম্মই অবলম্বন করিতেন, শৌচাচার পরিভ্রষ্ট সেই কৃষ্ণবর্ণ দ্বিজেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই প্রকার স্বস্ব কর্ম্মদ্বারা সকলে পরস্পর বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরো নিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যব্রতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

জাতকর্ম্মাদি দশবিধ সংস্কার দ্বারা যাঁহারা সংস্কৃত হইয়াছেন, এবং শুচি ও অধ্যয়ন সম্পন্ন, যজনাদি ষট্‌কর্ম্মসম্পন্ন, শৌচাচারযুক্ত, বিঘসাশী অর্থাৎ দেবতা পিতৃলোক অতিথি গুরু প্রভৃতির ভুক্তাবশেষ ভোজনশীল, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী, সত্যরত, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

সত্যং দানমথাদ্রোহং আনৃশংস্যং কৃপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসংযুতঃ।
দানাদানবহির্যশ্চ স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥
সর্ব্বকর্ম্মরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

এতানি পাদ্মমারসিংহমার্কণ্ডেয়কূর্ম্মপুরাণোক্তানি।

সত্য, দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, কৃপা, ঘৃণা, তপস্যা, যাঁহার এই সকল গুণ ছিল, তিনিই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। যাঁহারা শারীরিক কর্ম্ম (যুদ্ধ বিগ্রহাদি) করিতেন, বেদাধ্যয়ন রত ছিলেন, এবং দান গ্রহণ করিতেন না, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। যাঁহারা পশু পালন ও

কৃষি কর্ম্মে রত ছিলেন, এবং শুচি ও বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারাই বৈশ্য হইয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্ব ভক্ষণে রত ছিলেন, সকল কর্ম্মই করিতেন, অশুচি ছিলেন, বেদাধ্যয়ন করিতেন না, অনাচার ছিলেন, তাঁহারাই শূদ্র হইয়াছেন।

প্রজাপতের্ম্মুখাজ্জাতা আদৌ বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥
পাদাচ্চ শূদ্রাঃ সম্ভূতাস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ।
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বর্ণাশ্চত্বার এব চ॥
ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা বর্ণানাং ব্রাহ্মণোঽভবৎ।
ষটত্রিংশজ্জাতয়ঃ শূদ্রাঃ কলিকালে কিলাভবন্॥ জাতিমালা।

প্রজাপতির মুখ হইতে আদৌ সস্ত্রীক ব্রাহ্মণের জন্ম, বাহু হইতে সস্ত্রীক ক্ষত্রীয়ের জন্ম, উরু হইতে সস্ত্রীক বৈশ্যর জন্ম, পাদ হইতে সস্ত্রীক শূদ্রের জন্ম। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কালে এই চারিবর্ণ মাত্র ছিল, ব্রাহ্মণেরা পতিত হইয়া বর্ণ-ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, এবং কলিকালে ছত্রিশ প্রকার শূদ্র হইয়াছে।

পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারাও জানা যাইতেছে, ব্রহ্মার শরীর হইতে* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের উৎপত্তি হয় নাই।

পুরাণানুসারে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি কথিত হইল, এইক্ষণে চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কথিত হইতেছে।

ভৃত্যাদিভরণার্থায় সর্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ।
ঋতুকালাভিগমনং স্বদারেষু মহীপতে॥
দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষানাভিমানিতা।
সত্যং শৌচমনায়াসো মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা॥

* মহাভারতে আদিপর্ব্বে পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়ে উক্ত আছে,—কাশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি-দেবতা ও বিবস্বান্ জন্ম গ্রহণ করেন। বিবস্বানের দুই পুত্র। বৈবস্বত মনু ও যম। ধীমান মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানব জাতি উৎপন্ন হন, এই নিমিত্ত ইহারা মানব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিলেন। বেণ, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র, নাভাগারিষ্ট, মনুর এই দশ সন্তান ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপরায়ন হইলেন। মনুর আরও পঞ্চাশটি সন্তান জন্মে। তাঁহারা পরস্পর বৈরভাব অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হন। ইলা হইতে পুরোরবার জন্ম। ইলা তাহার মাতা পিতা উভয়ই ছিলেন। ইলা পুরুষ হইয়াও শাপ বশতঃ স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদবস্থায় চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরষে তাঁহার গর্ভে পুরোরবার জন্ম হয়, এই নিমিত্ত পুরোরবার বংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে চন্দ্র বংশীয় কহে। শাপ মোচনান্তে ইলা পুনর্ব্বার পুরুষ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব ইলাকে পুরোরবার মাতা পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মৈত্রস্পৃহাদমস্তদ্বৎ অকার্পণ্যং নরেশ্বর।
অনসূয়া চ সামান্যা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ॥ বিষ্ণুপুরাণং।

ভৃত্যাদি ভরণের জন্যে সকলেরই প্রতিগ্রহ হইতে পারে। ঋতু-কালে স্বস্ত্রীতে গমন করিবে। সমস্ত প্রাণীতে দয়া করিবে। তিতিক্ষা-যুক্ত ও অনভিমানী হইবে। মঙ্গলযুক্ত এবং প্রিয়বাদী হইবে। মিত্র-তাতে স্পৃহা থাকিবে। দমযুক্ত এবং অকৃপণ ও অনসূয়াযুক্ত হইবে। চতুর্বর্ণের এই সামান্য গুণ কথিত হইল।

অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগং ক্ষমা তথা।
প্রজনং স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ।
আর্জবং ভৃত্যভরণং নবৈতে সার্ব্ববর্ণিকাঃ॥

অক্রোধ, সত্যবচন, বলিবৈশ্যদেব প্রভৃতি, ক্ষমা, স্বস্ত্রীতে অপত্যোৎ-পাদন, শৌচ, অদ্রোহ, সরলতা, ভৃত্যভরণ, এই নব গুণ সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম।

ক্ষমা দমো দয়া দানমলোভোহভ্যাস এব চ।
আর্জবঞ্চানসূয়া চ তীর্থানুসরণং তথা॥
সত্যং সন্তোষমাস্তিক্যং তথাচেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দেবতাভ্যর্চ্চনং পূজা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ॥
অহিংসা প্রিয়বাদিত্বমপৈশুন্যমরুক্ষতা।
সমাসিকমিমং ধর্ম্মং চাতুর্বর্ণ্যেহব্রবীন্মনুঃ॥ গারুড়ে ৪৯ অধ্যায়ঃ।

ক্ষমা, দম, দয়া, দান, অলোভ, ধর্ম্মকর্ম্মাভ্যাস অথবা বেদাভ্যাস, সরলতা, অনসূয়া, তীর্থসেবা, সত্য, সন্তোষ, আস্তিকতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দেবার্চ্চন, ব্রাহ্মণ সেবা, অহিংসা, প্রিয়বাদিতা, অপৈশূন্য অর্থাৎ পরনিন্দাভিধান না করা, অকর্কশতা, চতুবর্ণের এই সংক্ষেপ ধর্ম্ম মনু বলিয়াছেন।

পুরাণ শাস্ত্রে যে সার্ব্ববর্ণিক সাধারণ ধর্ম্ম কথিত হইল, ইহাতেও চতুর্বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণের উল্লেখ নাই। সাধারণ ধর্ম্মের পরে এইক্ষণে বিশেষ ধর্ম্ম বলা হইতেছে।

যজনং যাজনং দানং ব্রাহ্মণস্য প্রতিগ্রহঃ।
অধ্যাপনং চাধ্যয়নং ষট্‌কর্ম্মাণি দ্বিজোত্তম॥
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।
দণ্ডস্তথা ক্ষত্রিয়স্য কৃষির্বৈশ্যস্য শস্যতে॥
শুশ্রূষৈব দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্মসাধনং।
কারুকর্ম্ম তথাজীবং পাকযজ্ঞো ন ধর্ম্মতঃ॥ গারুড়ে ৪৯ অধ্যায়ঃ

যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, অধ্যয়ন, এই ছয় কর্ম্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। দান অধ্যয়ন যজ্ঞ এই তিন কর্ম্ম ক্ষত্রিয় বৈশ্য উভয়েরই ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের বিশেষ কর্ম্ম দণ্ডবৃত্তি। বৈশ্যের বিশেষ কর্ম্ম কৃষিকার্য্য। দ্বিজাতির শুশ্রূষা শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম; কারুকর্ম্ম ইহাদের জীবিকা; ইহারা স্বয়ং পাক করিয়া দেবতাদির পূজা করিতে পারে না।

অথ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এবং বৈশ্যধর্ম্ম।

দানানি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজেভ্যঃ ক্ষত্রিয়োপি হি।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরধীয়ীত চ পার্থিব॥
শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তস্য জীবিকা।
তস্যাপি প্রথমে কল্পে পৃথিবীপরিপালনং॥
ধরিত্রী পালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ।
ভবন্তি নৃপতেরংশা যাতো যজ্ঞাদিকর্ম্মণাং॥
দুষ্টানাং শাসনাদ্রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাৎ।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ বর্ণসঙ্কর কোনৃপঃ॥ বিষ্ণুপুরাণং।

ক্ষত্রিয় ইচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে, বিবধ প্রকার যজ্ঞ করিবে, বেদাধ্যয়ন করিবে। শস্ত্র ইহাদের উপজীবিকা, পৃথিবীপালন প্রধান জীবিকা। পৃথিবীপালন রাজাদিগের প্রথমকাল্পিক ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম। পৃথিবী পালান দ্বারা রাজা কৃতকৃতার্থ হন। রাজা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অংশ লাভ করেন। দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন দ্বারা রাজা অভিমত লোক প্রাপ্ত হন। রাজা বর্ণসঙ্করকারক অর্থাৎ রাজার দোষেই বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

ক্ষত্রিয়স্যাপি যো ধর্ম্মস্তংবক্ষ্যামি প্রশক্ততঃ।
দদ্যাদ্রাজা ন যাচেত যজেত ন চ যাজয়েৎ॥
নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।
নিত্যোদ্যুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমং॥
যে তু ক্রতুভিরীজানাঃ শ্রুতবন্তশ্চ পার্থিবাঃ।
যে তু যুদ্ধে বিজেতারস্তে তু লোকজিতো নৃপাঃ॥
অবিক্ষতশরীরো যহি সঙ্গরাদ্যো নিবর্ত্ততে।
ক্ষত্রিয়স্য তু তৎ কর্ম্ম উভয়ত্র যশঃপ্রদং॥
ক্ষত্রিয়াণাময়ংধর্ম্মো নির্ণীতো মুনিভিঃ পুরা।
নাস্য কৃত্যতমঃ কিঞ্চিৎ রাজ্ঞো দস্যুবিনিগ্রহাৎ॥
দানমধ্যয়নং যুজ্ঞো রাজ্ঞঃ ক্ষমো বিধীয়তে।
তস্মাদ্রাজ্ঞা মহারাজ যোদ্ধব্যং ধর্ম্মশীলিনা॥

প্রজাঃ স্বেষু চ ধর্ম্মেষু স্থাপয়েত মহীপতিঃ।
ধর্ম্ম্যাণ্যেবহি কর্ম্মাণি কারয়েৎ সততং প্রজাঃ॥
পরমা সিদ্ধিমাপ্নোতি নৃপতিঃ পরিপালনাৎ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো রাজন্য উচ্যতে॥ পদ্মপুরাণে।

ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম্ম তাহা যত্ন ক্রমে বলিব। রাজা দান করিবে কিন্তু দান প্রার্থনা করিবে না। যজন করিবে কিন্তু যাজন করিবে না। অধ্যয়ন করিবে অধ্যাপন করিবেনা। প্রজা পালন করিবে, দস্যুবধে সর্ব্বদা উদ্যোগী থাকিবে, যুদ্ধে পরাক্রম করিবে। যে সকল রাজারা যজ্ঞাদি দ্বারা দেবাদির যজন করেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা যুদ্ধ জয় করেন, তাঁহারাই ইহলোক পরলোক জয় করেন। যাঁহারা অবিক্ষত শরীরে সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাঁহাদের উভয় লোকেই যশ হয়। ক্ষত্রিয়দিগের এই ধর্ম্ম পূর্ব্বে মুনিরা নির্ণীত করিয়াছেন। দস্যুদমন অপেক্ষা রাজাদিগের অধিক কার্য্য নাই। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ক্ষমা এই সকল রাজাদিগের বিধেয়। রাজা ধর্ম্মশীল জনের সঙ্গে ধর্ম্ম যুদ্ধ করিবে। প্রজাদিগকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মে স্থাপন করাইবে এবং প্রজাদিগকে সর্ব্বদাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করাইবে। রাজা অন্য কোন কার্য্য করুন বা না করুন, যিনি ধর্ম্মত প্রজা পালন করেন, তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করেন এবং তিনিই মৈত্র রাজশ্রেষ্ঠ।

প্রজারক্ষন্ পরং শক্ত্যা কিল্বিষাৎ পরিমুচ্যতে।
স্বধর্ম্মবিজয়স্তস্য নাহবে স্যাৎ পরাঙমুখঃ।
শস্ত্রেণ বৈশ্যান্ রক্ষিত্বা ধর্ম্মমাহরয়েদ্বলিং॥ নারসিংহে ৫৪ অধ্যায়ঃ।

ক্ষত্রিয়েরা যথাশক্তি ক্রমে প্রজা রক্ষা করিবে, তদ্দারা পাপ হইতে মুক্ত হয়। যিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হন; তাঁহার ধর্ম্মই জয়যুক্ত। অস্ত্র দ্বারা বৈশ্যদিগকে রক্ষা করিবে এবং পূজা ও বলিবৈশ্যদেব প্রভৃতি ধর্ম্ম আচরণ করিবে।

দণ্ডো যুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্য কৃষির্বৈশ্যস্য শস্যতে।
রাজা চ ক্ষত্রিয়শ্চৈব প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥ নারসিংহে ৫৪ অধ্যায়ঃ।

দণ্ড যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম, কৃষিকার্য্য বৈশ্যের কর্ম্ম, রাজা এবং ক্ষত্রিয়-গণ ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিবে।

বৈশ্যস্য চ প্রবক্ষ্যামি যো ধর্ম্মো বেদসম্মতঃ।
দানমধ্যয়নং শৌচং যজ্ঞশ্চ ধনসঞ্চয়ঃ॥
পালয়েচ্চ পশূন্ বৈশ্যঃ পিতৃবদ্ধর্ম্মমর্জয়ন্।
বিকর্ম্মতদ্ভবেদন্যৎ কর্ম্মণং স সমাচরেৎ॥

বৈশ্যের বেদসম্মত ধর্ম্ম বলিব। দান, অধ্যয়ন, শৌচ, যজ্ঞ, ধনসঞ্চয়, এই সকল বৈশ্যের ধর্ম্ম। বৈশ্য পশুগণকে পিতার ন্যায় পালন করিবে এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিবে। ইহার অন্যথা বৈশ্যের বিকর্ম্ম। যাহা সৎকর্ম্ম তাহা আচরণ করিবে।

অথ শূদ্রধর্ম্ম।

> শূদ্রস্যাপি হি যো ধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি ভূপতে।
> প্রজাপতির্হি বর্ণানাং দাসং শূদ্রমকল্পয়ৎ।
> তস্মাচ্ছূদ্রস্য বর্ণানাং পরিচর্য্যা বিধীয়তে।
> তেষাং শুশ্রূষণাচ্চৈব মহৎ সুখমবাপ্নুয়াৎ।
> শূদ্র এতান্ পরিচরেৎ ত্রীন্‌বর্ণাননুপূর্ব্বশঃ॥

হে মহীপতে! শূদ্রের যে ধর্ম্ম তাহা তোমার নিকটে বলিব। প্রজাপতি ব্রহ্মা শূদ্রকে ত্রিবর্ণের দাস কল্পনা করিয়াছেন, অতএব ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের বিধি। শূদ্র ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা করিলে মহৎ সুখ লাভ করে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের আনুপূর্ব্বিক পরিচর্য্যা করিবে।

> অবশ্যং ভরণীয়ো হি বর্ণানাং শূদ্র উচ্যতে।
> ছত্রং বেষ্টনমৌশীরমুপানদ্ব্যজনানি চ॥
> যাতযানানি দেয়ানি শূদ্রায় পরিচারিণে॥
> অধার্য্যাণি বিশীর্ণানি বসনানি দ্বিজাতিভিঃ।
> শূদ্রায়ৈব প্রদেয়ানি তস্য ধর্ম্মধনং হি তৎ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই বর্ণত্রয় দ্বারা শূদ্র অবশ্য ভরণীয়, অতএব শূদ্রের নাম ভৃত্য। ছত্র, বেষ্টন, উশীর, উপানৎ, ব্যজন, যাতযান এই সকল দ্রব্য শূদ্রকে পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রদান করিবে। দ্বিজাতিরা পুরাতন শীর্ণ বসন শূদ্রকে পরিধান করিতে দিবে। শূদ্রের এই সকল ধর্ম্ম।

> দেয়ঃ পিণ্ডোঽনপত্যায় ভর্ত্তব্যৌ বৃদ্ধদুর্ব্বলৌ।
> শূদ্রেণ ন চ হাতব্যো ভর্ত্তা কস্যাঞ্চিদাপদি॥

শূদ্রের ভর্ত্তা যদি অনপত্য হন, তবে ভৃত্য শূদ্র তাহার পিণ্ডদান করিবে। ভর্ত্তা যদি বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল হন, তবে ভৃত্য শূদ্র তাঁহার ভরণ পোষণ করিবে। ভৃত্য শূদ্র কোন আপদেও তাহার ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিবে না।

স্বাহাকারবষট্কারৌ মন্ত্রঃ শূদ্রে ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ শূদ্রঃ পাকযজ্ঞৈর্যজেত ন চ স্বয়ং ॥

এতৎ সর্ব্বং শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত পাদ্মনারসিংহমার্কণ্ডেয়-
কূর্ম্মপুরাণবচনং।

স্বাহা ও বষট্কার মন্ত্র শূদ্রের নাই, অতএব শূদ্র পাক যজ্ঞ দ্বারা স্বয়ং দেবতা পূজা করিতে পারিবে না। এই সকল প্রমাণ পদ্মপুরাণ নারসিংহপুরাণ মার্কণ্ডেয়পুরাণ কূর্ম্মপুরাণ হইতে রাজা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাং।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাং॥
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্ততাং।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচারে চ বর্ত্ততাং॥ গারুড়ে।

ক্রিয়াবান ব্রাহ্মণদিগের প্রাজাপত্য স্থান, যুদ্ধে পলায়ন না করেন এমন স্বধর্ম্মরত ক্ষত্রিয়দিগের ইন্দ্রলোকে স্থান, স্বধর্ম্মরত বৈশ্যের মারুতস্থান, পরিচর্য্যারত* শূদ্রদিগের গন্ধর্ব্বলোকে স্থান।

পুরাণানুসারে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি ও চতুর্বর্ণের ধর্ম্ম কথিত হইল। চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত পঞ্চম বর্ণ নাই। অতএব বর্ণধর্ম্মও চতুর্ধা ব্যতীত পঞ্চধা নাই। বিশেষ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বিস্তারিত রূপে কথিত হইল। মসীবৃত্তি ও রাজসেবা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলিয়া কোন পুরাণে উক্ত নাই। তবে যে মসীজীবী লিপিকারক রাজসেবক কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, উহা নিতান্তই শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

পূর্ব্বে চতুর্বর্ণ ও চতুর্বর্ণের ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। ইদানীং চতুর্বর্ণের চতুরাশ্রমধর্ম্ম ও চতুরাশ্রম কথিত হইতেছে। আশ্রম চারি প্রকার;—যথা, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম। প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বলা হইতেছে।

---

* দ্বিজাতির পরিচর্য্যা ব্যতীত বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে, অতএব পূর্ব্বকালে শূদ্রাদিরা লেখা পড়া শিখিতেন না, অতএবই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈদ্য প্রভৃতিরা যেমন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, শূদ্র কায়স্থ প্রভৃতিরা তেমন কোন সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। অধিক দিনের কথা নহে, যখন কলিকাতায় প্রথম সংস্কৃত কলেজের সৃষ্টি হয়, তখন কায়স্থ শূদ্রাদির ঐ কলেজে প্রবেশাধিকার ছিল না। বিজাতীয় রাজার অধিকার অবধি কায়স্থ শূদ্র প্রভৃতিরা বিজাতীয় ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছেন, আজ কাল কেহ কেহ সংস্কৃতও শিক্ষা করিয়াছেন। দাস্য কর্ম্ম ভিন্ন শূদ্রের যজন দানও ছিল না। সুতরাং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই। শূদ্রাদিরা উন্নত হওয়া অবধি যজন দান প্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছেন। তদবধি ব্রাহ্মণের মধ্যে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ও শূদ্রপ্রতিগ্রাহী এই দ্বিবিধ শ্রেণী হইয়াছে।

গত্বা গুরুগৃহং শিষ্যো নমস্কৃত্য গুরুং শুচিঃ।
ব্রূয়াদধ্যেতুমায়াতঃ শিষ্যোহং তব মারিষ॥
ততস্তস্যাজ্ঞয়া নিত্যমধ্যেতব্যং নরাধিপ।
সদা বিচারঃ শাস্ত্রস্য গুরুপাদাভিবাদনং॥
তদাজ্ঞাপালনঞ্চাপি ধ্যানং দৈবতভাবনা।
লাভেন যেন কেনাপি তুষ্টিঃ সদ্ভিঃ সমাগমঃ॥
সমাপ্তবিদ্যো গুরবে দক্ষিণাং প্রতিপাদ্য চ।
গৃহাশ্রমং ততো গচ্ছেৎ গুরোরাজ্ঞামধিব্রজন্॥ পাদ্মে।

শিষ্য গুরুগৃহে গমন পূর্ব্বক গুরুকে নমস্কার করিয়া এই কথা বলিবে, আমি অধ্যয়নের নিমিত্ত আসিয়াছি, আপনার শিষ্য হইলাম। তৎপরে গুরুর আজ্ঞাক্রমে নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে, সর্ব্বদা শাস্ত্রের বিচার করিবে এবং গুরুপদে অভিবাদন করিবে, সর্ব্বদা গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। দেবতার ধ্যান করিবে। যাহা কিছু লাভ হউক তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। সদব্যক্তির সহিত সমাগম করিবে। বিদ্যা সমাপন হইলে গুরুদক্ষিণা দিয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিবে।

অথ গৃহস্থাশ্রম।

উদ্বহেৎ কুলজাং কন্যাং সুশীলাং ধর্ম্মচারিণীং।
অনহংবাদিনীং সৌম্যাং সুচরিত্রাং প্রিয়ম্বদাং॥
গৃহিণাং প্রথমো ধর্ম্মোঽতিথিপূজৈব পার্থিব।
অপ্রাপ্য পূজামতিথি র্যস্য গেহান্নিবর্ত্ততে।
স যাতি নরকং ঘোরং পুণ্যং তস্মৈ প্রদায় চ॥ পাদ্মে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরে গৃহস্থাশ্রমে যাইয়া সুশীলা কুলজা ধর্ম্মচারিণী, অহঙ্কাররহিতা, সৌম্যা, সুচরিত্রা, প্রিয়বাদিনী কন্যার বিবাহ করিবে। গৃহীদিগের প্রথম ধর্ম্ম অতিথি সেবা। অতিথি, পূজা প্রাপ্ত না হইয়া যাহার গৃহহইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি অতিথিকে পুণ্য প্রদান করিয়া নরকে গমন করে।

দেবাশ্চ পিতরশ্চাপি প্রীয়ন্তেঽতিথি পূজনে।
আতিথ্যসদৃশং কর্ম্ম গৃহস্থানাং ন বিদ্যতে॥
যস্য নিত্যং স্থিতির্নাস্তি সোঽতিথিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বাশ্রমাণামধিকো গৃহাশ্রম উদাহৃতঃ॥
যস্মাত্তস্মিন্ সমায়ান্তি ভিক্ষার্থমাশ্রমাস্ত্রয়ঃ।
পিতৃদেবার্চ্চনং কার্য্যং গৃহিনা সুখমিচ্ছতা॥ পাদ্মে।

দেবগণ এবং পিতৃগণ অতিথি সেবাতে পরিতৃপ্ত হন। গৃহীদিগের

অতিথি সেবার সদৃশ অন্য কোন কার্য্য নাই। যে ব্যক্তি নিত্য অবস্থান না করেন তাঁহাকে অতিথি কহে। গৃহাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, যেহেতু গৃহস্থের আশ্রম ভিক্ষার জন্য ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী, এই তিন আশ্রমীই সমাগত হন। সুখাকাঙ্ক্ষী গৃহস্থেরা দেবতার অর্চ্চনা এবং পিতৃলোকের অর্চ্চনা (শ্রাদ্ধাদি) করিবে। অর্থাৎ দেবার্চ্চনা ও শ্রাদ্ধ গৃহীদিগের প্রধান ধর্ম্ম!

অগ্নয়োঽতিথিশুশ্রূষা যজ্ঞো দানং সুরার্চ্চনং।
গৃহস্থস্য সমাসেন ধর্ম্মোঽয়ং দ্বিজসত্তম॥ গারুড়ে।

অগ্নিসেবা, অতিথিসেবা, যজ্ঞ, দান, দেবার্চ্চন, গৃহস্থদিগের এই সকল ধর্ম্ম।

উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো দ্বিবিধো ভবেৎ।
কুটম্বভরণে যুক্তঃ সাধকোঽসৌ গৃহী ভবেৎ॥
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্ত্বা ভার্য্যাধনাদিকং।
একাকী যস্তুবিচরেৎ উদাসীনঃ স মৌক্ষিকঃ॥ গারুড়ে।

গৃহস্থ দুই প্রকার—সাধক ও উদাসীন। যিনি কুটুম্ব ভরণে নিযুক্ত থাকেন অর্থাৎ আত্মীয় ও আশ্রিত লোকের প্রতিপালন করেন, তিনি সাধক গৃহী। যিনি তিন ঋণ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ যজ্ঞদ্বারা দেব ঋণ, বেদাধ্যয়ন ও অতিথি সেবাদ্বারা ঋষিঋণ, অপত্যোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্র ধনাদিতে লিপ্ত না থাকিয়া একাকী বিচরণ করেন, তাঁহার নাম উদাসীন, তিনি মোক্ষাভিলাষী।

বানপ্রস্থাশ্রম।

সুতে ভার্য্যাং সমুন্যস্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা।
শান্তঃ শুদ্ধান্তরাত্মা চ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ॥
চরিতব্রহ্মচর্য্যস্য ব্রাহ্মণস* বিশাম্পতে।
কর্ত্তব্যানীহ রাজেন্দ্র কথ্যন্তে মুনিপুঙ্গবৈঃ॥
ভৈক্ষ্যচর্য্যাস্বধিকারঃ প্রশস্ত ইহ মোক্ষিণঃ।
যত্রাস্তমীতশায়ী স্যাৎ নিরগ্নিরনিকেতনঃ॥
যথোপলব্ধজীবী স্যাৎ মুনির্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নিরাশীঃ স্যাৎ সর্ব্বসমো নির্ভোগো নির্বিকারবান্॥
বিবেকী ধনপুত্রাদৌ বিতৃষ্ণঃ করুণঃ সদা।
সংসারং স্বপ্নবদ্বীক্ষ্য ক্ষান্তঃ সন্তুষ্টমানসঃ॥

* এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপলক্ষণ।

পত্রমূলফলাহারী জলাশী বায়ুভোজনঃ।
নিরাহারোঽথবা শুদ্ধোঽহর্নিশং তপ আচরেৎ॥ পাদ্মে।

ভার্য্যাকে পুত্রে সমর্পণ করিয়া বনে গমন করিবে, অথবা ভার্য্যার সহিতই বনে গমন করিবে। শান্ত এবং শুদ্ধাত্মা হইবে, সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত থাকিবে। যাহারা প্রথম ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করিয়াছে, তাহাদের গৃহাশ্রমের পরে এই কর্ত্তব্য মুনিরা বলিয়াছেন, অর্থাৎ আদৌ ব্রহ্মচারী হইবে, তৎপরে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে, তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে। মোক্ষার্থীদিগের ভিক্ষা চর্য্যাতে অধিকারই প্রশস্ত। সূর্য্যাস্তকালে যেখানে থাকিবে সেখানেই শয়ন করিবে। অগ্নি কিংবা কোন গৃহের অপেক্ষা করিবে না। যাহা লাভ করিতে পারে তদ্দারাই সন্তোষ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। দান্ত এবং জীতেন্দ্রিয় হইবে, আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী থাকিবে না। সর্ব্বত্র সমজ্ঞান রাখিবে, কোন বিষয়ে নিযুক্ত থাকিবে না। নির্ব্বিকার হইবে, ধন পুত্রাদিতে বিবেকী ও বিতৃষ্ণ হইবে। করুণাযুক্ত থাকিবে। সংসারকে স্বপ্ন প্রায় জ্ঞান করিবে এবং ক্ষমাশীল ও সন্তুষ্টমনা থাকিবে। পত্র মূল ফল আহার করিবে অথবা জলাহারী কিম্বা বায়ু ভোজন করিবে কিম্বা নিরাহারী হইয়া দিবারাত্র তপস্যা করিবে।

সন্ন্যাসাশ্রম।

চতুর্থমাশ্রমং বক্ষ্যে মুক্তিসোপানমেব হি।
গুরোঃ পুরোধমাসাদ্য ভিক্ষুঃ সন্ন্যাসধর্ম্মবিৎ।
বিচরেৎ সকলাৎ পৃথ্বীৎ লব্ধাশী শান্ত উৎসুকঃ।
যোগাভ্যাসরতো নিত্যং ধর্ম্মসঞ্চয়তৎপরঃ।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীনো বা ভিক্ষুকঃ সিদ্ধিমাপ্নুযাৎ॥ পাদ্মে।

মুক্তির সোপান চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাসাশ্রম) বলিব। ভিক্ষু ব্যক্তি গুরুর নিকটে সন্ন্যাসধর্ম্ম অভ্যাস করিয়া সকল পৃথিবী বিচরণ করিবে। যাহা লব্ধ হয় তাহাই ভোজন করিবে। শান্ত এবং উৎসুক বিশিষ্ট হইবে। যিনি ধর্ম্ম সঞ্চয়ে তৎপর ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইবেন; অথবা ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীন হইবেন অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ভোগ কামনা রহিত হইবেন; তাদৃশ ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) সিদ্ধি লাভ করেন।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ নিত্যতৃপ্তো মহামুনিঃ।
সম্যক্ চ দমসম্পন্নঃ স যোগী ভিক্ষুরুচ্যতে॥ গারুড়ে।

যাঁহার কেবল আত্মাতেই রতি আছে, যিনি নিত্যই পরিতৃপ্ত এবং মহামুনি, যিনি সম্যক্ প্রকার দমগুণ সম্পন্ন, সেই যোগীকেই ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) বলা যায়।

চতুর্থমাশ্রমো ভিক্ষোঃ প্রোচ্যতে যো মনীষিভিঃ।
তস্য স্বরূপং গদতো মম শ্রোতুং নৃপার্হসি॥
পুত্রদ্রব্যকলত্রেষু ত্যক্তস্নেহো নরাধিপ।
চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছেন্নির্ধূতমৎসরঃ॥
ত্রৈবর্গিকাংস্ত্যজেৎ সর্ব্বানারম্ভানবনীপতে।
মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু॥
জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙমনঃকর্ম্মভিঃ ক্বচিৎ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসঙ্গাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
একরাত্রস্থিতি গ্রামে পঞ্চরাত্রস্থিতিঃ পুরে।
তথা তিষ্ঠেদ্যথা প্রীতির্দ্বেষো বাস্য ন জায়তে॥
প্রাণযাত্রানিমিত্তঞ্চ ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
কালে প্রশস্তবর্ণানাং ভিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্ গৃহান্॥
কামঃ ক্রোধস্তথা দর্পলোভমোহাদয়শ্চ যে।
তাংস্তু দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাট্ নির্ম্মমো ভবেৎ॥
অভয়ঃ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ।
ন তস্য সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ॥

বিষ্ণুপুরাণে ৩ অংশে ৯ অধ্যায়ঃ।

হে নৃপ! পণ্ডিতেরা, চতুর্থ আশ্রমকে ভিক্ষুর আশ্রম বলিয়া থাকেন। এইক্ষণে ভিক্ষুর আশ্রমের স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। নরাধিপ! বানপ্রস্থ মুনি, পুত্র কলত্র ও সমুদায় দ্রব্যের মমতা রহিত হইয়া মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। অবনীপতে! ভিক্ষু ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় আরম্ভ অর্থাৎ বেদ বিহিত যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন এবং শত্রু মিত্র ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীর প্রতিই সমান সদয় ব্যবহার করিবেন। বাক্য মন বা কর্ম্ম দ্বারা জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি কোন প্রাণীরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকিবেন ও সকলের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। কোন গ্রামে এক রাত্রির অধিক ও কোন্ নগরে পঞ্চরাত্রির অধিক বাস করিবেন না। ইহার মধ্যেও যেখানে মনের প্রীতি জন্মে ও দ্বেষ হিংসাদির উদ্রেক না হয় এরূপ স্থানে থাকিবেন। যে সময়ে গৃহস্থের পাকাদির

অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, যে সময়ে সকলেই আহার করিবে, ঈদৃশ সময়ে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ভিক্ষার উদ্দেশে প্রশস্ত বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির গৃহে পর্য্যটন করিবেন। পরিব্রাট্ ব্যক্তি কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার প্রভৃতি সমুদায় দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মম হইবেন। যে মুনি সর্ব্ব প্রাণীকে অভয় দান করিয়া বিচরণ করেন, কোন প্রাণী হইতে তাঁহার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং শুচিঃ সসঙ্কল্পিতবুদ্ধিযুক্তঃ।
অনিন্ধনং জ্যোতিরিব প্রশান্তঃ স ব্রহ্মলোকং জয়তি দ্বিজাতিঃ॥
বিষ্ণুপুরাণং।

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদায় মিথ্যা, সমুদায় জগৎ ব্রহ্মেরই সঙ্কল্পমাত্র, এই রূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া যথোক্ত বিধানে পরম পবিত্র মুক্তির সাধন চতুর্থ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি অনিন্ধন জ্যোতিঃস্বরূপ ও প্রশান্ত অর্থাৎ শোক মোহাদি বিবর্জ্জিত শান্তির আশ্রয় ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থং ত্রয়াশ্রমাঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি গদিতা য আচারা দ্বিজস্য হি।
বৈখানসত্বং গার্হস্থ্যং আশ্রমং দ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুত্তমন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণদাচর।
স্বানি বর্ণাশ্রমোক্তানি ধর্ম্মাণীহ ন হাপয়েৎ।
যো হাপয়তি তস্যাসৌ পরিকুপ্যতি ভাস্করঃ॥
বামনপুরাণ ১৪ অধ্যায়ঃ।

গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম ক্ষত্রিয়ের বিধেয়। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রম বৈশ্যের বিধেয়। হে ক্ষণদাচর! (হে রাক্ষস) শূদ্রের কেবল এক গার্হস্থ্যাশ্রম বিধেয়। এই স্বীয় স্বীয় বর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্ম কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। যে বর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহার প্রতি সূর্য্যদেব কুপিত হন।

যদা ভগবান্ পুরুষরূপেণ সৃষ্টিং কৃতবান্ তদাস্য শরীরাৎ চত্বারো বর্ণা উৎপন্নাঃ। মুখতো ব্রাহ্মণা বাহুতঃ ক্ষত্রিয়া ঊরুতো বৈশ্যাঃ পাদতঃ শূদ্রা জাতাঃ। এতেষাং বর্ণানাং ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রেষু নিরূপিতাঃ সন্তি। তত্র ব্রাহ্মণধর্ম্মা উচ্যন্তে। অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চেতি। জীবিকা ত্রয়ঃ— অধ্যাপনং যজনং প্রতিগ্রহশ্চেতি। ক্ষত্রিয়স্য ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ —অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চেতি। প্রজা রক্ষণং জীবিকা।

> বৈশ্যস্য ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ—অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চেতি।
> চতস্রো জীবিকাঃ—কৃষিঃ গোরক্ষণং বাণিজ্যঃ কুশীদঞ্চ।
> শূদ্রস্য তু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুশ্রূষা ধর্ম্মো জীবিকা চ॥
> ইতি পুরাণার্থপ্রকাশঃ।

যে সময়ে ভগবান্ পুরুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার শরীর হইতে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি হয়। মুখহইতে ব্রাহ্মণ, বাহুহইতে ক্ষত্রিয়, উরুহইতে বৈশ্য, পাদহইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। এই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম শাস্ত্রে নিরূপিত আছে। প্রথম ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলা হইতেছে। অধ্যয়ন, যজন, দান, এই তিন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। অধ্যাপন, যাজন (পৌরহিত্য) প্রতিগ্রহ, এই তিন ব্রাহ্মণের জীবিকা। অধ্যয়ন, যজন, দান, এই তিন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। প্রজারক্ষা ক্ষত্রিয়ের জীবিকা। অধ্যয়ন, যজন, দান এই তিন বৈশ্যের ধর্ম্ম। কৃষিকার্য্য, পশুপালন, বাণিজ্য, কুশীদ অর্থাৎ সুদগ্রহন, এই চারি বৈশ্যের জীবিকা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শুশ্রূষা শূদ্রের ধর্ম্ম ও জীবিকা।

> ব্রাহ্মণা আশ্রমচতুষ্টয়বন্তো ভবন্তি। ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বানপ্রস্থঃ সন্ন্যাসী চ। তত্রোপনয়নানন্তরং নিয়মং কৃত্বা যো গুরোঃ সন্নিধৌ স্থিত্বা সাঙ্গবেদাধ্যয়নং করোতি স ব্রহ্মচারী। ১। সাঙ্গবেদাধ্যয়নং সমাপ্য যো দারপরিগ্রহং কৃত্বা স্বধর্ম্মাচরণং করোতি স গৃহস্থ উচ্যতে। ২। পুত্রমুৎপাদ্য যো বনবাসং কৃত্বা অকৃষ্টপচ্যফলাদি ভক্ষয়িত্বা ঈশ্বরারাধনং করোতি স বানপ্রস্থ উচ্যতে। ৩। যঃ সর্ব্বং গৃহাদিকং ত্যক্ত্বা মুণ্ডিতমুণ্ডো গৈরিককৌপানাচ্ছাদনং দণ্ডং কমণ্ডলুঞ্চ বিভ্রৎ ভিক্ষাবৃত্তির্নির্জনে তীর্থে বা স্থিত্বা কেবলমীশ্বরারাধনং করোতি স সন্ন্যাসীত্যুচ্যতে। ৪। ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োস্তু প্রথমাশ্রমত্রয়ং বিহিতং শূদ্রস্যৈকএব গৃহস্থাশ্রমঃ। ঈশ্বরারাধনন্তু সর্ব্বেষাং বর্ণানাং আশ্রমাণাঞ্চ সাধারণো ধর্ম্মঃ॥ ইতি পুরাণার্থপ্রকাশঃ।

ব্রাহ্মণেরা, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, এই চারি আশ্রমবিশিষ্ট হইতে পারিবেন। যিনি উপনয়নের পরে নিয়ম পূর্ব্বক গুরু সন্নিধানে থাকিয়া সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী কহে। সাঙ্গবেদের অধ্যয়ন সমাপন করিয়া যিনি দারপরিগ্রহপূর্ব্বক স্বধর্ম্মাচরন করেন, তাঁহাকে গৃহী কহে। পুত্রোৎপাদন করিয়া যিনি বনবাস করেন, এবং অকৃষ্ট পচ্য ফল ভক্ষণ করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করেন,

তাঁহাকে বানপ্রস্থ কহে। যিনি গৃহাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক গৈরিক কৌপীন আচ্ছাদন ধারণ করেন এবং দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করেন, ভিক্ষাবৃত্তির অবলম্বন করেন, নির্জ্জনে বা তীর্থস্থানে থাকিয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসী কহে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের প্রথম তিন আশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম বিহিত, সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত নহে। শূদ্রের কেবল এক গৃহস্থাশ্রমই বিহিত, অন্য তিন আশ্রম বিহিত নহে। ঈশ্বরের আরাধনা সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমেরই সাধারণ ধর্ম্ম।

পূর্ব্বোল্লিখিত পৌরাণিক বচন গুলি মন্বাদি স্মৃতির ও পরস্পর পুরাণাদি সকলের অবিরুদ্ধ। এই সকল প্রমাণদ্বারা এই মাত্র স্থির হইতেছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি মাত্র বর্ণ। চতুর্বর্ণ, অতএব বর্ণধর্ম্মও চতুর্ধা কথিত হইয়াছে। চতুর্বর্ণ, অতএব ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থ বানপ্রস্থ ভিক্ষু এই চারিপ্রকার আশ্রম পুরাণাদিতে কথিত আছে। পঞ্চম বর্ণ নাই, অতএব বর্ণধর্ম্ম পঞ্চ প্রকার কোন শাস্ত্রে কথিত নাই, এবং পঞ্চম আশ্রমও কোন শাস্ত্রে উক্ত নাই। কায়স্থজাতি যদি স্বতন্ত্র বর্ণ হইত, অথবা আদিম মূলজাতি হইত, তবে অবশ্যই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই আদিম মূলজাতি বর্ণচতুষ্টয়ের বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের ন্যায় কায়স্থদিগেরও বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম শাস্ত্রে কথিত হইত। যখন কোন শাস্ত্রেও কায়স্থদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম কথিত নাই, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের অন্য তমের মধ্যে অর্থাৎ শূদ্রজাতির মধ্যে কায়স্থজাতির অন্তর্ভাব, অথবা কায়স্থজাতি বর্ণসঙ্কর। কায়স্থকুলভাস্কর কায়স্থজাতিকে পঞ্চমবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন, তদ্বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ দর্শাইতে পারেন নাই, কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায়, তাঁহার সেই কাল্পনিক মত স্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের বিপরীত। মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন, চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত পঞ্চম বর্ণ নাই।

শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রং ক্ষত্রিয়স্য চ।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

ব্রাহ্মণেরা নামের অন্তে শর্ম্মা ও দেব উল্লেখ করিবে। ক্ষত্রিয়েরা নামের অন্তে বর্ম্মা উল্লেখ করিবে। মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতির ক্ষত্রিয়বদ্ব্যবহার অতএব তাহাদের নামের অন্তেও বর্ম্মা শব্দের উল্লেখ, তাহাদের জন্য অন্য কোন বিধি নাই। বৈশ্যেরা নামের অন্তে গুপ্ত শব্দের উচ্চারণ করিবে। অম্বষ্ঠজাতি ও মাহিষ্যজাতি বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ বৈশ্যবৎ-ব্যবহার, অতএব অম্বষ্ঠ মাহিষ্যেরাও নামের অন্তে গুপ্ত উল্লেখ করিবে।

শূদ্রেরা নামের অন্তে দাস শব্দের উল্লেখ করিবে। কায়স্থ তেলী মালী কামার কুমার গোপ নাপিত কৈবর্ত্ত প্রভৃতি অন্য সমুদায় জাতিরই শূদ্রবদ্ব্যবহার, অতএব অন্য সমুদায় জাতি নামের অন্তে দাস শব্দের উল্লেখ করিবে। চতুর্বর্ণ, অতএব চতুর্বর্ণের নামের অন্তে বিশেষ বিশেষ উল্লেখের বিধান শাস্ত্রে আছে। যদি কায়স্থজাতি চতুবর্ণাতিরিক্ত পঞ্চম বর্ণ হইত, তবে তাহাদের নামের অন্তেও কোন না কোন শাস্ত্রে বিশেষ উল্লেখের বিধান থাকিত। কায়স্থজাতির শূদ্রজাতিতে অন্তর্ভাব অর্থাৎ ইহাদের শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার, অতএব সকল দেশের কায়স্থেরাই স্বীয় স্বীয় নামের অন্তে চিরকাল দাস শব্দের উচ্চারণ করিয়া আসিতেছে। কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত, বর্ম্মার দেশ হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত, কোন দেশে কায়স্থজাতির নামের অন্তে বর্ম্মা শব্দের উল্লেখ নাই।

পুরাণানুসারে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি ও বর্ণধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি কথিত হইল। এইক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের বিশেষ বিশেষ প্রভেদ বলা যাইতেছে।

ব্রাহ্মণ জাতির প্রভেদ।

ইদানীং বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতির নানাপ্রকার প্রভেদ দেখা যায়। বঙ্গদেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, সপ্তশতী, বৈদিক, এই চারি প্রকার প্রভেদ আছে। পশ্চিম দেশেও সারস্বত, কৌনজ মাথুর* মাগধ† শাকদ্বীপী বাভন (অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ) এই কয়েকটি প্রভেদ দেখা যায়। এদেশেও অগ্রদানী, ভট্টগণক ও রাঘব ইহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

প্রখ্যাত আছে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে এদেশে বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের লোপ হয়। তদবধি এতদ্দেশীয় আদিম নিবাসী ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা বুদ্ধি বিহীন হইতে থাকেন। বঙ্গাধিপতি আদিশূর যখন এদেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তখন এখানে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইয়া কান্যকুব্জান্তর্গত কোলাঞ্চ দেশহইতে পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ জন ব্রাহ্মণের আনয়ন করেন। তাহাদিগের সন্তানগণ এইক্ষণে এদেশে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে বিখ্যাত।

ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতঃ॥

* মথুরার চৌবে ব্রাহ্মণ।
† গয়ার পাণ্ডা।

শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতিস্মৃতঃ॥
পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥ কুলদীপিকা।

কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ, এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্র, দক্ষ কাশ্যপগোত্র, ছান্দড় বাৎস্যগোত্র, শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজগোত্র, বেদগর্ভ সাবর্ণগোত্র। পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, এই পঞ্চগ্রাম পঞ্চজনের বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছিল।

ভট্টতো ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শঃ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশো বেদগর্ভতঃ।
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়ান্মুনেঃ॥ ধ্রুবানন্দকৃত মিশ্রগ্রন্থঃ।

ভট্টনারায়ণ হইতে ষোড়শ পুত্র, দক্ষ, হইতে ষোড়শ পুত্র, শ্রীহর্ষ হইতে চারি পুত্র, বেদগর্ভ হইতে দ্বাদশ পুত্র, ছান্দড় হইতে অষ্ট পুত্র, উক্ত পঞ্চজনের এই ছাপ্পান্ন পুত্র উৎপন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রামে বাস করেন; ঐ হইতেই ইহাদিগের পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই এই গাথাটি প্রথিত হইল।

উক্ত ছাপ্পান্ন জনের অধস্তন সন্তানদিগের মধ্যে পরস্পর অন্তর্বিচ্ছেদ হইলে পর, কতকগুলি রাঢ়দেশে কতকগুলি বারেন্দ্রদেশে বাস্তব্য করিতে লাগিলেন; তদবধি রাঢ়ী ও বারেন্দ্রবংশ বিস্তৃত হইতে লাগিল। যাঁহারা অনুগাঙ্গপ্রদেশে ও রাঢ়দেশে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ী নামে খ্যাত, যাঁহারা বারেন্দ্রভূমে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র নামে খ্যাত।

কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা এদেশে বাস করিতেন, তাঁহারা সপ্তশতী নামে খ্যাত। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা বুদ্ধি বৈদিক কার্য্য প্রভৃতি সমুদায় বিষয়েই কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ নিকটে পরাভূত হইয়াছিলেন; পরে আপনাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া নিষ্প্রভ হইতে লাগিলেন। আপনাদিগকে সপ্তশতী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন। কালক্রমে সপ্তসতী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অনেকেই শঠতা পূর্ব্বক রাঢ়ী, বারেন্দ্র মধ্যশ্রেণী ও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পরিলীন হইয়াছেন। স্থল বিশেষে অনেকে অধম

জাতির পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া বর্ণব্রাহ্মণ মধ্যে পরিণত হইয়াছেন; কোথাও বা অগ্রদানী কোথাও বা গৃহাচার্য্য রূপে আছেন। এই সকল কারণবশতঃ ক্রমশঃ সপ্তশতীর সংখ্যা অল্প হইয়াছে।

বৈদিক ব্রাহ্মণ।

বৈদিক ব্রাহ্মণ দুই প্রকার, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য। দাক্ষিণাত্যদিগের কন্যা গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠা হইলে অশৌচান্তে বরপক্ষীয়ের সহিত বাগ্দান হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে সেই প্রথার প্রচলন নাই।

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলউৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্য-দক্ষিণ-বাসিনঃ॥

সারস্বত (সরস্বতী নদীর নিকট স্থান), * কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, উৎকল, এই পঞ্চস্থান পঞ্চগৌড় নামে নির্দ্দিষ্ট। ঐ সকল দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ কহে। ইহারা বিন্ধ্যাচলের উত্তরে বাস করিতেন। কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, ঐ সকল স্থান বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণদিকে স্থিত, এবং পঞ্চদ্রাবিড় নামে খ্যাত। ঐ সকল দেশবাসী ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণ কহে। পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই দশ প্রকার শ্রেণী বিভাগ ছিল।

যাঁহারা দক্ষিণ দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক; যাঁহারা পশ্চিম দেশ হইতে অথবা রাঢ়ীয় বারেন্দ্রদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তীকালে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা এদেশে পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত।

বৈদিকেরা যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রদিগের পশ্চাৎবর্ত্তীকালে এদেশে আগমন করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, বৈদিকের সংখ্যা অল্প। ইহার কারণ এই, রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ বহুকাল যাবৎ এদেশে আসিয়াছেন। তাঁহাদের অনেক সন্তান ও সন্ততি হইয়া বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। বৈদিকগণ অল্পকাল যাবৎ এদেশে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা তাদৃশ বিস্তৃত হইতে পারেন নাই। বিশেষ বৈদিকেরা

* ইদানীং সারস্বত ব্রাহ্মণ পাঞ্জাব দেশে প্রসিদ্ধ ও বিস্তৃত।

নিগাই বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাঁরা রাঢ়ী বারেন্দ্রদিগের ন্যায় কোন গাঁই বা গ্রামীণ বলিয়া খ্যাত নহেন, ইহাতে বোধ হয়, ইহাঁরা বঙ্গাধীশ্বর কর্তৃক আনীত নহেন; রাজদত্ত সম্মান সূচক কোন গ্রাম প্রাপ্ত হন নাই, অতএব ইহাঁরা নিগাই।

বৈদিকদিগের বিষয়ে নানাপ্রকার মতভেদ ও জনশ্রুতি আছে। কেহ২ বলেন,—

সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।

মাথুর ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মথুরাবাসী চোবে ব্রাহ্মণ এবং মাগধ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ গয়ায় পাণ্ডা (গয়ালী) ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সমুদায় ব্রাহ্মণগণকেই কান্যকুব্জ কহে। অর্থাৎ পঞ্চ গৌড় পঞ্চ দ্রাবিড়, সমুদায় ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ শব্দে নির্দ্দিষ্ট। ইহার যুক্তি এই, মনুতে উক্ত আছে,—

সরস্বতী দৃশদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরং।
তংদেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
অস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সন্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥

সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে দেবনির্ম্মিত দেশ (পুণ্যদেশ), তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে। এই দেশে পারম্পর্য্য ক্রমাগত যে আচার অর্থাৎ প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত যে আচার, তাহাই বর্ণ চতুষ্টয়ের এবং বর্ণসঙ্কর জাতির সদাচার বলিয়া খ্যাত। ইহাদ্বারা জানা যায়, পূর্ব্বে সমুদায় ব্রাহ্মণই সারস্বত ছিল। পরে সারস্বত দেশ হইতে বহির্গত হইয়া অন্য২ দেশে গিয়াছেন, এবং পূর্ব্বে যে পঞ্চগৌড় বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রথমেই সারস্বত উক্ত আছে।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরং॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন, এই সকল দেশকে ব্রহ্মর্ষিদেশ কহে, ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের পরেই এই দেশ। এতদ্দেশজাত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীস্থ সমস্ত মানবেরা চরিত্র শিক্ষা করিবে। এই সমুদায় দেশ কান্যকুব্জ শব্দে নির্দ্দিষ্ট। ব্রাহ্মণগণের বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে কান্যকুব্জ হইতে নির্গত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত হন, পরে ক্রমে দাক্ষিণাত্য দেশে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অতএব সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে কান্যকুব্জ শব্দে নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

অব্রাহ্মণ্যেষু তীর্থেষু কান্যকুব্জা নিয়োজিতাঃ।
তীর্থেষু চ বিশেষেণ বৈদিকা বেদপারগাঃ॥ ভৃগুভারতসংহিতা।

ইহাদের মধ্যে যাহারা সকলের চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ ও সদাচার শিক্ষা বিষয়ে অগ্রগণ্য হইয়া অব্রাহ্মণ্য তীর্থ সকলে চরিত্র শিক্ষা ও বেদ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা কান্যকুব্জ নামেই খ্যাত রহিলেন। যাঁহারা বিশিষ্ট বেদ পারগ হইয়া বিশেষ২ তীর্থে নিযুক্ত থাকিলেন, তাঁহারা বৈদিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা পঞ্চ দ্রাবিড়ে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, অন্ধ্রবাসী এই পঞ্চ দ্রাবিড়ী নামে খ্যাত হইলেন। ইহারা বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ দেশবাসী। বোধ হয়, এই কারণেই ঐ সকল দেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে দাক্ষিণাত্য বৈদিক কহে।

কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে দাক্ষিণাত্য দেশে বৈদিক ক্রিয়ার লোপ হইয়াছিল। সে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের জন্য দাক্ষিণাত্য দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ সংস্থাপন করাইয়াছিলেন, তাঁহারা বৈদিক নামে খ্যাত।

কেহ কেহ বলেন, এদেশে কান্যকুব্জদিগের আগমনের পূর্ব্বে এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে (সপ্তশতী ব্রাহ্মণের মধ্যে) যে প্রকার বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের লোপ হইয়াছিল, কালক্রমে তান্ত্রিক কর্ম্মের বাহুল্য প্রযুক্তই হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশতই হউক, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের হ্রাস হইয়াছিল। তখন ইহাদিগের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়ার উপদেষ্টার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। সে সময়ে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত জনপদে ও মুষলমান-দিগের দৌরাত্ম্যে বেদ চর্চ্চার হ্রাস হইয়াছিল। তৎকালে মহারাষ্ট্রীয় দিগের প্রাদুর্ভাব বশতই হউক, বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানোন্মুখে উজ্জয়নীর প্রাদুর্ভাব বশতই হউক, দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য দেশে বেদের বহুল সমালোচনা ছিল। কান্যকুব্জেরা দ্রাবিড়াদিদেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণের নিকটে বেদের যথার্থ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া যত্নক্রমে তাঁহাদিগকে নিকটে বাস করাইয়াছিলেন। তদবধি ইহারা এদেশে বৈদিক নামে খ্যাত। ইহাঁরা এ দেশের খাদ্য সুখ, বাস সুখ ও অনুগাঙ্গ প্রদেশকে পুণ্য ভূমি মনে করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে২ ইহাদের এদেশে দীর্ঘ বাস নিবন্ধন স্বদেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত আদান প্রদান ও আহারাদি রহিত হইতে লাগিল। সুতরাং

ইহারা চিরকালের নিমিত্ত এতদ্দেশবাসী হইলেন। কান্যকুব্জেরা ইহাদের নিকটে পুনর্ব্বার বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহাদিগকে পুরোহিত ও গুরু পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি এদেশে যজ্ঞাদি বিশেষ বৈদিক কার্য্যে ইহাদেরই অধিকার রহিল। ইহারাও বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন। ইহারা প্রথমে উড়িষ্যায় আসিয়া বাস করেন, তৎপরে বঙ্গে আগমন করেন। ইহাদের আগমন সময়ে এদেশে তান্ত্রিক মত সমধিক প্রবল ছিল; সুতরাং বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকেও তান্ত্রিক মতে চলিতে হইয়াছিল, অতএব ইহারা অনেকের তান্ত্রিক গুরুও হইয়াছেন। কিন্তু কান্যকুব্জেরা এতকালের মধ্যে বৈদিকদিগের গুরুপদে বা পৌরহিত্য পদে প্রায় অভিষিক্ত হইতে পারেন নাই। ইদানীং কদাচিৎ কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বৈদিকেরা কান্যকুব্জদিগকে পৌরহিত্য পদে অভিষিক্ত করেন।

কেহ কেহ বলেন, শ্যামলবর্ম্ম নামক কোন এক রাজা ছিলেন। তাঁহার গৃহোপায় দৈবাৎ এক শকুন পক্ষী পড়িয়াছিল। সভাসদেরা বলিল, শকুন পক্ষী গৃহে পড়িলে অমঙ্গল হয়। রাজা ব্যস্ত হইয়া ঐ অমঙ্গল নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে এক জন বৃদ্ধ রাজ সভায় বলিল, ঐ শকুন ধরিয়া তাহার মাংস দ্বারা শাকুন সত্র (শকুনের মাংস দ্বারা যজ্ঞ) করিতে পারিলে, এই দোষের শান্তি হয়। রাজা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহার শান্তির জন্য শাকুন সত্র করিতে উদ্যোগী হন; কিন্তু তৎকালে তাঁহার সভাসদ এমন কেহ ছিলেন না যে, শাকুন সত্রের বিধি বিধান অবগত আছেন, এবং শকুন মাংস দ্বারা যজ্ঞ করিতে সক্ষম। পরে রাজা বহু অনুসন্ধান করিয়া ভিন্ন দেশ হইতে শৌনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, এই পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া শাকুন সত্রের সমাপন করেন। ব্রাহ্মণেরা রাজদত্ত সম্মান লাভ করিয়া সন্তোষ হন, এবং রাজার প্রার্থনা অনুসারে এদেশে বাস্তব্য করিতে সম্মত হন। পরে ঐ ব্রাহ্মণেরা স্বদেশে যাইয়া সবন্ধু, সভৃত্য, সস্ত্রীক এখানে আগমন করেন। সে সময়ে তাহাদের সঙ্গে এদেশে বাৎস্য গোত্র ও কাশ্যপ গোত্রের বৈদিকেরাও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এখানে বৈদিক আখ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সপ্তগোত্রের বৈদিক রাজদত্ত সম্মান অনুসারে জয়ারি, গৌড়ারি কোটালিপাড়া, আখরা, পানকুণ্ড, মরীচি গ্রাম, বা সামন্তসার, নবদ্বীপ, এই সপ্ত গ্রামে বাস করেন। কেহ২

একথাও বলেন, নবদ্বীপে ভরদ্বাজগোত্র বৈদিকদিগের আদিম নিবাস। চৈতন্যদেব এই ভরদ্বাজগোত্র বৈদিকদিগের বংশসম্ভূত। *

মেদিনীপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এক ভিন্ন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারা মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচয় দেন। যে সকল রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, উৎকল প্রভৃতিরা এক সময়ে শ্রেণাবন্ধন অতিক্রম করিয়া পরস্পর আদান প্রদানে রত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী বলিয়া খ্যাত। ইহাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক কুলমর্য্যাদা নাই, যিনি সদ্‌গুণ সদাচার সম্পন্ন তিনিই মর্য্যাদাপন্ন। ইহাঁরা নিতান্ত অপকৃষ্ট নহেন।

যাঁহারা পশ্চিম দেশ বা দক্ষিণ দেশ হইতে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিকদিগের পরবর্ত্তী কালে এদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন, অথচ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিকদিগের সহিত আদান প্রদান নাই, তাঁহারা এইক্ষণে ঔপনিবেশিক নামে খ্যাত। ইহাঁদের মধ্যে দোবে, চৌবে, পণ্ডিত, তেওয়ারী, পাঁড়ে, মিশ্র, ত্রিপাঠী, ত্রিবেদী, শুক্ল, শাস্ত্রী, অগ্নিহোত্রী, ঠাকুর, ওঝা, ভিক্ষা, দশাশ্বমেধী, সৎপথী, পীথী, রাজপথী, এই সকল উপাধি আছে।

* কেহ কেহ বলেন, রাজা আদিশূর শাকুনসত্রের নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন ব্রাহ্মণের আনয়ন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যে ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; এবং তাঁহারা যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের পরে এদেশে আসিয়াছেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশে শ্যামলবর্ম্ম নামক কোন রাজা ছিলেন, একথা স্বদেশীয় কি বিদেশীয় কোন ইতিহাস লেখক উল্লেখ করেন নাই; বৈদ্যবংশীয় সেন রাজাদিগের পরে বঙ্গরাজ্য কোন হিন্দুরাজার অধিকারভুক্ত হয় নাই; অথচ ইহাও নিশ্চয় যে কান্যকুব্জেরা বৈদ্যবংশীয় সেনরাজা কর্ত্তৃক আনীত হওয়ার পরে বৈদিকেরা এদেশে আসিয়াছেন। শ্যামল বর্ম্মকর্ত্তৃক বৈদিকেরা আসিয়াছেন, এ প্রবাদ বঙ্গদেশের নহে, বোধ হয় বঙ্গের নিকটবর্ত্তী কোন দেশে (উড়িষ্যাদি-স্থানে) শ্যামলবর্ম্ম নামক কোন রাজা বৈদিকদিগকে প্রথমে আনয়ন করেন। পরে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিকদিগের বিশিষ্টরূপে বেদপারগতা অবগত হইয়া বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য বঙ্গদেশে আনিয়া অবস্থিতি করান, তদবধি ইহারা বৈদিক পুরোহিত নামে খ্যাত। ইহারা প্রথমে বঙ্গে আসিয়া জয়ারি প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

শূনক, সাবর্ন, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, কাশ্যপ, এই সপ্ত গোত্র ভিন্ন যে আর এদেশে বৈদিক নাই, একথা বলা যায় না। বৈদিকদিগের মধ্যে গৌতম, জামদগ্ন্য, মৌদ্‌গল্য প্রভৃতি গোত্রও দেখা যায়। পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে কোঁয়াড়ী ও জোঁয়াড়ী এই দুই শ্রেণী বিভাগ আছে। জোঁয়ারিদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য, সাবর্ন, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, মৌদ্‌গল্য গোত্রের বংশগুলি বিশেষ মান্য (কুলীন স্থানীয়)।

প্রবাদ আছে ভরদ্বাজ গোত্রের বৈদিক চৈতন্যদেবের পিতামহ উপেন্দ্রমিশ্র শ্রীহট্টহইতে আসিয়া নবদ্বীপে বাস করেন।

মাগধো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিতো দ্বিজ এব চ।

বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো যায়তে তথা॥ ভগবদ্ভারতসংহিতা।

মাগধ ব্রাহ্মণদিগকে (গয়ার পাণ্ডা গয়ালীদিগকে) ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণ কহে। প্রবাদ আছে, ব্রহ্মা গয়া ক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইহাঁদিগকে ব্রাহ্মণ কল্পনা করেন। তদবধি ইহাঁরা তীর্থগুরু হইয়াছেন। মাথুরদিগের উৎপত্তি বিষয়ে কথিত আছে যে, তাঁহারা বরাহ কল্পে ভগবান্ বরাহদেবের ঘর্ম্মবিন্দু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ মাগধ ও মাথুর ব্রাহ্মণ তীর্থস্থানে থাকেন। তীর্থগুরু বলিয়াই তাঁহাদের এত মহিমা। তীর্থস্থান পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের তাদৃশ মহিমা থাকে না।

শাকদ্বীপাৎ সুপর্ণেন আনীতো দ্বিজপুঙ্গবঃ।

শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপে বভূব হ।

স চ রাজ্ঞা নিযুক্তো বৈ দেবতাপূজকোঽভবৎ।

দেবাজীবাৎ স ধর্ম্মাত্মা দেবলত্ব মুপাগতঃ।

দেবলাৎ গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ।

তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি তিথিবারবিবেচনং।

ব্রাহ্মণাগ্রে তু কথনং গ্রহাণাং স্থানচারণং॥ জাতিমালা।

শাক দ্বীপ হইতে গরুড় যে ব্রাহ্মণ পুত্রের আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানেরা এইক্ষণে জম্বুদ্বীপে শাকদ্বীপী বলিয়া খ্যাত।* সেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ রাজা কর্তৃক দেবপূজাতে নিযুক্ত হইয়া দেবল ব্রাহ্মণ হইলেন। দেবল ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভে গণকের উৎপত্তি। গণকের বৃত্তি তিথি, বারাদির বিবেচনা করা এবং ব্রাহ্মণের নিকটে গ্রহগণের স্থান ও সঞ্চার নিবেদন করা।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, কুলার্ণবের বচন নিচয়ের তাৎপর্য্য ঐক্য করিলে জানা যায়, দেবল নামক একজন শাকদ্বীপী মনুষ্যকে গরুড় জম্বুদ্বীপে আনয়ন করেন। তাহাকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ কেহ বা অন্য জাতীয় লোক বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। তাহার জ্যোতির্বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈশ্যার সহযোগে তাঁহার গাঙ্গ নামক এক পুত্র জন্মে। বৈশ্যা কুলভয়ে তাহাকে বর্জ্জন করেন। দেবল তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যায় তাহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

* এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম দেশে চিকিৎসা করেন। তাঁহাদিগকে বৈদ্য কহে। পশ্চিম দেশে ইহারা জ্যোতির্বিৎ, জ্যোতিষ গণনা করেন এবং দেবতা পূজাতে ব্রতী থাকেন। ইহারা বলেন, জাম্বুবতী-পুত্র শাম্বের যে সময়ে কুষ্ঠরোগ জন্মিয়াছিল, সে সময়ে তাঁহার চিকিৎসার নিমিত্ত শাকদ্বীপ হইতে ইহাঁরা গরুড় কর্তৃক আনীত হন।

সে কোন্ জাতীয় লোক, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অতএব সে পিতৃকুল প্রাপ্ত হইল না, মাতৃকুলও প্রাপ্ত হইল না, অধম হইল। তাহার সন্তানগণকে গণক বা দৈবজ্ঞ কহে।

বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রয়োষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ।
তে চ গ্রামগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি।

শৌনক উবাচ।

কথং ব্রাহ্মণপত্ন্যান্তু সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনীসুতঃ।
অহো কেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥

সৌতিরুবাচ।

গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং নরসত্তম।
দদর্শ কামুকীং কান্তাং পুষ্পোদ্যানে মনোরমে॥
তয়া নিবারিতো যত্নাৎ বলেন বলবান্ সুরঃ।
অতীবসুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোরমে।
সদ্যো বভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ॥
সপুত্রা স্বামিনো গেহং জগাম ব্রীড়িতা তদা।
স্বামিনং কথয়ামাস যন্মার্গে দৈবাদিসঙ্কটং॥
বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীং।
সরিদ্বভূব যোগেন সা চ গোদাবরী স্মৃতা॥
পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ।
নানা শিল্পঞ্চ শস্ত্রঞ্চ স্বয়ং স রবিনন্দনঃ॥
বিপ্রশ্চ জ্যোতির্গণনাৎ বেদনাচ্চ নিরন্তরং।
বেদধর্ম্মপরিত্যক্তো বভূব গণকো ভুবি॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ অধ্যায়ঃ।

অশ্বিনীকুমার দ্বারা ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদ্যের (গণকের) উৎপত্তি। সেই বৈদ্যের ঔরসে শূদ্রা গর্ভে অনেক সন্তান জন্মে। তাহারা গ্রামের গুণজ্ঞ এবং অনেক মন্ত্র জানে। সেই সকল মন্ত্রজ্ঞ বৈদ্য হইতে শূদ্রা গর্ভে ব্যালগ্রাহীর (সাপুড়িয়ার) জন্ম হয়। তাহাদিগকে মাল বৈদ্য কহে। ইহাদিগের নাম বিষবৈদ্য বা সর্পবৈদ্য। শৌনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার কি প্রকারে ব্রাহ্মণীগর্ভে বীর্য্যাধান করিল। সৌতি বলিয়া ছিলেন। কোন ব্রাহ্মণী তীর্থ যাত্রাতে গমন করিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমার তাহাকে অতি সুন্দরী দেখিয়া পুষ্পোদ্যানে বল পূর্ব্বক গর্ভাধান করেন। ব্রাহ্মণী পুষ্পোদ্যানেই

সেই গর্ভ ত্যাগ করেন, তাহাতে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ অতি সুন্দর এক পুত্র জন্মে। ব্রাহ্মণী ঐ পুত্র সঙ্গে করিয়া স্বামীর গৃহে উপস্থিত হন, এবং স্বামীকে দৈবকৃত সঙ্কট সমস্ত বলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধিত হইয়া সেই পুত্র ও স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণী যোগবলে গোদাবরী নদী হইলেন। অশ্বিনীকুমার ঐ পুত্রকে লইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করান এবং নানাবিধ শিল্প ও শস্ত্র শিক্ষা করান। ঐ বিপ্র সর্ব্বদা জ্যোতির্গণনা করিতেন ও জ্যোতিঃশাস্ত্র বলিতেন; বেদাধ্যয়ন করিলেন না, অতএব বেদধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া গণক নামে খ্যাত হইলেন।

সেই ব্রাহ্মণ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, অতএব তাহার নাম বৈদ্য হইল। পশ্চিম প্রদেশে অনেক স্থানে গণকেরাই চিকিৎসা করে, তাহাদিগকে বৈদ্য কহে। ইহারা নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়, বিশেষ জ্যোতির্গণনায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন, কিন্তু ইহাদিগকে প্রায় কেহ পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী করে না। ইহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন।

লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রাণামগ্রেদানং গৃহীতবান্।
গ্রহণান্মৃতদানানামগ্রদানী বভূব সঃ॥ জাতিমালা।

যে লোভী বিপ্র অগ্রে শূদ্রদিগের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মৃত উদ্দিশ্যে যে দান তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি অগ্রদানী হইলেন।

ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা বর্ণানাং ব্রাহ্মণোঽভবৎ॥ জাতিমালা।

ব্রাহ্মণেরা পতিত হইয়া বর্ণব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

ভট্ট ব্রাহ্মণ দুই প্রকার। এক প্রকার ভট্ট আছে, তাহারা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। এইক্ষণে যেমন ন্যায়রত্ন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি উপাধি হয়, পূর্ব্বকালে বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞদিগের সেই প্রকার ভট্ট, গিরি, পুরি, ভারতী, সরস্বতী ইত্যাদি উপাধি ছিল। পূর্ব্বে যে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া ভট্ট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানেরা অদ্য পর্য্যন্তও সেই ভট্ট উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন। অন্য এক প্রকার ভট্ট আছে, তাহারা বর্ণসঙ্কর, কিন্তু এইক্ষণে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

বৈশ্যায়াং সূতবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ॥

সূতজাতীয় পুরুষের ঔরসে বৈশ্যা গর্ব্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল,

তাহার নাম ভট্ট। তিনি যাবুদূক ও সকলের স্তুতি পাঠক ছিলেন। ইহাদিগকে ভাট কহে।

পশ্চিম দেশে বাভন নামক এক জাতি আছে, তাহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণী কৃত্রিম ব্রাহ্মণ। ইহাদের গলায় পৈতা আছে এবং উপনয়নও হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার কিছুই নাই। ইহারা ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা গায়িত্রী জানে না, লিখা পড়াও শিখে না, হাল চাস অর্থাৎ কৃষিকার্য্য এবং দ্বারবানের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের বিষয়ে এই প্রবাদ আছে, মগধাধিপতি রাজা জরাসন্ধ যখন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। লক্ষ ব্রাহ্মণ সংগ্রহ হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সেই সময়ে ইহারা গলায় পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজার যজ্ঞে ভোজন করে। ইহাদের দ্বারা লক্ষ ব্রাহ্মণ পূর্ণ হয়। পরে শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা জানিতে পারিলেন যে, ইহারা কৃত্রিম ব্রাহ্মণ। তদবধি রাজাজ্ঞানুসারে ইহারা ব্রাহ্মণ হইল; কিন্তু অদ্য পর্য্যন্তও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা ইহাদের সহিত আহার ব্যবহার করেন না এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করেন না। বঙ্গ দেশে রাঘব ব্রাহ্মণের সংখ্যাও এই প্রকারে বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ জাতির পরিশিষ্ট।

কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানেরাই এইক্ষণে এদেশে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের ছাপ্পান্ন সন্তান হয়। সেই ছাপ্পান্ন সন্তান রাজদত্ত ছাপ্পান্ন গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া ছাপ্পান্ন গাঁই বা গ্রামীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরে ঐ ছাপ্পান্ন সন্তানের সন্ততির মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ হইয়া, কতকগুলি বহির্গত হন, তাঁহারা বারেন্দ্রদেশের পৃথক২ গ্রামে বাস করিয়া, স্বতন্ত্র গাঁই বা গ্রামীন রূপে খ্যাত হন, তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ইহাঁদিগের গাঁই অনুসারে পৃথক২ উপাধি হইয়াছে। তদ্ যথা——শাণ্ডিল্যগোত্র ভট্টনারায়ণের যোল সন্তান; তাঁহাদের যোল গাঁই অনুসারে উপাধি যথা—বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহাল, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাসচটক, বসুয়ারি, করাল।

কাশ্যপগোত্র দক্ষের যোল সন্তান; তাঁহাদেরও যোল গাঁই

অনুসারে উপাধি যথা—চট্ট, আম্বুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গুড়, ভুরিষ্ট্যাল, পালধি, পাকড়াসী, পুষলী, মূলগ্রামী, কোয়ারী, পলসায়ী, পীতমুণ্ডী, সিমলায়ী, ভট্ট।

সাবর্ণগোত্র বেদগর্ব্বের দ্বাদশ সন্তান; তাঁহাদের দ্বাদশ গাঁই অনুসারে উপাধি যথা,—গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দী, ঘন্টা, কুন্দ, সিয়ারিক, সাট, দায়ী, নায়ী, পারী, বালী, সিদ্ধল।

বাৎস্যগোত্র ছান্দড়ের অষ্ট সন্তান; তাঁহাদের গাঁই অনুসারে উপাধি যথা,—কাঞ্জীবিল্লী, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী, সিমলাল।

ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহর্ষের চারিপুত্র; তাঁহাদের গাঁই অনুসারে উপাধি যথা,—মুখটী, ডিণ্ডী, সাহরী, রাইক অথবা রাই গাই।

রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের এই পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই কথিত হইল।

বারেন্দ্রদিগের মধ্যে সাধারণতঃ পোনেরটি গাঁই। যথা,—মৈত্র, ভীম, রুদ্র, সঞ্জামিনী, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, ভাদড়া, করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্ট, শালী, লাউড়েল, চম্পটি, ঝম্পটি, আদিত্য, কামদেবতা। ইহার মধ্যে মৈত্র, ভীম, রুদ্র, সঞ্জায়িনী, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, এই ছয় ঘর কুলীন।

বৈদিকদিগের মধ্যে যজুর্বেদীর সংখ্যা অধিক। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে ঋগ্বেদী সামবেদীও আছে। পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধেও অনেক ঋগ্‌বেদী আছে। যতুকর্ণেরা সামবেদী। জোঁয়াড়ীরা কহেন, নিমাই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করায় তিনি নিঃসন্তানহেতু সামবেদী ভরদ্বাজগোত্র বৈদিক লোপ হইয়াছে, তবে যদি কোন স্থানে কেহ থাকেন, তিনি বড় প্রসিদ্ধ নহেন।

বৈদিকদিগের মধ্যে যদিচ বেদত্রয়েরই নাম শুনা যায় অর্থাৎ কেহ সামবেদী, কেহ ঋগ্বেদী, কেহ যজুর্ব্বেদী, তথাপি ইঁহারা ঐ সকল বেদের এক একটি শাখার একদেশ ব্যতীত সমগ্র শাখা অনুসারে গৃহ্যকর্ম্ম করেন না, অর্থাৎ সাম, যজু ঋক এই তিন বেদের কুথুমশাখার একদেশ, কাণ্বশাখার একদেশ, আশ্বলায়ন শাখার একদেশ পাঠ করেন।

সপ্তশতীদিগের অনেকে ভিন্ন শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অন্য শ্রেণীতে মিশ্রিত হইতে পারেন নাই বা তাহার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদিগের পরিমাণ অল্প। যথা পিঁথুড়ী, বালথুরি, নানকসাই, জগাই, ভাগাই, সাগাই, যবগ্রামী, কাটনীগাই, আরথ ইত্যাদি।

বুড়োন পরগণা অঞ্চলে বাটরাগাঁই, সিঙেরকোন্ অঞ্চলে যবগ্রামী গৌতমগোত্র, বর্দ্ধমান প্রদেশের লাড়ুগ্রামের রায়েরা সাতশতী বলিয়া খ্যাত। হলদহ পরগণার বশিষ্ঠ ও গৌতম সন্তান এবং শান্তিপুরের কৌণ্ডিল্য গোষ্ঠীবর্গ সাতশতী বলিয়া পরিচয় দেন।

ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চারি বেদের সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা চৌবে তাঁহারা চতুর্বেদী। তদনুসারে ইহাদের গৃহকর্ম্ম যে কোন বেদের যে কোন শাখা অনুসারে সম্পন্ন হইতে পারে। অথর্ব্ব বা কৃষ্ণযজু ইহাঁদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ত্রিবেদী বা তেয়ারীদিগের মধ্যে ঋক্ সাম যজু এই তিনেরই যে কোন এক বেদ অনুসারে কার্য্য হইতে পারে। দোবে বা দ্বিবেদী। ইহাদের গৃহকর্ম্মগুলি ঋক সাম এই দুই বেদ অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে বঙ্গদেশে আশ্বলায়ন, কাণ্ব, কুথুম, আঙ্গিরস ব্যতীত অন্য শাখার নাম প্রচলন শ্রবণ করা যায় না। সুতরাং চৌবেরা চতুঃশাখী; ত্রিবেদীরা ত্রিশাখী; দোবেরা দ্বিশাখী। অন্যান্য দেশে অন্যান্য শাখার প্রচলন থাকিতে পারে।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মনুর সময়ে (প্রথমে) * চতুর্বিংশতি গোত্র মাত্র নির্দ্দিষ্ট থাকে। তৎপরে আরো কতকগুলি ঋষি গোত্রপ্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। †

সমস্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কত গোত্র আছে, এবং কোন্ গোত্রের কত প্রবর, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

* শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণক স্তথা। ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীন স্তথাপরঃ। কল্পিষশ্চাগ্নিবেশ্যশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ। বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ। ঘৃতকৌশিকমৌদ্গল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ। সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চ বাসুকী রোহিত স্তথা। বৈয়াঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্য স্তথাপরঃ। চতুর্বিংশতি বৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ।

† জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ। বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ। এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যন্তে। এতদুপলক্ষণমন্যেষামপি দর্শনং। তথাচ। সৌকালীনকমৌদ্গল্যৌ পরাশরবৃহস্পতী। কাঞ্চনো বিষ্ণুকৌশিকৌ কাত্যায়নাত্রেয়কাণ্বকাঃ। কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিন্যো গর্গসংজ্ঞকঃ। আঙ্গিরস ইতি খ্যাতঃ অনাবৃকাখ্যসংজ্ঞিতঃ। অব্য-জৈমিনি-বৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্য এব চ। সাবর্ণালম্যানৌ বৈয়াঘ্র্যপদাশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ। শক্তিঃ কাণ্বায়নশ্চৈব বাসুকি গৌতমস্তথা। শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ। এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যন্তে। ইতি কুলদীপিকাধৃত ধনঞ্জয় কৃত ধর্ম্ম প্রদীপে।

	গোত্র।	প্রবর।	সংখ্যা
১	শাণ্ডিল্য।	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল	৩
২	কাশ্যপ।	কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব	৩
৩	বাৎস্য।	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ	৫
৪	সাবর্ণ।	ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ	৫
৫	ভরদ্বাজ।	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পাত্য	৩
৬	গৌতম।	গৌতম, অপসার, আঙ্গিরস, বার্হস্পাত্য, নৈধ্রুব	৫
৭	সৌকালীন।	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপসার, নৈধ্রুব	৫
৮	কলিবুষ।	... ...	
৯	অগ্নিবেশ্য।	... ...	
১০	কৃষ্ণাত্রেয়।	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস	৩
১১	বশিষ্ঠ।	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি	৩
১২	বিশ্বামিত্র।	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক	৩
১৩	কুশিক।	কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র	৩
১৪	কৌশিক।	কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য	৩
১৫	ঘৃতকৌশিক।	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক	৩
১৬	মৌদ্গল্য।	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ	৫
১৭	আলম্যান।	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন	৩
১৮	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ	৩
১৯	সৌপায়ন।	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ	৫
২০	অত্রি।	অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ	৩
২১	বাস্থকি।	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাস্থকি	৩
২২	রোহিত।	ভার্গব, নীললোহিত, রোহিত	৩
২৩	বৈয়াঘ্রপদ্য।	সাঙ্কৃতি	১
২৪	জামদগ্ন্য।	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্য, বশিষ্ঠ	৩

১	অগস্ত্য।	অগস্ত্য, দধিচি, জৈমিনি	৩
২	বৃহস্পতি।	... ...	
৩	কাঞ্চন।	অশ্বত্থ, দেবল, দেবরাজ	৩
৪	বিষ্ণু।	বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব	৩
৫	কাত্যায়ন।	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ	৩
৬	আত্রেয়।	আত্রেয়, শাতাতপ, সাঙ্খ্য	৩

৭	কাণ্ব।	কাণ্ব, অশ্বথ, দেবল	৩
৮	সাঙ্কৃতি।	অব্যাহ, আরাত্রি, সাঙ্কৃতি	৩
৯	কৌণ্ডিল্য।	কৌণ্ডিল্য, স্তিমিক, কৌৎস্য	৩
১০	গর্গ।	গর্গ, কৌস্তুভ, মাণ্ডব্য	৩
১১	আঙ্গিরস।	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য	৩
১২	অনাবৃক।	গার্গ, গৌতম, বশিষ্ঠ	৩
১৩	অব্য।	অব্য, বলি, সারস্বত	৩
১৪	জৈমিনি।	জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি	৩
১৫	বৃদ্ধি।	কুরু, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য	৩
১৬	শক্তি।	শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ	৩
১৭	কাণ্বায়ন।	কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপসার, অজমীঢ়	৩
১৮	শুনক।	শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ	৩
{	ঘৃতকুশিক।	ঘৃতকুশিক, কৌশিক, বন্ধুল	৩ }
{	গোতম।	গোতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য	৩ }

ক্ষত্রিয়জাতি।

পূর্ব্বে শ্রুতি, পুরাণদ্বারা প্রমাণ করা গিয়াছে, ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তি। বস্তুতঃ কল্পিতশরীর ব্রহ্মার মুখ বাহু ঊরু পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উৎপত্তি, কল্পনা মাত্র। মহাভারতে উক্ত আছে, মনু হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি অতএব ইহারা মনুজ বা মানব নামে খ্যাত। সর্ব্বলের আদিতে ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি। বেদমন্ত্রোচ্চারণ, ধর্ম্মোপদেশ, অধ্যাপন ইহাঁর কার্য্য, অতএব ইহার নাম অগ্রজ বা মুখজ। বাহুবৃত্তি (যুদ্ধবৃত্তি) ক্ষত্রিয়ের কার্য্য; অতএব তাঁহাদের নাম বাহুজ। বাণিজ্য কৃষিকার্য্য বৈশ্যের কর্ম্ম, অতএব তাহাদের নাম ঊরুজ। সকলের শেষে শূদ্রের স্বষ্টি, পাদসেবা ধর্ম্ম, অতএব শূদ্রের নাম অন্তজ অথবা পাদজ। কোন কোন পুরাণে ইহাও উক্ত আছে যে, পূর্ব্বে বর্ণের কোন বিশেষ ছিল না; কেবল স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা বর্ণভেদ হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহারা কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধনস্বভাব, সাহসী, যুদ্ধপ্রিয়, সেই সকল রজো গুণ বিশিষ্ট পুরুষেরা ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সেই ক্ষত্রিয় জাতিকে গ্রন্থ কর্ত্তারা চন্দ্রবংশীয় সূর্য্যবংশীয় বলিয়া দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।*

* অনেকের সংস্কার আছে, কেবল ক্ষত্রিয়জাতিই সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয়, অন্য

ব্রহ্মণশ্চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠজন্মা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ। দক্ষস্যাপ্যদিতি রদিতে র্বিবস্বান্ বিবস্বতো মনু র্মনো রিক্ষ্বাকুনগধৃষ্টশর্য্যাতি নরিষ্যন্তপ্রাংশুনাভাগনেদিষ্টকরুষ পৃষধ্রাখ্যা পুত্রা বভূবুঃ। বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ।

ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম। দক্ষের কন্যা অদিতি। অদিতির পুত্র বিবস্বান্ (সূর্য্য)। বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু। মনু হইতে, ইক্ষাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, নেদিষ্ট, করুষ, পৃষধ্র, এই সকল পুত্র জন্মে। মনুর আরও কতকগুলি পুত্র জন্মে, তাহাদের নামোল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

সূর্য্য হইতে মনুর জন্ম। মনু হইতে ইক্ষাকু প্রভৃতির জন্ম। অতএব এই বংশে যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা সকলেই সূর্য্যবংশীয়, কিন্তু ইক্ষাকু প্রভৃতি হইতে ক্ষত্রিয় জাতিরই বাহুল্য হইয়াছে। অতএব সূর্য্যবংশীয় বলিয়া ক্ষত্রিয় জাতিই বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। মনুসন্তানগণ মধ্যে ইক্ষাকু প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় ধর্মাবলম্বন করিয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্দে উক্ত আছে, নরিষ্যন্তের বংশে অগ্নিবেশ্যের জন্ম। ইনি কাণীন এবং জাতুকর্ণ নামক মহর্ষি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই অগ্নিবেশ্য হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন। ইহারা সূর্য্যবংশীয় হইলেন।

মনুপুত্র ধৃষ্ট হইতে যেমন ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয়কুল উৎপন্ন হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্দে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত আছে, তেমন ধার্ষ্ট নামক ব্রাহ্মণকুলেরও উৎপত্তি হইয়াছিল।

নাভাগেরবংশে রথীতরের জন্ম। এবিষয়ে একটি শ্লোক আছে যথা,

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ।

রথীতরের বংশীয়েরা যদিও ক্ষত্রিয়বংশীয়, তথাপি (অঙ্গিরা অনপত্য রথীতরের ভার্য্যাতে সন্তানোৎপাদন করাতে) অঙ্গিরা হইতে তাহারা ক্ষত্রসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ হইল। ইহারা রথীতরগোত্র হইয়াও আঙ্গিরস গোত্র বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। সূর্য্যবংশীয়দিগের বংশাবলিতে ইহারাও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কোন জাতিই সূর্য্যবংশীয় বা চন্দ্রবংশীয় হইতে পারে না। সেটি তাঁহাদের ভ্রম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অম্বষ্ঠ, সূত প্রভৃতিও চন্দ্রবংশীয় সূর্য্যবংশীয় আছে। পশ্চাৎ তাহা সপ্রমাণিত হইবে।

নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ ॥ বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ।

মনুর পুত্র নেদিষ্ট, তাহার পুত্র নাভাগ, তিনি বৈশ্য হইয়াছিলেন। ঐ নাভাগের বংশে মরুত্তের জন্ম হয়, যাহার যজ্ঞ ত্রিলোকবিশ্রুত। তদ্বংশীয়েরা বৈশাল নামে খ্যাত। ইহারা বৈশালী নগরীতে বাস করিতেন।

পৃষধ্রুস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ।
বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ।

মনুর পুত্র পৃষধ্র গুরুর গোবধ করিয়া শূদ্র হইয়াছিলেন।

এই সকল ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র, ইহারা সকলেই সূর্য্যবংশীয়গণের মধ্যে কীর্ত্তিত।

করুষাৎ কারুষা মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ। বিষ্ণুপুরাণ ঐ।

করূষ হইতে মহাবল পরাক্রান্ত কারুষ নামক ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

মনুপুত্র শর্য্যাতির বংশে আনর্ত্ত রেবত প্রভৃতির জন্ম। তাঁহারা কুশস্থলী নগরীতে অধিষ্ঠান করিয়া আনর্ত্ত রাজ্য ভোগ করিতেন, পরে তদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ নানা দেশে বাস করিয়াছিলেন।

ইক্ষাকু হইতে ইক্ষাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি। এই বংশে মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, সগর, দিলীপ, ভগীরথ, ঋতুপর্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতির জন্ম। এবং ইক্ষাকুবংশ হইতে নিমিবংশের উৎপত্তি। ঐ বংশে মিথিলাধিপতি জনক প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অদ্যাপি অযোধ্যা পাঞ্জাব রাজপুতনা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বিদ্যমান আছেন। রাজপুতনার রাজপুত্রদিগের (রাণাদিগের) সম্বন্ধে তদ্দেশীয়লোকের এই সংস্কার ছিল যে, প্রাতঃকালে রাজপুত্রদিগের মুখ দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শনের ফল হয়। ইদানীং বঙ্গদেশেরও কোন কোন স্থানে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের পরিচয় পাওয়া যায়।

চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়।

ব্রহ্মা হইতে অত্রির উৎপত্তি। অত্রির পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র বুধ। বুধ হইতে ইলার গর্ভে পুরোরবার উৎপত্তি। সেই পুরোরবা হইতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়বংশের বিস্তার। চন্দ্রবংশ হইতে ক্ষত্রিয় জাতির যেমন বিস্তার হইয়াছে, ব্রাহ্মণ বৈশ্য সূত প্রভৃতি জাতিরও তেমন বিস্তার হইয়াছে।

চন্দ্রবংশীয়দিগকেও মনুসন্তান বলা যায়। যেহেতু, পূর্ব্বে মনু পুত্রকামনায় মৈত্রাবরুণ নামক যাগ করিয়াছিলেন। (মনুপত্নীর কন্যা-প্রার্থনাহেতু) সেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ বিফল হওয়াতে মনুর ইলা নাম্নী কন্যা উৎপন্না হইয়াছিল। সেই ইলা মৈত্র বরুণের অনুগ্রহে পুরুষত্ব লাভ করিয়া সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হয়। ঐ সুদ্যুম্ন মহাদেবের শাপে পুনর্ব্বার স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হয়। পুনর্ব্বার সেই শাপ মোচনান্তে পুরুষ হইয়াছিল। ঐ ইলা যখন স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদবস্থায় এক দিবস চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রমের নিকটে ভ্রমণ করিতেছিলেন, বুধ তাহাতে অনুরক্ত হইয়া গর্ভোৎপাদন করেন, ঐ গর্ভে পুরোরবার জন্ম হয়, সেই পুরোরবা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। অর্থাৎ মনু হইতে ইলার জন্ম, ইলা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি, সুতরাং চন্দ্রবংশীয়-গণকেও মনু সন্তান বলা যায়। ইলা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া উৎকল, গয়, বিনত নামে যে তিন পুত্রোৎপাদন করেন, তাহারা সূর্য্যবংশীয়ই হইল। অর্থাৎ ইলা হইতে চন্দ্রবংশীয় সূর্য্যবংশীয় উভয় বিধ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইল।

চন্দ্রবংশীয়দিগের আদিপুরুষ পুরোরবা। এই বংশে নহুষ যযাতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি ভূপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুরোরবার পুত্র অমাবসুর বংশে জহ্নুর উৎপত্তি। ইনি তপস্যা করিতেন, গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন, তাঁহা হইতে গঙ্গার নাম জাহ্নবী। এই বংশে বিশ্বামিত্র ঋষির উৎপত্তি হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রসন্তানেরা কৌশিকগোত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছেন। কারণ ঋষিভেদে প্রবর ভেদ। তাহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্।

পুরোরবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আয়ু। আয়ুর বংশে, গৃৎসমদের জন্ম।

গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণস্য প্রবর্ত্তয়িতাহভূৎ॥

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশ অষ্টম অধ্যায়।

গৃৎসমদের পুত্র শৌনক। ইনি চতুর্বর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা ছিলেন। অর্থাৎ শৌনকবংশীয়েরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তয়িতা বিখ্যাত ধন্বন্তরিও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া কীর্ত্তিত।*

ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ ততশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ।

বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ।

---

* কাশীরাজগোত্রে অবতীর্য্য ত্বমষ্টধা সম্যগায়ুর্ব্বেদং করিষ্যসি।

বিষ্ণুপুরাণ।

ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি, ভার্গভূমি হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছিল। ইনিও চন্দ্রবংশীয় ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্দে ২১ অধ্যায়ে উক্ত আছে, ত্রষ্যারুণি, কবি, পুষ্করারুণি, ইহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রবংশীয়।

অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ যতঃ কণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ।

পুরুবংশে অপ্রতিরথের জন্ম। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব। কণ্ব হইতে মেধাতিথি। মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইলেন।

গর্গাচ্ছিনিঃ ততো গার্গ্যাঃ শৌন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ।

বিষ্ণুপুরাণ।

গর্গের পুত্র শিনি। এই শিনি হইতে গার্গ্য ও শৌন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ।

হর্য্যশ্বের পঞ্চপুত্র মধ্যে মুদ্গল নামক একজন ছিলেন। সেই মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশ হইতে কৃপ ও কৃপীর জন্ম, কৃপীর পুত্র অশ্বত্থামা। এই সকল চন্দ্রবংশীয় মধ্যে কীর্ত্তিত।

যযাতির বংশে হৈহয়, কুন্তি, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, বিদর্ভ, চেদি, বৃষ্ণি, সত্রাজিত, উগ্রসেন, ভোজ, কৈকেয় পঞ্চাল, মদ্রক, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ, পুণ্ড্র, প্রভৃতির জন্ম। অঙ্গেরবংশে অধিরথের জন্ম। সেই বংশে মহাবীর কর্ণ প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইহারা সূতজাতীয় হইলেও চন্দ্রবংশীয়।*

* অনেকের সংস্কার আছে, সূর্য্যবংশীয় বা চন্দ্রবংশীয় বলিলে কেবল ক্ষত্রিয়জাতিকেই বুঝায়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি চন্দ্রবংশীয় বা সূর্য্যবংশীয় হইতে পারেন না। রাজসাহী প্রদেশে এক প্রাচীন প্রস্তর খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহাতে উমাপতি ধরের রচিত ৩৬টী শ্লোক খোদিত আছে। ঐ শ্লোকগুলিতে বীরসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজাদিগের কীর্ত্তি বর্ণন। তাহাতে বীরসেন প্রভৃতি চন্দ্রবংশীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তদ্দৃষ্টে এদেশের সুবিখ্যাত বহুদর্শী রাজসম্মানপ্রাপ্ত সুবিচক্ষণ ব্যক্তি (শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র) পূর্ব্বোক্ত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন তিনি স্থির করিয়াছেন বীরসেন প্রভৃতিরা চন্দ্রবংশীয় সুতরাং বল্লাল সেন ক্ষত্রিয় না হইয়া কোন মতেও অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) হইতে পারেন না। বস্তুতঃ বৈশ্যজাতিও যে চন্দ্রবংশীয় তাহার বহু প্রমাণ আছে। বল্লাল সেন যে বৈদ্য ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ছিলেন না, এই পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে তাহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ করিব।

অদ্যাপিও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ নানা স্থানে বাস করিতেছেন, তন্মধ্যে ত্রিপুরাধিপতি অদ্য পর্য্যন্তও সিংহাসনারূঢ় ও অভিষিক্ত রাজা। যদ্যপি ইহারা পূর্ব্বপুরুষের শাপবশতঃ ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়াছিলেন, এবং অতি অপকৃষ্ট স্থানে বাস করিতেছেন, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে ইনিই বিখ্যাত চন্দ্রবংশের উজ্জ্বল চিহ্ন সন্দেহ নাই।

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যেমন সূর্য্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয় এই দুই শ্রেণী বিভাগ আছে, তেমন বংশমর্য্যাদা অনুসারে সম্মানের তারতম্য হওয়াতে আরও কতগুলি শ্রেণী বিভাগ আছে। যথা যদুবংশীয়, নাগবংশীয়, অগ্নিকুলসম্ভব, কুশীকবংশীয়, রাণাবংশীয়, কুরুবংশীয়, গর্গবংশীয়, রাঠোরবংশীয়, মগধবংশীয় ইত্যাদি। ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা অযোধ্যাবাসী, ইহারা সূর্য্যবংশীয় দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মগধদেশবাসীরা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া খ্যাত। শূদ্রাগর্ব্ভসম্ভূত নন্দ ভূপতি মগধ দেশের ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করিয়া রাজা হন। তদবধি মগধ দেশে ক্ষত্রিয়ের প্রাদুর্ভাব নাই। যদুবংশীয়েরা মথুরা ও দ্বারকাবাসী। ইহারা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অতি-মান্য। নাগবংশীয়েরা সিন্ধু দেশবাসী। অগ্নিকুলসম্ভব ক্ষত্রিয়গণ রাজস্থান বাসী। রাঠোরবংশীয়েরা উজ্জয়িনী বাসী। কুরুবংশীয়েরা হস্তিনাবাসী। গর্গবংশীয়েরা ঋলোয়ার বাসী। রাণাবংশীয়েরা উদয়পুর বাসী। ইহারা সকল কুলীন স্থানীয়।

পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈদ্যবংশীয় সেন রাজাদিগের সময় পর্য্যন্ত এদেশে ক্ষত্রিয়ের বাস ছিল না।* মুসলমানদিগের সময় অবধি যাঁহারা চাকুরি বা বাণিজ্য ইত্যাদি উপলক্ষে এদেশে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকে দীর্ঘকাল অবস্থাননিবন্ধন এতদ্দেশবাসী হইয়াছেন। এইক্ষণে বঙ্গদেশের স্থানে২ অনেক ক্ষত্রিয় বাস করিতেছেন,† তন্মধ্যে বর্দ্ধমানাধিপতি প্রসিদ্ধ।

পশ্চিমদেশে বৈশ্যদিগকে বেণে ক্ষত্রিয় কহে। সেই বেণে ক্ষত্রিয়েরাও কেহ কেহ এদেশে আসিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ইদানীং কোন২ বর্ণসঙ্কর রাজপুত্র (রজপুত) জাতীয়চতুর রাজপুতনাদেশের প্রবল পরাক্রম সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত্রদিগের বংশধর হইতে যত্নবান হইয়া আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে। তাহারা সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্রদিগের অনুকরণে এদেশীয় প্রকৃত ক্ষত্রিয়-দিগকে ঘৃণা করে। শাস্ত্রানুসারে তাদৃশ কৃত্রিম ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রবৎ।

* প্রথম ভাগের ১০৪ পৃষ্ঠা হইতে ১০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

† প্রথম ভাগের ৯৬ পৃষ্ঠা দেখ।

ক্ষত্রিয়েরা বল্লালসেনের সময়ে এদেশের অধিবাসী ছিলেন না। অতএব এদেশের ব্রাহ্মণ বৈদ্য শূদ্রের মধ্যে যেমন বল্লালকৃত কুলমর্য্যাদা আছে, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তদ্রূপ বল্লালকৃত কুলমর্য্যাদা নাই। ইহাদিগের মধ্যে তোড়নমল্য কৃত কুলমর্য্যাদা। ক্ষত্রিয়েরা কপূর, খান্না, নেহেড়া, টন্নন, সেট, মেহারা, তাড়োয়ার, সেট্ তাড়োয়ার, বুঁচিয়া তাড়েওয়াট, মল, সেহাই, বাহেল, মাহেতা, বহোড়া, ধুইধা, রাণা, ধাওন, বুধুয়ান, মৌনি, চোবড়া, কুঙ্গড, সেটচক্কন ইত্যাদি উপাধি ও শ্রেণীতে বিভক্ত।*

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে হংসল, কাশ্যপ, কৌশল, বাৎস্য, দালভ্য, আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, ঋষ্যশৃঙ্গ, দেব, অলকঋষি, হংসঋষি, কৌশিক, বৈয়াঘ্রাপদা, গার্গা, বশিষ্ঠ, শৌনক ইত্যাদি কয়েকটি গোত্র আছে, তন্মধ্যে হংসল গোত্রের হংসল, বাসল, দেবল এই তিন প্রবর। কাশ্যপ গোত্রের কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব এই তিন প্রবর। কৌশল্য গোত্রে কৌশল্য, অসীত, দেবল এই তিন প্রবর। আঙ্গিরস গোত্রে আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, বার্হস্পত্য এই তিন প্রবর। ভরদ্বাজ গোত্রে ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য এই তিন প্রবর। ঋষ্যশৃঙ্গ গোত্রে ঔর্ব্বা, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ এই পঞ্চ প্রবর। অলকঋষি গোত্রের, হংসঋষি গোত্রের, আলাদাস গোত্রের ঐ পঞ্চ প্রবর। বৈয়াঘ্রাপদা গোত্রের সাঙ্কৃতি প্রবর।†

এতদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ প্রায়ই যজুর্ব্বেদী এবং ইহাদের গৃহ কর্ম্ম প্রায় মধ্যন্দিনীয় শাখানুসারে হইয়া থাকে।

বৈশ্যজাতি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মার উরু হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি। পুরাণে যাযাবরবংশ ভৃগুবংশ ইত্যাদি যেমন ব্রাহ্মণবংশ বিস্তার বর্ণিত আছে এবং চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ ইত্যাদি রূপে যেমন ক্ষত্রিয়বংশ বিস্তার বর্ণিত আছে, বৈশ্যদিগেরবংশ তদ্রূপ বিস্তারিত রূপে বর্ণিত নাই। তাহার কারণ এই, সকল দেশীয় সকল জাতীয় ইতিহাস পুরাবৃত্তাদিতেই দেখা যায়, প্রধান২ ব্যক্তিদিগের ও রাজাদিগের বংশানুচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত থাকে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ ক্ষমতা

* কায়স্থেরা যদি ক্ষত্রিয় হইত, তবে তাহাদিগের মধ্যেও এই সকল উপাধি ও শ্রেণী বিভাগ থাকিত।

† ক্ষত্রিয়দিগের অন্য২ বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ৯৪ পৃষ্ঠা হইতে ১০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিবৃত আছে।

ছিল, রাজাধিরাজগণও তাঁহাদের অনুগত ও শাসনাধীন ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণ বিধানকর্ত্তা ও ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের বংশকীর্ত্তন অবশ্য করণীয়। রাজাদিগের বংশকীর্ত্তন পুরাণের প্রধান লক্ষণ। পুরাণের বর্ণনীয় ঘটনা সকল প্রায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে, অতএব ব্রাহ্মণবংশ ও ক্ষত্রিয়বংশ বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। বৈশ্যেরা ধনী প্রজামাত্র, কৃষি বাণিজ্য পশুপালন প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিয়া ধন সঞ্চয় করিতেন, কর প্রদান করিতেন, রাজা ও ব্রাহ্মণগণ দ্বারা রক্ষণীয় ছিলেন। বৈশ্যগণ দ্বারা কোন অসাধারণ ঘটনা বা পুরাণে বর্ণনীয় ঘটনা প্রায় উপস্থিত হয় নাই, অতএব পুরাণে বৈশ্যদিগের বংশকীর্ত্তন বিস্তারিতরূপে নাই। কোন২ স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে বৈশ্য বিশেষকে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে সমাধি নামক বৈশ্যের প্রসঙ্গ আছে, ইত্যাদি।

সমস্ত পুরাণে বৈশ্যদিগের বংশকীর্ত্তন যদ্যপি বিস্তারিতরূপে না থাকুক, কিন্তু কোন২ পুরাণে দেখা যায়, বৈশ্যদিগের মধ্যেও চন্দ্রবংশীয় সূর্য্যবংশীয় চিহ্ন বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ক্ষত্রিয় জাতি প্রকরণে তাহা উক্ত আছে।

বঙ্গদেশে বৈশ্যজাতির চিরবাস স্থান দেখা যায় না। * প্রকৃত বৈশ্যেরা অদ্য পর্য্যন্তও স্বধর্ম্মনিরত, অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, কুশীদ (সুদ) গ্রহণ, এই সকল স্বজাতীয় বৃত্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করেন না, তন্মধ্যে বাণিজ্য কুশীদ গ্রহণই প্রধান অবলম্বনীয়। অতএব পশ্চিম দেশে বৈশ্যদিগকে মহাজন কহে। অনেক বৈশ্য এদেশে আসিয়া বাণিজ্য করিতেছেন। তন্মধ্যে ইদানীং অনেকে মুর্সিদাবাদ অঞ্চলে অধিবাসী হইয়াছেন। বোধ হয়, কালক্রমে ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় এদেশের স্থানে২ বৈশ্যদিগেরও অধিবাস হইবেক

পশ্চিমদেশে অনেক বৈশ্য আছে। বৈশ্যদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়, তদনুসারে তাহাদিগকে বেণে কহে। † পশ্চিমাঞ্চলে দোকানদার মাত্রকেই (বাণিজ্য ব্যবসায় হেতু) বেণে কহে, কিন্তু সমস্ত বেণে বৈশ্য নহে।

আগর ওয়ালা ও মহেশ্রি ইহারা প্রকৃত বৈশ্য। ইহারা মদ্য মাংস মৎস্য ভক্ষণ করে না, জীব হিংসাতে নিতান্ত বিরক্ত, ইহাদের উপনয়ন

* প্রথম ভাগের ১০০ পৃষ্ঠা হইতে দেখ।

† প্রথম ভাগের ৯০। ৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

আছে, যজ্ঞসূত্র ধারণ করে। অনেকের বাটীতে শালগ্রাম আছে, অনেকে চণ্ডী পাঠ করে।—মাহুরি, রস্তোগি, উমর, রউনীয়ার, সোহুনী, (সোনার) আগ্রহরি, খাণ্ডোয়ার এই সকল জাতীয় লোকেরাও পশ্চিমদেশে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ইহারা প্রকৃত বৈশ্য নহে। মাহুরি জাতির মধ্যে কেহ কেহ পৈতা পরে, কেহ২ পরে না, কিন্তু ইহারাও মৎস্য মাংস ভক্ষণ করে না। রস্তোগি উমর প্রভৃতিরা কেহই যজ্ঞসূত্র ধারণ করে না। মদ্য মাংস মৎস্য ভক্ষণ করে, বৈশ্যের ন্যায় আচার ব্যবহার কিছুই নাই। রউনীয়ার প্রভৃতির আচার ব্যবহার অতি জঘন্য, বঙ্গদেশের নিকৃষ্ট হিন্দুদিগের ন্যায়ও ইহাদের আচার ব্যবহার নহে। মুষলমান সংসর্গে ইহারা অনেক বিষয়ে আচারভ্রষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ (নিকা), দিবাবিবাহ, এক শয্যায় বসিয়া পংক্তি ভোজন, প্রভৃতি নিয়ম প্রচলিত আছে. ঐ সমস্ত জাতি অপকৃষ্ট বর্ণ সঙ্কর জাতি, এইক্ষণে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। সুহুনী জাতি, কৈরী, কুর্ম্মী প্রভৃতির ন্যায় শূদ্র জাতির মধ্যে গণ্য। বঙ্গদেশীয় বণিকদিগকে কেহ২ আচার ভ্রষ্ট বৃষলত্ব প্রাপ্ত বৈশ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা বলেন, আচারভ্রষ্ট বৃষলত্ব-প্রাপ্ত বৈশ্যগণ বর্ণসঙ্কর বণিক জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক প্রকৃত বৈশ্যজাতির সংখ্যা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি অপেক্ষা অল্প।* ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ বহুবিবাহপ্রিয় ছিলেন, বৈশ্যগণ তাদৃশ বহুবিবাহ প্রিয় ছিলেন না, ইত্যাদি কারণবশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যদিগের বহু সন্তান জন্মিত না।

পশ্চিমদেশের প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণগণ পিতা মাতা প্রভৃতির মৃত্যু হইলে দশাহে ক্ষৌর কর্ম্ম ও দশপিণ্ডদান, একাদশাহে শ্রাদ্ধ ও মহাব্রাহ্মণ ভোজন করান, দ্বাদশাহে সপিণ্ডীকরণ ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়দিগেরও দশাহে ক্ষৌর কর্ম্ম, ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ, চতুর্দ্দশাহে ব্রাহ্মণ ভোজন ও সপিণ্ডীকরণ। বৈশ্যদিগের পঞ্চদশাহের অন্তেই সপিণ্ডীকরণ, সপ্তদশাহে ব্রাহ্মণ ভোজন। কায়স্থ-দিগের মধ্যে শ্রীবাস্তব অম্বষ্ঠ প্রভৃতি কায়স্থেরা এবং কাশী অঞ্চলের ও মিথিলা অঞ্চলের কায়স্থেরা এক মাস অশৌচ গ্রহণ করেন, মাসান্তে শ্রাদ্ধ করেন; কোন কোন দেশের কোন কোন কায়স্থেরা ত্রয়োদশ দিবসেও শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। পশ্চিমদেশে অন্য প্রায় সকল জাতিই দেশাচারানুসারে দশাহে ক্ষৌর কর্ম্ম, ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

* প্রথম ভাগের ২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

করেন। রমাণী বৈহারা প্রভৃতির মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত। পশ্চিমদেশে এইক্ষণে শাস্ত্রের চর্চা অল্প, পণ্ডিতের সংখ্যা অল্প, অতএব এই অবৈধ নিয়ম প্রচলিত আছে; বোধ হয় মুসলমানদিগেরি অতিশয় প্রভুত্ব হওয়া অবধি তদ্দেশে যথাশাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার ক্রমশঃ লোপ হইয়া আসিতেছে।

শূদ্রজাতি।

আজ কাল ইংরাজি বিদ্যার প্রভাবে অনেকেরই এই সংস্কার জন্মিয়াছে, শূদ্র বলিলেই এক অপকৃষ্ট অসভ্য বন্য জাতিকে বুঝায়। ইংরাজি পুস্তকে লেখা আছে, শূদ্রেরা এদেশের আদিম অসভ্য বন্য জাতি। আর্য্যেরা উত্তর পশ্চিম দিক হইতে এদেশে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন। শূদ্রেরা জিত, আর্য্যেরা জেতা। তাঁহারা শূদ্রদিগকে জয় করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তদবধি শূদ্রেরা দাস। আর্য্যদিগের যে দেশে উৎপত্তি, শূদ্রদিগের সে দেশে উৎপত্তি নহে। কাস্পীয়ান্ হ্রদ অর্থাৎ যেখানে কাশ্যপ ঋষি যজ্ঞ বা তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার অপর পারে ককেসস্ পর্ব্বতের নিকটে আর্য্যজাতির (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের) উৎপত্তি। প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দক্ষিণ অংশে* আধুনিক খণ্ডিত ভারতবর্ষে শূদ্রদিগের উৎপত্তি। ইহারা নিষাদ পুলিন্দ গাড়ো প্রভৃতির ন্যায় নিকৃষ্ট। আমরা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির † সমালোচন দ্বারা জানিতেছি, বর্ত্তমান যুবকদিগের ঐ সংস্কারটি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, এবং বিদেশীয় বিজাতীয় পণ্ডিতেরা কেবল কল্পনা দেবীর প্রসাদে ঐ সকল প্রস্তাব লিখিয়াছেন।

সকল দেশীয় সকল জাতীয় শাস্ত্রই একতান বাক্যে স্বীকার করিতেছে, এই মন্বন্তরের পূর্ব্বে জলপ্লাবন হইয়াছিল। তখন হিন্দু শাস্ত্র মতে "মনু", মুসলমান শাস্ত্র মতে "নু", ইংরাজদিগের মতে "নোয়া" ভগবানের আজ্ঞা ক্রমে নৌকাসহকারে জলে ভাসিয়াছিলেন। জলাবসান সময়ে এক উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখিতে পাইয়া তাহাতে নৌকা বন্ধন করেন; পৃথিবীর উপরিস্থ জল অবসান হইলে মনু নৌকা হইতে

* প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে, ভারতবর্ষের সীমা নিবদ্ধ করিয়াছেন, আধুনিকেরা তাহার খণ্ডন করিয়া নূতন সীমা নিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের আয়তন ক্ষুদ্র করিয়াছেন।

† প্রথম ভাগের ও দ্বিতীয় ভাগের প্রথমে সৃষ্টিপ্রকরণে দেখ।

অবতরণ করিয়া প্রজাপতি রূপে পৃথিবীতে পুনর্ব্বার সৃষ্টি বৃদ্ধির উপায় করেন।

এইক্ষণে দেখা উচিত, যে পর্ব্বতে মনু নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন, সেটি কোন্ পর্ব্বত সম্ভব হইতে পারে? সচরাচর দেখা যায় জলমগ্ন স্থানের জলাবসান কালীন প্রথম সর্ব্বোচ্চ পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয়। এই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা হিমালয় উচ্চ, আরারট পর্ব্বত বা ককেসস্ পর্ব্বত অথবা আরব বা পারস্য দেশীয় কোন পর্ব্বত তাদৃশ উচ্চ নহে, সুতরাং সে সময়ে হিমালয় শৃঙ্গই প্রথম দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভব। অতএব মহাভারত অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে উক্ত আছে, মনু হিমালয় শৃঙ্গে নৌকাবন্ধন করিয়াছিলেন, অদ্য পর্য্যন্তও "নৌবন্ধন" নামক শৃঙ্গ হিমালয়ে বিদ্যমান আছে।* তাহা হইলে ঐ মনু হইতে জলপ্লাবনের পরে হিমালয়ের পার্শ্বেই প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে।

মনুপ্রোক্ত স্মৃতির তাৎপর্য্যানুসারেও জানা যায়, প্রথম ব্রহ্মাবর্ত্তে মনুষ্যের সৃষ্টি। তথা হইতে মানবগণ ব্রহ্মর্ষি দেশে † প্রবিষ্ট হন। ক্রমে মনুষ্যের বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে, তৎপরে সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত হন, লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াতে দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য স্থানে ক্রমে ব্যাপিত হইয়াছেন।

রামায়ণের বালকাণ্ডের সপ্ততিতম অধ্যায়ে উক্ত আছে,

> অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্যঃ অব্যয়ঃ
> তস্মান্মরীচি সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ।
> বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনু বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ।
> মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষাকুস্ত মনোঃ সুতঃ।
> তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্ব্বকং॥ ‡

প্রত্যক্ষাদির অগোচর ব্রহ্ম হইতে অবিনাশী ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্ম গ্রহণ করেন। কশ্যপের পুত্র বিবস্বান্। সেই বিবস্বান্ হইতে এই বর্ত্তমান বৈবস্বত নামক সপ্তম মনু উৎপন্ন হন। এই মনু প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। সেই ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা

---

* হুকার সাহেব হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, আর্মেনীয় দেশে জলপ্লাবন ও আরারত পর্ব্বতে জাহাজ বন্ধনের যেমন প্রবাদ আছে, হিমালয়ের প্রান্তদেশে লেপ্চা জাতির মধ্যেও ঐ প্রকার প্রবাদ আছে, এবং তাহার নিকটে হিমালয়ের এক শৃঙ্গ আছে, তাহার নাম আরারত।

† ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ ও ব্রহ্মর্ষিদেশ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণজাতি প্রকরণে উক্ত হইয়াছে।

‡ এই বাল্মীকিবচন বর্ত্তমান ইতিহাস গুলির অনেক পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

ছিলেন। রামায়ণের এই প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, মনুসন্তান ইক্ষাকু প্রভৃতি প্রথম হইতেই এদেশে বাস করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশেই মনু হইতে প্রথম সৃষ্টি বৃদ্ধি হয়। মনুসন্তানগণ অন্য কোন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া অত্রত্য আদিম অসভ্য জাতিকে জয় করিয়া এদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন নাই।

পূর্ব্বে স্বেচ্ছাচারী বেণ রাজার রাজ্য সময়ে প্রজা সকলও যথেচ্ছাচারী হয়, এবং কতকগুলি অবৈধ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। বেণ রাজার মৃত্যুর পরে আর্য্যস্থান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে নিকৃষ্ট স্বেচ্ছাচারী বর্ণসঙ্করগুলি দ্বীপ উপদ্বীপ পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে লুক্কায়িত হয়। বেণপুত্র পৃথু, বহু যত্ন করিয়া যত দূর পারিয়াছিলেন, ঐ বর্ণসঙ্কর গুলির জাতিবন্ধন বা শ্রেণী বন্ধন করেন। দ্বীপ দ্বীপান্তরস্থিত কতক গুলির জাতি বন্ধন বা শ্রেণী বন্ধন করিতে পারেন নাই, তন্নিমিত্ত তাহাদের জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ ছিল না। সগর রাজার শাসন সময়েও কতকগুলি দিগ্ দিগন্তরে পলায়ন করে * ও ভ্রষ্টাচারী হয়। পুণ্যশীল আর্য্য জাতিদিগের প্রভাবে অপকৃষ্ট অধার্ম্মিকেরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বাস করিতে না পারিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যাপৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষবাসীরা পৃথিবীর অন্য স্থানবাসী লোকদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং অদ্য পর্য্যন্তও ঘৃণা করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে মনুষ্যের প্রথম সৃষ্টি। সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ ভারতবর্ষে অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্যমান। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে না যে, ককেসস্ পর্ব্বতের নিকট হইতে হিন্দুরা আসিয়া এদেশ জয় করিয়া এদেশের আদিম নিবাসী অসভ্য জাতীয় লোকদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই অসভ্য লোকেরা এদেশে শূদ্র বলিয়া খ্যাত। পুণ্য স্থান আর্য্য ভূমিতেই প্রথম মনুষ্যের সৃষ্টি। এই আর্য্য ভূমিই মনুষ্যের আদিম বাস স্থান। এই আর্য্য ভূমি হইতে বহির্গত হইয়া মানবেরা নানা স্থানে বাস করিতেছেন। কাস্পীয়ন হ্রদের অপর পারে মনুষ্যের প্রথম উৎপত্তি এবং তথা হইতে আর্য্যেরা এদেশে আসিয়াছেন, এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে।

পূর্ব্বে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ দ্বারা প্রমাণ করা গিয়াছে, একাঙ্গ হইতেই অর্থাৎ এক পুরুষ হইতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় উৎপন্ন। ইহারাই পৃথিবীর আদিম জাতি। এই চতুর্বর্ণ

---

* প্রথম ভাগের ৫৪ পৃষ্ঠা হইতে ৫৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

হইতে অন্য সকল জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যে দেশে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি, শূদ্রেরও সেই দেশে উৎপত্তি। একাঙ্গ হইতে সকলে উৎপন্ন হইয়া যাঁহারা বেদাধ্যয়ন তপস্যাদিতে রত এবং সত্ত্বগুণাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন। যাঁহারা রজোগুণাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন। যাঁহারা রজস্তমঃ মিশ্র গুণাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন। যাঁহারা কেবল তমোগুণাবলম্বী হইলেন, বেদাধ্যয়ন করিলেন না অর্থাৎ মূর্খও স্বেচ্ছাচারী হইলেন, তাঁহারা শূদ্র হইলেন। ঈদৃশ শূদ্রের দ্বিজাতিশুশ্রূষা বৃত্তি বিধানকর্ত্তা দ্বারাই নিরূপিত হইয়াছিল।* শূদ্রেরা এদেশের আদিম নিবাসী অসভ্য বন্য ছিল, আর্য্যেরা ভিন্ন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, একথা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত নহে; বিজাতীয় কল্পনা কুহকিনী ইহাকে প্রসব করিয়াছে। শূদ্রেরা আদিম কাল হইতে আর্য্য সংসর্গে বাস করিয়া আসিতেছে, এবং তাহারা আদিম পরিশুদ্ধ জাতি, অসভ্য বন্য জাতি নহে।

শূদ্রজাতি আদিম পরিশুদ্ধ জাতি হইলেও ইদানীং শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে অনেকের অরুচি দেখা যায়। কেবল পল্লীগ্রামের কতক গুলি স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগকে শূদ্রাণী (শূদ্রা) বলিয়া পরিচয় দেয়। তদ্ভিন্ন ভদ্র অভদ্র ধনী দরিদ্র মুটে মজুর দাঁড়ী মাঝী প্যাদা বাসার ভাণ্ডারী প্রভৃতি শূদ্র বা তৎসদৃশ জাতি, যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সেই কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়, ঈদৃশ লোক ইদানীং অল্প। অথচ শূদ্রজাতি আদিম মূলজাতি, ইহারা নির্ব্বিঘ্নে চিরকাল অতিবাহিত করিতেছে।† ব্রাহ্মণ জাতির তুল্য অথবা ব্রাহ্মণ জাতির পরেই শূদ্রজাতির সংখ্যাবাহুল্য থাকা উচিত, তাহা না হইয়া আদিম মূল শূদ্র জাতির ক্রমশঃ সংখ্যা ন্যূন হইতেছে। অনাদি জাতি কায়স্থের (শূদ্রবর্ণ হইতে পৃথক্ জাতীয় কায়স্থের) সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে সম্ভব পর নহে। বাস্তবিক শূদ্র সংখ্যার লাঘব হয়

* একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥ মনুঃ।

অসূয়া রহিত হইয়া দ্বিজাতির শুশ্রূষা করা, এই এক কর্ম্ম বিধাতা শূদ্রদিগের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

† যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে নানা দেশীয় জল বায়ু সেবন, ও বহু দূর পর্য্যটন প্রভৃতি দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির যেমন অকাল মৃত্যু হইয়াছে, শূদ্র জাতির তেমন অকাল মৃত্যু হয় নাই।

নাই। ইদানীং যাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তন্মধ্যে অনেকেই শূদ্র বংশ সম্ভূত।*

শূদ্রযুবকেরা স্বকীয় জাতির আদিমতার ও পরিশুদ্ধতার গোপন করিয়া অর্থাৎ শূদ্র বলিয়া পরিচয় না দিয়া সন্দেহ সূচক † অনাদি কায়স্থ (শূদ্রভিন্ন কায়স্থ) বলিয়া কেন পরিচয় দেন ? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত অতি সহজ।

পূর্ব্বে শূদ্রদিগের হীনাবস্থা ছিল। তাঁহারা দ্বিজাতির দাস ছিলেন। এইক্ষণে শূদ্রদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতাবস্থা। এ সময়ে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিলে দ্বিজাতির দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। অতএব সে বিষয়ে ঘৃণা করিয়া শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন না।

পূর্ব্ব পুরুষদিগের হীনাবস্থা ছিল, তাঁহারা দ্বিজাতির দাসত্ব করিয়াছেন, এই নিমিত্ত এই উন্নতি মুখে স্বীয় জাতির গোপন পূর্ব্বক অন্য জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া নিতান্ত কাপুরুষতা, অসাধুতা ও ভ্রমের পরিচয় মাত্র। কালের পরিবর্ত্তনের সহিত লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। যে শূদ্র জাতির প্রথম কেবল দ্বিজাতিশুশ্রূষা মাত্র ধর্ম্ম ছিল, জীর্ণ বসন ও উচ্ছিষ্টান্ন যাহাদের জীবন উপায় ছিল, কালক্রমে সেই শূদ্রবংশীয় মহাপদ্ম নন্দ ক্ষত্রিয়ধ্বংস করিয়া মগধ দেশের রাজা হন। বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, "ততঃপ্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি"। মহাপদ্ম নন্দ অবধি মগধ দেশে শূদ্রেরা রাজা হইয়াছিলেন। অনেকে দান, ধ্যান, তীর্থপর্য্যটন, ব্রতা, পূজা প্রভৃতি নানাপ্রকারে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন। আজ কাল বঙ্গদেশেও শূদ্র জাতির উন্নতির পরিসীমা নাই।

বেদবিহিত হিন্দু শাস্ত্র দ্বারা কৃতবিদ্য হউন বা না হউন, বিজাতীয় শাস্ত্র (যবন ম্লেচ্ছাদির শাস্ত্র) দ্বারা অনেকে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। আজ্‌কাল্ শূদ্র জাতিতে ধন মান সম্ভ্রম প্রভৃতির ত্রুটি নাই। ইদানীং অন্যান্য জাতির উন্নতির অপেক্ষা শূদ্রজাতির উন্নতি কোন অংশে লঘীয়সী নহে, বরং গরীয়সী দেখা যায়। পূর্ব্বে ইহারা যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির শুশ্রূষা করিয়া এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া জীবন যাপন করিতেন, আজ্‌কাল্ সেই ব্রাহ্মণ জাতি শূদ্রের বেতন গ্রহণ করিয়া,

---

* অগ্নিপুরাণীয় বচন প্রভৃতি দ্বারা পশ্চাৎ প্রমাণীকৃত হইবে।

† কায়স্থ জাতি অনেক প্রকার আছে। তাহা এই পুস্তকের তৃতীয় ভাগে কায়স্থ প্রকরণে উক্ত হইবে। কায়স্থ বলিলে কোন্ প্রকারের কায়স্থ এই সন্দেহ হয়। এবং কায়স্থ জাতির অনেক কৃত্রিমতা হইয়াছে, কৃত্রিম কায়স্থ কি অকৃত্রিম কায়স্থ এই সন্দেহ হয়।

শূদ্রের পাচক হইয়া, শূদ্রের আশ্রিত থাকিয়া, শূদ্রান্ন দ্বারা সপরিবার প্রতিপালিত হইতেছেন ।—সেই প্রবল পরাক্রম ক্ষাত্রিয় জাতি শূদ্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী চাকর দ্বারবান্ হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন। শূদ্রেরা স্বীয় জাতি গোপন করিয়া যেই কায়স্থজাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, সেই কায়স্থ সন্তানেরাই অনেকে শূদ্রের দাসত্ব করিতেছে অর্থাৎ চাকর হইয়া শুশ্রূষা করিতেছে।

কায়স্থেরা যে দাসত্ব করে, ইহার প্রমাণ বিরল নহে। টাকি অঞ্চলে এক প্রকার কায়স্থ আছে, তাহাদিগকে ভাঁড়ারি কায়েত কহে, ইহারা ভাঁণ্ডারি গিরি কর্ম্ম করিয়া থাকে। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় কতকগুলি ক্রীতদাস (নফর) আছে, তাহাদিগকে সিকদার কহে। ঐ সকল ভৃত্য বৈদ্যজাতিরই অধিক; ব্রাহ্মণ ও ধনী জমিদার শূদ্রেরও ক্রীতদাস ভৃত্য আছে। ইহাদিগের মধ্যে ঘোষ,* দত্ত,† দাস, সেন, দে, সোম, শূর, হোড়, দেব, সিংহ, নন্দী, কণ্ঠ, কর, বর্দ্ধন, মাঝি, ঢালী, ধর, রাহা, চন্দ্র, পাল, এই সকল উপাধি প্রচলিত আছে। ইহারাও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং সময়ে সময়ে শূদ্র বলিয়াও স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে ইদানীং যাহাদের একটুকু উন্নতাবস্থা হইতেছে, তাহারা পূর্ব্ব পুরুষের বাস স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইয়া অর্থব্যয় দ্বারা কোন মান্য বংশীয় বা প্রসিদ্ধ কুলীনের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত ও পরিশুদ্ধ কায়স্থ হইতেছেন; যাহাদের অবস্থার উন্নতি হয় নাই, তাহারা অদ্য যাবৎ পূর্ব্বাবস্থাতেই আছে।

বাস্তব সচরাচরই দেখা যায়, শূদ্র ও কায়স্থের মধ্যে যাহার অবস্থার উন্নতি হইল, তিনি দাসত্ব বন্ধন ছেদন করিয়া মান্য গণ্য পরিশুদ্ধ কায়স্থ হইলেন; যিনি অনুন্নত, তিনি ভৃত্যই থাকিলেন অর্থাৎ ভাণ্ডারিগিরি প্রভৃতি চাকুরি করিতে লাগিলেন।

শূদ্র ও কায়স্থের মধ্যে অবস্থার উন্নতি অনুন্নতি অনুসারে পরস্পর উভয়েই যে উভয়ের ভৃত্যতা স্বীকার করে, ইহার উদাহরণের অপ্রতুল নাই, এবং উন্নত বংশীয়দিগের অবনতি হইলেও ভৃত্য বংশীয়দিগের

* বিক্রমপুরের অন্তর্গত আকিয়াদল গ্রামে ক্রীতদাস ঘোষ এক ঘর মাত্র ছিল। তদ্ভিন্ন ক্রীতদাস ঘোষ আর প্রায় নাই। এই ঘোষ কান্যকুব্জ হইতে আগত মকরন্দ ঘোষের বংশ নহে।

† ক্রীতদাস দত্ত অনেক আছে, কিন্তু তাহারা কান্যকুব্জ হইতে আগত পুরুষোত্তম দত্তের বংশ নহে। ক্রীতদাস দত্তেরা অনেকেই আলম্যান গোত্র বলিয়া পরিচয় দেয়।

উন্নতি হইলে ইহাঁদের পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ হইয়া থাকে, ইহার উদাহরণেরও অপ্রতুল নাই। স্থূল কথা এই যে, শূদ্রই হউন, কি কায়স্থই হউন, যাহার হীনাবস্থা অর্থাৎ পৈত্রিক সম্পত্তি না থাকে, কুলমর্য্যাদা না থাকে, লেখাপড়া শিক্ষা না করে, অন্য কোন প্রকারে উপার্জ্জন করিতে না পারে, ঈদৃশ ব্যক্তির অগত্যা ভৃত্যতা (ভাণ্ডারিগিরি প্রভৃতি কার্য্য) স্বীকার করিতে হয়। এতদ্বংশের মধ্যে যিনি উন্নত, তিনি মান্য, তিনি প্রভু। এমন কি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী, আশ্রিত, প্রতিপাল্য। অনেক স্বজাতীয় লোক তাঁহার ভৃত্য হইয়া শুশ্রূষা করে।

শূদ্র বা কায়স্থ এবং শূদ্র সদৃশ জাতিরাই দুরবস্থাগ্রস্ত হইলে ভৃত্য কার্য্যে রত হয়। কলিকাতা অঞ্চলে দেখা যায়, শূদ্র এবং কায়স্থ, গোপ, নাপিত, তাঁতী, ময়রা, কৈবর্ত্ত (জেলে দাস) প্রভৃতিরা ভৃত্যকার্য্য শুশ্রূষা প্রভৃতি করিয়া থাকে। অতএব গোপ নাপিত প্রভৃতিকেও শাস্ত্রকারেরা শূদ্র মধ্যে গণনা করিয়াছেন। যথা "শূদ্রো গোপশ্চ নাপিতঃ" ইত্যাদি। এই সকল জাতি ভিন্ন প্রায় অন্য কোন জাতিকে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইলেও ভৃত্যতা স্বীকার করিতে দেখা যায় না।

যখন চতুর্দ্দিকে এই প্রকার ব্যবহার দেখা যাইতেছে যে, দুরবস্থাগ্রস্ত শূদ্রেরাও যেমন দ্বিজাতির দাসত্ব স্বীকার করে, দুরবস্থাগ্রস্ত কায়স্থেরাও তেমন দ্বিজাতির দাসত্ব স্বীকার করে, এবং উন্নতিশীল কায়স্থেরা যেমন ধন্য, মান্য, গণ্য, দশ জনের প্রভু, উন্নতিশীল শূদ্রেরাও তেমন ধন্য, মান্য, গণ্য, দশ জনের প্রভু,—অবস্থার তারতম্যানুসারে শূদ্রও কায়স্থের ভৃত্য হন, কায়স্থও শূদ্রের ভৃত্য হন,—তখন শূদ্র যুবকেরা স্বকীয় জাতির আদিমতার ও অকৃত্রিমতার গোপন পূর্ব্বক অনাদি ও সন্দেহগর্ভ ভিন্নজাতীয় কায়স্থ বলিয়া যে পরিচয় দেন, ইহা নিতান্তই ভ্রম বা অনভিজ্ঞতা।

পূর্ব্বকালে পূর্ব্ব পুরুষগণ অক্ষম ছিলেন, দাসত্ব করিয়া গিয়াছেন; এইক্ষণে যিনি প্রভু, কাহার সাধ্য তাঁহাকে ভৃত্য কহে। পূর্ব্বকালে ইংরাজেরা বন্য পশুর ন্যায় অসভ্য জাতি ছিলেন, এইক্ষণে কি তাঁহাদিগকে আর অসভ্য বন্য জাতি বলা যায়? বরং ইদানীং সভ্য জাতি বলিলে অনেকের মনে প্রথম ইংরাজ জাতিই উদিত হন। কিন্তু যাহার পিতামহ পিতা ক্রীতদাস (নফর) ছিল, চিরকাল দাসত্ব করিয়াছে, অদ্যাপি তাহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দেশে থাকিয়া ভৃত্য কার্য্য করিতেছে, ঈদৃশ ব্যক্তি বিদেশে আসিয়া কোন বড় লোকের অনুগ্রহে দশ টাকা

উপার্জ্জন করিতেছেন, পরিশুদ্ধ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিকে দৈবাৎ ভূত-বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইতে পারে না।

ইদানীং শূদ্র, কায়স্থ, কৃত্রিম কায়স্থ (যাহারা পূর্ব্বে অন্য জাতি ছিল অধুনা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত), ইহারা পরস্পর সংমিশ্রিত হইয়া এক জাতি হওয়াতে কে শূদ্র, কে প্রকৃত কায়স্থ, কে কৃত্রিম কায়স্থ, তাহার নিশ্চয় করা আপাতত নিতান্ত দুঃসাধ্য বোধ হইলেও প্রাচীন বচন প্রমাণ দ্বারা ঐ সংমিশ্রজাতি হইতে কতক গুলি আদিম অকৃত্রিম শূদ্র জাতিকে পৃথক রূপে জানা যাইতে পারে।

আদৌ প্রজাপাতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা ঊর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে।
পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূতঃ ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।
হীমনামা* সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ।
কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূৎ বভূব লিপিকারকঃ।
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনঃ বিচিত্রশ্চ তথৈব চ।
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ।
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ † প্রচক্ষ্যতে।
বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে ‡ চিত্রসেনসুতা ভুবি।
করণস্য সুতা জাতা নাগো নাথশ্চ দাসকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়তনূজাস্তু দেবো সেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথা শর্ম্মা জাতাশ্চ বহুসংখ্যকাঃ।
এতে পদ্ধতিকারাশ্চ মুনিভিঃ কথিতাঃ পুরা।
ইতি অগ্নিপুরাণীয়বচনং জাতিমালায়াং শব্দকল্পদ্রুমে চোদ্ধৃতং।

অগ্নি পুরাণে উক্ত আছে, প্রথম ব্রহ্মার মুখ হইতে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সস্ত্রীক ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে সস্ত্রীক বৈশ্য, পাদ হইকে সস্ত্রীক শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। শূদ্রের পুত্র হীম, হীমের পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র কায়স্থ, ¶ ইনি লিপিকারক ছিলেন। কায়স্থের তিন পুত্র চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন, বিচিত্র। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, চিত্রসেন পৃথিবীতে,

* হিমইতি পাঠান্তরং। † ইতি শাস্ত্রঃ প্রচক্ষতেইতি পাঠান্তরং।
‡ মৃত্যুঞ্জয়ানুকরণৌ ইতি পাঠান্তরং।
¶ স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে বৈশ্য ও শূদ্রা হইতে কায়স্থের উৎপত্তি। অগ্নিপুরাণানুসারে কায়স্থ শূদ্র হইতে সম্ভূত, সুতরাং স্মৃতিপুরাণের বিরোধ হয়। ইহার মীমাংসা পশ্চাৎ কায়স্থজাতি প্রকরণে কথিত হইবে।

বিচিত্র নাগলোকে অবস্থিতি করিলেন। ইহারা শূদ্র বলিয়া কথিত। বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ, মৃত্যুঞ্জয়,* এই সাত জন চিত্রসেনের সন্তান। করণের পুত্র নাগ, নাথ, দাস। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র দেব, সেন, পালিত, সিংহ। তৎপরে বহু সন্তান জন্মিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিতেরাই পদ্ধতিকারক, ইহা মুনিরা পূর্ব্বে বলিয়াছেন।

শূদ্র সন্তান হইতে কায়স্থের উৎপত্তি। সেই কায়স্থ বংশে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, দেব, সেন, পালিত, সিংহ প্রভৃতির জন্ম। এই কায়স্থজাতি স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত কায়স্থ এবং পুরাণোক্ত অন্য অন্য কায়স্থ হইতে পৃথক্। ইহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিলেও শূদ্র হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ ইহাদের আদিপুরুষ শূদ্র, অতএব ইহারা শূদ্রবংশীয়। এই শূদ্রবংশীয় পঞ্চ কায়স্থই আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত ভৃত্য হইয়া আসিয়াছিলেন এবং বল্লাল কর্তৃক কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহারা শূদ্র বলিয়া স্বীকার না করিলে বল্লালদত্ত কুলমর্য্যাদার অধিকারী হইতে পারেন না। কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণের সহিত ঘোষ বসু প্রভৃতি যে পঞ্চজন আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা শূদ্র ছিলেন; বল্লাল সেন তাহাদিগেরই কুলমর্য্যাদা দিয়াছেন। তৎপ্রমাণানি যথা,—

নৃপতিসুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিধীরঃ।
ময়ি বরসখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তং॥

তুমি নৃপতিদিগের মধ্যে সুকৃতিসার স্বীয় বংশে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি বীর সিংহ, অতিশয় ধীর এবং তোমার অতি সুবিচার। আমাতে তোমার মিত্রতা আছে। অতএব আমার গৌড় রাজ্যে শূদ্রদিগের সহিত ব্রাহ্মণগণকে নিতান্তই পুনর্ব্বার প্রেরণ করিবা। রাজা আদিশূর বীরসিংহের নিকট ব্রাহ্মণ ও শূদ্র প্রার্থনা করিয়া এই পত্র লিখিয়াছিলেন, সুতরাং কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণের সহিত শূদ্রগণই সমাগত হইয়াছিল।

মুদাগন্তুকামাঃ পুরাবাস গৌড়ং
সমাহায় কোলাঞ্চ দেশং ক্ষিতীশং।

* পুস্তকান্তরে পাঠ আছে, মৃত্যুঞ্জয় ও অনুকরণ। অনুকরণ হইলে চিত্রসেনের অষ্ট পুত্র হয়। এই মতাবলম্বীরা বলেন, অনুকরণ হইতে কর, নন্দী, চাকী, পাল, আদিত্য প্রভৃতির উৎপত্তি।

নৃপাজ্ঞাঞ্চ লব্ধা সদারাঃ সভৃত্যাঃ
মহাযো...স্তে বভূবুঃ সশূদ্রাঃ ॥

সেই ব্রাহ্মণগন কান্যকুব্জাধিপতির আজ্ঞা লাভ করিয়া কোলাঞ্চ দেশ ও রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক* এবং পঞ্চ ভৃত্য শূদ্রের সহিত হর্ষযুক্ত হইয়া আগমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এই শ্লোকেও "সভৃত্যাঃ" "সশূদ্রাঃ" শব্দ আছে। ইহাদ্বারাও স্থির হইয়াছে, পঞ্চ ভৃত্যই আসিয়াছিল।

কান্যকুব্জ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণকে দেখিয়া রাজা আদিশূর বলিয়াছিলেন,—

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মাকং গমনং যতঃ।
এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্টবান্যং শূদ্রপঞ্চকে।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যাতু কিমর্থং বা দ্বিজৈঃ সহ।
তৎ সর্ব্বং শ্রো...মিচ্ছামি ...ত ভোঃ শূদ্রপুঙ্গবাঃ।
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ নামগোত্রকে ॥

অদ্য আমার জন্ম সফল, জীবনও সুজীবিত হইল, আমার আলয়ও পবিত্র হইল, যেহেতু আপনাদিগের আগমন হইয়াছে। রাজা ব্রাহ্মণগণের এই প্রকার স্তব করিয়া শূদ্রপঞ্চককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমাদের গোত্র কি এবং কি নাম? ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে কি নিমিত্ত আসিয়াছ? তৎসমস্ত আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। শূদ্রপুত্রগণ রাজার এই কথা শুনিয়া নাম গোত্র বলিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবেও শূদ্র শব্দের উল্লেখ আছে।

কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রো দশরথো বসুঃ। ১।
শাণ্ডিল্য গোত্রসম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালিনশ্চ দাসোহং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ। ২।
ভরদ্বাজে সুবিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ। ৩
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ং।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতিখ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ। ৪।
বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।

---

* কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। এই শ্লোক পাঠে তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইবে।